জুল ভার্ণ

রাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ

মোহাম্মদ নাসির আলী

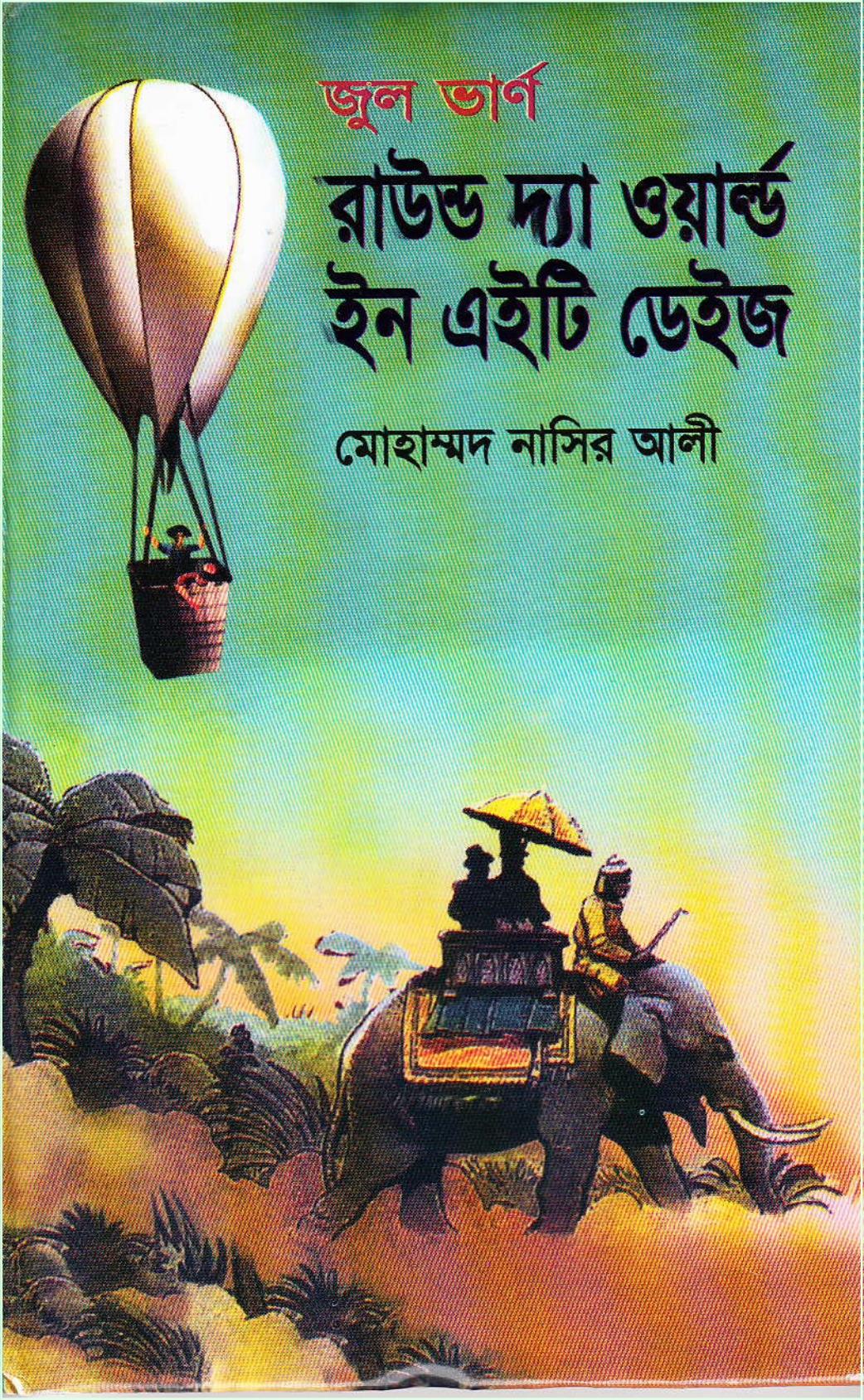

রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ

মোহাম্মদ নাসির আলী

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

'ROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS' Bangali Translated by Mohammad Nasir Ali. Published by Eftakher Rasul George on be-half of Nawroze Sahitya Samvar/Nasas. 46, Banglabazar. First Published : 1969, 16th Print : 2011. Price Tk. Seventy Only.

ISBN: 984-702-053-4

প্রকাশনায়	নওরোজ সাহিত্য সম্ভার'-র পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম প্রকাশ	১৯৬৯
ষোড়শ মুদ্রণ	২০১১
একমাত্র পরিবেশক	ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন
প্রচ্ছদ	সুখেন দাস
কম্পোজ	ক্রেস মিডিয়া'-র পক্ষে নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণে	প্রান্তিকা মুদ্রণী ৪৩ ডি. এন. এস রোড ঢাকা ১২০৪
মূল্য	সত্তর টাকা মাত্র।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

আদরের পূরবীকে
—বানাভাই

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

মোহাম্মদ নাসির আলী'-র অন্যান্য গ্রন্থ

বুমেরাং	বোকা বকাই
আলীবাবা	সোনার চরকা
যোগাযোগ	গদাধরের উইল
মণি কণিকা	ভিনদেশী গল্প
সাত পাঁচ গল্প	ট্রেজার আইল্যান্ড
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা	বীরবলের খোশগল্প
বীরের মতো বীর	শাহী দিনের কাহিনী
ছয় দ্বিগুণে বারো	টলস্টয়ের সেরা গল্প
ছোটদের বিন-কাসিম	লেবুমামার সপ্ত কাণ্ড
ছোটদের ওমর ফারুক	ছোটদের ভালো গল্প
গ্যালিভারস্ ট্রাভেলস	আলিফ লাইলার গল্প
ভিনদেশী এক বীরবল	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
কিশোর বাছাই গল্প	কিশোর এ্যাডভেঞ্চারত্রয়ী
ইবনে বতুতার সফরনামা	বারশো বানরের পাল্লায়
চীনদেশের রাজকুমারী	তিমির পেটে কয়েক ঘন্টা
আকাশ যারা করলো জয়	একটি গোয়েন্দা কুকুরের কাহিনী
বোবার সব কালা	রাউণ্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ
বিক্রমপুরের পোড়া রাজা	ইটালীর জনক গ্যারিবল্ডি
ছোটদের বাদশাহ আলমগীর	একের পিঠে দুই
দুইটি গল্প তিনটি প্রশ্ন	দুঃসাহসিক অভিযান
ভয়ঙ্কর শিকারের গল্প	হাসতে হাসতে খুন

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

১৮৭২ সাল।

সে সময় লণ্ডনের বার্লিংটন গ্যার্ডেনস্ এলাকার স্যাভাইল রোঁর সাত নম্বর বাড়িতে মিস্টার ফিলিয়াস ফগ নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। এ বাড়িতেই ১৯১৬ সালে বিখ্যাত নাট্যকার মিস্টার ব্রিন্সলী শেরিডান মারা যান।

মিস্টার ফিলিয়াস ফগ লন্ডনের রিফর্ম ক্লাবের একজন সদস্য। ভয়ানক খামখেয়ালী ধরনের লোক তিনি। আদব-কায়দা ও চালচলনে পুরোপুরি ইংরেজ হলেও জন্ম তার খাস লন্ডনে নয়। কিন্তু লন্ডনের বাইরেও কখনো তাকে বেশি সময় কাটাতে দেখা যায়নি। তার কাজ ছিলো দৈনিক খবরের কাগজগুলো সব মনোযোগ দিয়ে পড়া আর ক্লাবে গিয়ে তাস খেলা।

স্যাভাইল রোঁর এ বাড়িতে মিস্টার ফগ একলাই থাকতেন এবং কেউ কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা করতেও আসতো না। বাড়ির কাজকর্ম চালাবার জন্যে ছিলো একজন মাত্র ভৃত্য—বাড়িতে তার একমাত্র সঙ্গী। সে ভৃত্যকে আবার এতো কাঁটায় কাঁটায় চলতে হতো যে, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের পক্ষে তা কতোকটা অসম্ভব বললেই চলে!

ফিলিয়াস ফগের ছিলো কতোগুলো বাঁধাধরা নিয়মিত অভ্যেস। সে জন্যে তার ভৃত্যের পক্ষেও তার কাজ করা কঠিন কিছু হতো না। তিনি চাইতেন, তার ভৃত্য চলবে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো সময় মেনে। এর ব্যতিক্রম হলেই আর রক্ষে নেই।

যেদিন এ গল্পের শুরু সেদিন ছিলো দোসরা অক্টোবর। সেদিনই মিস্টার ফগ তার পুরানো ভৃত্য জেম্‌সকে বরখাস্ত করেছেন। বেচারার অপরাধ ছিলো—মিস্টার ফগ দাড়ি কামানোর জন্যে গরম পানি চেয়েছেন। পানির তাপ হওয়া উচিত ছিলো ৬৬ ডিগ্রি, তা না হয়ে কিনা তাপ হয়েছে ৮৮ ডিগ্রি! এ ভুলের জন্যেই আজ বেচারা জেম্‌সকে এতোদিনের চাকরিটা হারাতে হলো।

এখন একজন নতুন ভৃত্য আসবে দেখা করতে। মিস্টার ফগ তারই অপেক্ষা করছিলেন। ঘড়িতে যেমনি সাড়ে এগারোটা বাজে, তিনি উঠে রওনা হন রিফর্ম ক্লাবের দিকে। এ-ই তার নিত্যকার অভ্যেস।

সে সময়ে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেলো। পুরানো ভৃত জেম্‌স ঘরে ঢুকে খবর দিলো, নতুন ভৃত্য এসেছে স্যার।

জেম্‌সের পেছনে পেছনে একটি লোক এসে ঘরে ঢুকলো। তার বয়স হবে বছর তিরিশ। মিস্টার ফগ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একজন ফ্রেঞ্চম্যান, নয় কি? তোমার নাম জন?

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

নতুন ভৃত্য এসেছে স্যার

—না স্যার, জিন্। আমার নাম জিন্ পাশেপারতু।

—বেশ, পাশেপারতুই তোমাকে ডাকবো। তোমার কয়েকটি বেশ ভালো সুপারিশপত্র আমি দেখেছি। তোমার চাকরির শর্তগুলো দেখে নিয়েছো তো? এখন কি কাজ করতে হবে সব বুঝে নাও।

—হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। কাজও বুঝে নিয়েছি।

—বেশ। তাহলে এখন থেকে, অর্থাৎ দোসরা অক্টোবর বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা থেকে তুমি আমার চাকরিতে বহাল হলে, মনে রাখবে। তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে?

বুক পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি বের করে পাশেপারতু বললো, এগারোটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট হয়েছে স্যার।

—তোমার ঘড়িটা দেখছি স্লো চলছে!

—বেয়াদবি মাফ করবেন স্যার, আমার ঘড়ি বোধ হয় স্লো নয়।

—চার মিনিট স্লো। যাকগে, তাতে এমন কিছু এসে যায় না যদি সেটা তোমার জানা থাকে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

১০ মিনিট স্কুল all pdf বই - Click here

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021 all Month pdf - Click here

আয়মান সাদিক ও সাদমান সাদিক ভাইদের all pdf বই - Click here

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

ফেসবুকে আমি - মোঃহৃদয়

বলেই ফিলিয়াস ফগ উঠে পড়লেন। বাঁ হাত বাড়িয়ে হ্যাটটা মাথায় চাপালেন ঠিক একটা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো। তারপর আর একটিও কথা না বলে তিনি বেড়িয়ে গেলেন। একটু পরে পুরানো ভৃত্য জেম্‌সও বিদায় হয়ে গেলো।

বাড়িতে এখন পাশেপারতু একা। বাড়ির ঘরগুলো সে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। নিজের থাকবার ঘরটি খুঁজে নিতে তাকে কোনো রকম বেগ পেতে হলো না। তিন তলার পছন্দসই একটি কামরা। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা আর কথা বলবার জন্যে একটা নল দিয়ে তার ঘরের সঙ্গে নিচের ঘরগুলোর যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। একটি বৈদ্যুতিক ঘড়িও রয়েছে ঘরে। ঠিক এ রকমই আরেকটি ঘড়ি রয়েছে মিস্টার ফগের শোবার ঘরে। এ দুটি ঘড়ির মধ্যে এভাবে সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে, যাতে চলতে গিয়ে এক চুলও এদিক সেদিক না হয়।

নিজের কামরায় ঘড়ির নিচে পাশেপারতু একটি কার্ড দেখতে পেলো—তার দৈনিক কাজের তালিকা। ভোর ৮টা ২৩ মিনিটের সময় চা আর সে সঙ্গে টোস্ট, ৯টা ৩৭ মিনিটের সময় দাড়ি কামানোর জন্যে গরম পানি, ১০টা বাজতে ২০ মিনিট বাকি থাকতে মনিবের প্রসাধনের ঘরে হাজির—এমনি ধরনের সব খুঁটিনাটি ব্যাপার। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুররাত পর্যন্ত যে সময়টা মনিব বাইরে কাটান, সে সময়ে কোনটার পরে কি করতে হবে সেটাও লেখা রয়েছে কার্ডে।

ফিলিয়াস ফগ সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে ক্লাবের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তার বাঁ পা পাঁচ শ ছিয়াত্তর বার এবং ডান পা পাঁচ শ পঁচাত্তর বার চালিয়ে তিনি এসে রিফর্ম ক্লাবে পৌছলেন। পৌছেই সরাসরি খাবার ঘরে ঢুকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের আসনটি দখল করে বসলেন। সেখানে তার খাবার আগে থেকেই রাখা ছিলো। ঠিক ১২টা ৪৭ মিনিটের সময় তিনি উঠে বসবার ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের একজন ভৃত্য এসে তার হাতে দিলো সেদিনকার *দি টাইম্‌স* কাগজটি। তার পৃষ্ঠাগুলো তখনও কাটা হয়নি। বিশেষ দক্ষতার সাথে কাগজটি ভাঁজ করে তিনি পৃষ্ঠাগুলো কেটে ফেললেন। পৌনে চারটা অবধি ঐ কাগজটি পড়েই তার কাটলো। তারপরে ধরলেন *দি স্ট্যানডার্ড*। ডিনারের সময় পর্যন্ত তাই পড়লেন। ডিনারের সময়ে উঠে গিয়ে বসলেন ঠিক আগের জায়গায়, সেই আগের আসনে। ছ'টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে আবার ফিরে এলেন বসবার ঘরে। এবার তার *দি মর্নিং ক্রনিকল* পড়ার পালা।

আধ ঘণ্টা পরে আরোও কয়েকজন সভ্য এসে ঢুকলেন সেই ক্লাবে। তারা এসে গোল হয়ে বসলেন ফায়ার প্লেসের ধারে। তারা সবাই মিস্টার ফিলিয়াস ফগের তাস খেলার সঙ্গী। তারা হলেন এড্রো স্টুয়ার্ট নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার, জন সুলিভান আর স্যামুয়েল ফ্যালোনটিন নামে দুজন ব্যাঙ্কার, টমাস ফ্লানগান নামে একজন মদ বিক্রেতা এবং ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের অন্যতম ডিরেক্টর ওয়ালটার র‍্যাল্‌ফ্‌। সবাই বিত্তশালী ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। অবশ্যি এ ক্লাবের সভ্যদের সবাই কমবেশি তাই।

টমাস ফ্লানগান জিজ্ঞেস করলেন, ওহে র‍্যাল্‌ফ্‌! এই ডাকাতিটা সম্বন্ধে তোমার কি মত?

ওপাশ থেকে স্টুয়ার্ট বলে উঠলো, কেনো, ব্যাঙ্ক চিরকালের জন্যে টাকাটা হারালো আর কি।

www.alorpathsala.org

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

কিন্তু ওয়ালটার র‍্যাল্‌ফ্‌ বললেন, আমি আশা করি তা হবে না। আমার বিশ্বাস, চোর আমরা ধরতে পারবো। ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত প্রসিদ্ধ বন্দরে সুপটু সব গোয়েন্দাদের পাঠানো হয়েছে। তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া চোরের পক্ষে সহজ হবে না।

স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু চোরের কোনো বর্ণনা তোমরা দিতে পেরেছো কি?

র‍্যাল্‌ফ্‌ জবাব দিলেন—নিশ্চয়ই পেরেছি। কিন্তু চোর সে মোটেই নয়।

স্টুয়ার্ট আবার বললেন, সে আবার কি রকম কথা হে? পঞ্চান্ন হাজার পাউন্ডের ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে যে পালায়, তাকে চোর ছাড়া আর কি বলা যায়? অন্তত আমি তো তাই বলবো।

র‍্যাল্‌ফ্‌ বললেন, না হে, না। চোর সে নয়।

সুলিভান বললেন, তাহলে আমার মনে হয় লোকটা ব্যবসায়ী।

এতোক্ষণ পরে কথা বললেন ফিলিয়াস ফগ। তিনি বলেন, *মর্নিং পোস্ট* পড়ে আমার কিন্তু ধারণা হয়েছে লোকটা একজন ভদ্রলোক।

কাগজের ওপর দিয়ে ফগের মাথাটা দেখা যাচ্ছিলো। এতোক্ষণ তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। এবার উঠে সবাইকে অভিবাদন জানালেন। গল্পগুজব চলতে লাগলো।

আজকে তাদের কথাবার্তা হচ্ছিলো তিনদিন আগে ২৯ সেপ্টেম্বর যে ডাকাতিটা হয়ে গেলো, তাই নিয়ে। পঞ্চান্ন হাজার পাউন্ডের একগাদা নোট চুরি হয়েছে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের প্রধান ক্যাশিয়ারের কাউন্টার থেকে। চুরির ব্যাপারটা জানতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ সব গোয়েন্দাদের পাঠানো হয়েছে লিভারপুল, গ্লাসগো, হ্যাভার, সুয়েজ, ব্রিন্ডিসি, নিউ ইয়র্ক এবং আরোও সব প্রসিদ্ধ বন্দরে। চোর ধরতে পারলে দু হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে বলেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে তারও শতকরা পাঁচ ভাগ দেয়া হবে বখসিস হিসেবে।

চোর ধরার ব্যাপার নিয়ে সব জায়গাতেই তুমুল আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে রিফর্ম ক্লাবে তো সারাক্ষণই তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। কারণ সভ্যদের অনেকেই এ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত।

স্টুয়ার্ট বললেন, আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত চোরেরই জয় হবে। লোকটা নিশ্চয়ই খুব চালাক চতুর বলতে হবে।

র‍্যাল্‌ফ্‌ বললেন, বোকার মতো কথা বলছো তুমি। দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবে।

স্টুয়ার্ট বললেন, পৃথিবীটা তো এতোটুকু জায়গা নয়, যথেষ্ট বড়ো।

মিস্টার ফগ নিম্নস্বরে বললেন, এক সময় তাই ছিলো বটে, কিন্তু আজ আর পৃথিবী বড়ো নয়।

—এক সময়ে বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? পৃথিবী কি এখন ছোট হয়ে গেছে নাকি?

র‍্যাল্‌ফ্‌ জবাবে বললেন, তা নিশ্চয়ই হয়েছে। মিস্টার ফগের সঙ্গে আমিও এক মত। পৃথিবী এখন সত্যি অনেক ছোট হয়ে গেছে। কারণ, এক শতাব্দী আগে পৃথিবী ঘুরে আসতে যে সময় লাগতো এখন লাগছে তার দশ ভাগেরও কম সময়। সে জন্যেই মনে হচ্ছে, বর্তমান ক্ষেত্রে চোরকে ধরা সহজ হবে। অবশ্যি চোরের পালানোর ব্যাপারটাও

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

এজন্যেই সহজ হয়েছে।

—পৃথিবী ছোট হয়েছে বলে প্রমাণ করার পক্ষে র‍্যাল্‌ফের যুক্তিটা চমৎকার হয়েছে বলতে হবে। ছোট হবার কারণস্বরূপ বলা হচ্ছে, আজকাল মাত্র তিন মাসে সারাটা পৃথিবী···

কথা শেষ না হতেই ফিলিয়াস ফগ বললেন, হ্যাঁ বন্ধুগণ! আশি দিনেই আজকাল পৃথিবী ঘুরে আসা সম্ভব। কারণ, বোম্বাই থেকে এলাহাবাদ অবধি রেল লাইন খোলা হয়েছে। এই দেখুন, আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কিভাবে সম্ভব তার একটা হিসেব দিয়েছে *দি মর্নিং ক্রনিকল* পত্রিকা। এই যে দেখুন—

রেলে এবং স্টিমবোটে লন্ডন থেকে সুয়েজ	*৭ দিন*
জাহাজে সুয়েজ থেকে বোম্বাই	*১৩ দিন*
রেলে বোম্বাই থেকে কলকাতা	*৩ দিন*
জাহাজে কলকাতা থেকে হংকং	*১৩ দিন*
জাহাজে হংকং থেকে ইয়াকোহামা	*৬ দিন*
স্টিমারে ইয়াকোহামা থেকে স্যানফ্রান্সিসকো	*২২ দিন*
রেলে স্যানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক	*৭ দিন*
স্টিমার ও রেলে নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডন	*৯ দিন*
	মোট ৮০ দিন

স্টুয়ার্ট বললেন, হ্যাঁ, আশি দিনই দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এ হিসেবে খারাপ আবহাওয়া, উল্টোমুখি বাতাস, রেল দুর্ঘটনা প্রভৃতি ধরা হয়নি।

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু প্রতিবাদ করে বললেন, সব কিছুই এতে ধরা হয়েছে।

—কাগজে-কলমে সবই ঠিক হয়েছে বলতে পারেন মিস্টার ফগ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে···?

উত্তর দিতে গিয়ে মিস্টার ফগ বেশ জোর দিয়েই বললেন, কার্যক্ষেত্রেও তাই মিস্টার স্টুয়ার্ট।

স্টুয়ার্ট তখন বললেন, আপনি তাহলে যা বলছেন তা করে দেখান তো মিস্টার ফগ।

—আপনার ওপরেই তা নির্ভর করছে। চলুন, এক সাথেই দুজন বেরিয়ে পড়ি।

স্টুয়ার্ট বললেন, কখ্‌খনো না। আমি বরং এর পেছনে চার হাজার পাউন্ড বাজি রাখতেও রাজি আছি। এ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

—বরং সম্পূর্ণ সম্ভব।

—বেশ তো, তাহলে করেই দেখান!

—কি করে দেখাতে বলছেন—আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ?

—হ্যাঁ।

—সর্বোত্তম প্রস্তাব। আমি রাজি।

—কখন?

—*এখ্‌খুনি। শুধু বলবার কথা হলো এই যে, আমার খরচটা বহন করবে তোমরা। বিশ* হাজার পাউন্ড আমার জমা আছে। তার সবটাই আমি বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

একজন যাত্রী তার সামনে এসে দাঁড়ালো

জন সুলিভান চিৎকার করে উঠলেন—বিশ হাজার পাউন্ড! পাগলামী কেনো করছেন? এখন বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সামান্য দুর্ঘটনা ঘটলে সবটাই হারাতে হবে যে!

মিস্টার ফগ শান্তভাবেই জবাব দিলেন, এখন বোঝা যাচ্ছে না অথচ পরে ঘটতে পারে, এমন কিছুই নেই।

—কিন্তু এই আশি দিন তো ধরা হয়েছে সবচেয়ে কম যা লাগে সেই হিসেবে।

—বিবেচনা করে ধরলে পৃথিবী ঘুরে আসতে এ-ই যথেষ্ট।

—আপনি তামাশা করছেন মিস্টার ফগ।

ফিলিয়াস ফগ বললেন, একজন খাঁটি ইংরেজ কখ্খনো বাজি রেখে তামাশা করে না। আমি যে কারো সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশ হাজার পাউন্ড বাজি রাখতে প্রস্তুত। আপনারা প্রস্তুত তো?

স্টুয়ার্ট, ফ্যালোনটিন, সুলিভান, ফ্লানগান, এবং র‍্যাল্‌ফ্—এ পাঁচ বন্ধু পরামর্শ করে বললেন, বেশ, আমরাও রাজি হলাম মিস্টার ফগ।

মিস্টার ফগ বললেন, চমৎকার! ডোভারের ট্রেন ছাড়বে পৌনে ন'টায়। সেই ট্রেনেই আমি রওনা হবো মনে করছি।

বিস্মিত স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন, আজই সন্ধ্যায়?

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যায়।

এই বলে মিস্টার ফগ তার পকেট দিনপঞ্জিকাটি খুলে দেখে বললেন, আজকে হলো দোসরা অক্টোবর, বুধবার। কাজেই আমাকে এ ঘরে ফিরতে হবে একুশে ডিসেম্বর শনিবার ঠিক রাত পৌনে ন'টার সময়। যদি তার ব্যতিক্রম হয় তবে আমার গচ্ছিত বিশ হাজার পাউন্ড হবে আপনাদের সম্পত্তি। এই নিন বিশ হাজার পাউন্ডের চেক।

ঘড়িতে তখন সাতটা বাজে। তারও পঁচিশ মিনিট পর বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে মিস্টার ফগ বাড়ির দিকে চললেন। বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন দশ মিনিট পর।

পাশেপারতু তখন বেশ মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ-কর্ম করে যাচ্ছিলো। হঠাৎ সে মনিবকে এ অসময়ে বাড়ি ফিরতে দেখে অবাক হলো।

মিস্টার ফগ সোজা তার শোবার ঘরে গিয়ে পাশেপারতুকে ডেকে পাঠালেন। ডেকে বললেন, দশ মিনিটের ভেতর আমরা ডোভার রওনা হচ্ছি। পৃথিবী ভ্রমণে বের হবো।

—পৃথিবী ভ্রমণে?

বিস্মিত পাশেপারতু জিজ্ঞেস করলো। ফিলিয়াস ফগ বললেন, হ্যাঁ, আশি দিনে পৃথিবী ঘুরে আবার এখানে ফিরে আসবো। কাজেই একটি মিনিট সময়ও নষ্ট করার উপায় নেই!

—কিন্তু মালপত্র? মালপত্রের কি ব্যবস্থা হবে?

—আমাদের মালপত্রের কোনো দরকার নেই। একটা কার্পেটের ব্যাগেই আমাদের চলে যাবে! দুটো শার্ট নেবে আর তিন জোড়া মোজা। তোমার জন্যেও তাই নেবে। আর যা কিছু দরকার সব পথেই কিনতে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আমার ম্যাকিনটোশ আর কম্বলটি নিও, জুতোও নিও দু' তিন জোড়া। অবশ্যি পায়ে হাঁটতে হবে আমাদের খুবই সামান্য পথ। যাও, তাড়াতাড়ি করোগে।

রাত আটটার ভেতর পাশেপারতু যৎসামান্য গোছানোর কাজ শেষ করে ফেললো। তারপর নেমে এলো নিচের তলায় মনিবের ঘরে। তখনও কিন্তু তার মনের ধাঁধা কাটেনি।

মিস্টার ফগও তৈরি হয়েই ছিলেন। পাশেপারতুর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে তিনি একটি ব্রাডস রেলওয়ে গাইড আর প্রকাণ্ড একতাড়া নোট তার ভেতর রাখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আশা করি তোমার কিছু ভুলচুক হয়নি পাশেপারতু?

—কিছুই ভুল হয়নি স্যার।

—বেশ, এই নাও ব্যাগটা। সাবধান, বিশ হাজার পাউন্ড আছে এর ভেতর।

ব্যাগটা পাশেপারতুর হাতে তুলে দিলেন মিস্টার ফগ। তারপর মনিব ও ভৃত্য দরজায় দু'টি তালা লাগিয়ে চেরিংক্রশ রেল স্টেশন যাবার জন্যে একটি গাড়িতে উঠে বসলেন।

আটটা বিশ মিনিটের সময় গাড়িটি স্টেশনে গিয়ে থামলো। পাশেপারতু প্রথমে লাফিয়ে নামলো তারপর নামলেন তার মনিব। ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিস্টার ফগ পাশেপারতুকে বললেন প্যারীসের দুটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে আনার জন্যে।

রিফর্ম ক্লাবের পাঁচ বন্ধুকে প্লাটফর্মে দেখতে পেয়ে ফিলিয়াস ফগ বললেন, বিদায় বন্ধুগণ! ফিরে এলে আমার পাসপোর্টের সব সিলমোহর দেখে বুঝতে পারবেন আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি।

আটটা চল্লিশ মিনিটের সময় পাশেপারতুকে নিয়ে মিস্টার ফগ ট্রেনে উঠে বসলেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই ট্রেন ছেড়ে দিলো।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

৯ অক্টোবর বুধবার বেলা এগারোটার সময় পেনিলসুলার এন্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর মঙ্গোলিয়া নামের জাহাজ এসে পৌঁছবে সুয়েজ বন্দরে। এ জাহাজটি ব্রিন্ডিসি থেকে সুয়েজ খাল দিয়ে নিয়মিত বোম্বাই যাতায়াত করে।

মঙ্গোলিয়া জাহাজ আসবার অপেক্ষায় দুজন লোক জাহাজ ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। নানা শ্রেণীর লোকের মাঝে দুজনের একজন হলো সুয়েজ অবস্থিত বৃটিশ কন্‌সালের এজেন্ট, অপরজন একজন ছোটখাট মানুষ। চেহারা দেখে বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরে বিভিন্ন বন্দরে যে সব গোয়েন্দা পাঠানো হয়েছে, এ ব্যক্তি তাদেরই একজন। নাম ফিক্‌স। তার কাজ হলো, সুয়েজ বন্দর দিয়ে যে সব যাত্রী যাতায়াত করবে তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। আর নজর রাখতে গিয়ে যদি কারোও সঙ্গে চোরের চেহারার মিল দেখা যায়, তবে তার গ্রেফতারী পরওয়ানা না এসে পৌঁছা অবধি তার অনুসরণ করবে।

ঠিক দুদিন আগেই চোরের বর্ণনাসহ ফিক্‌স একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে লন্ডন থেকে। চোরটি নিখুঁত পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত, দেখতেও বেশ গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মতো।

পুরস্কার পাবার লোভে এই গোয়েন্দা একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অধীর আগ্রহ নিয়ে সে তাই জাহাজটির আগমন প্রতীক্ষা করছে।

ফিক্‌স কন্‌সালকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আপনি বলছেন এ জাহাজটা বরাবর ঠিক সময়েই এসে পৌঁছোয়?

এবার নিয়ে এই একই প্রশ্ন সে দশবার করেছে। কন্‌সাল জবাব দিলেন—হ্যাঁ, ঠিক সময়েই তো পৌঁছবার কথা। গতকাল পোর্ট সৈয়দ পৌঁছেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ফিক্‌স এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করতে লাগলো। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঘুরে ফিরে এসে আবার জিজ্ঞেস করলো, সুয়েজে কতোক্ষণ থাকবে এ জাহাজ?

—চার ঘণ্টা। কয়লা বোঝাই করতে এটুকু সময়ই লাগে। সুয়েজ থেকে এডেনের দূরত্ব তেরো শ দশ মাইল। সেখানে যাবার আগে পথে আর কয়লা পাবার উপায় নেই।

—এডেন থেকেই এ জাহাজ বুঝি বোম্বাই যায়?

—হ্যাঁ, কোথাও না থেমে একেবারে বোম্বাই গিয়ে পৌঁছে।

—আচ্ছা, চোর যদি এ জাহাজেই এসে থাকে তবে নিশ্চয়ই সুয়েজ নামবে এবং এশিয়ার ভেতর ডাচ বা ফ্রান্স অধিকৃত কোনো দেশে যেতে চেষ্টা করবে। ভারতে যাবে না। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ইংল্যান্ডের মতো ভারতও তার জন্যে নিরাপদ নয়?

—খুব চালাক না হলে তা ভাববে। আপনি জেনে রাখুন, অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে চোরের পক্ষে লন্ডন শহরই বেশি নিরাপদ।

একথা বলেই কন্‌সাল তার অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এদিকে ফিক্‌সকেও বেশিক্ষণ চিন্তার মধ্যে কাটাতে হলো না। কারণ তখনি পরপর কয়েকবার জাহাজের কর্কশ বাঁশি বেজে উঠলো! খালের মুখে জাহাজ এসে নোঙ্গর করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে আট দশটি দেশি নৌকো গিয়ে তার গায়ে ভিড়লো।

জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা অনেক! তাদের কেউ কেউ ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে পাড়ের দৃশ্য

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

দেখছে। বেশির ভাগ যাত্রীই উঠে পড়লো বন্দরে নামার জন্যে। ফিক্স প্রত্যেকটি যাত্রীকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

ঠিক এ সময় দু হাত দিয়ে ব্যস্তভাবে লোক সরিয়ে একজন যাত্রী ফিক্সের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং কন্সালের অফিসটা কোথায় জানতে চাইলো। তার হাতে রয়েছে একটি পাসপোর্ট। সে পাসপোর্টে ব্রিটিশ কন্সালের একটি স্বাক্ষর নিতে চায়।

ফিক্স পাসপোর্টটি নিয়ে একবার পড়ে দেখলো। দেখেই আনন্দ আর উত্তেজনায় সে যেনো কেঁপে উঠলো। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে দুদিন আগে চোরের যে বর্ণনা সে পেয়েছে, তার সঙ্গে এ পাসপোর্ট হুবহু মিলে যাচ্ছে!

ফিক্স আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলো, এ পাসপোর্ট দেখছি আপনার নিজের নয়।

—না, আমার মনিবের।

—আপনার মনিব কোথায়?

—তিনি জাহাজে।

—কিন্তু তাকে তো নিজে আসতে হবে কন্সালের কাছে।

—না আসলেই নয় কি?

—আসতেই হবে তাকে। সেটাই নিয়ম।

—অফিসটা কোথায়? দয়া করে একটু দেখিয়ে দেবেন কি?

—ওখানে, ঐ স্কোয়ারটার কোণে।

এই বলে ফিক্স দু'শ গজ দূরে একটি বাড়ি দেখিয়ে দিলো।

—তাহলে যাই, মনিবকে গিয়ে খবরটা পৌঁছোই। কিন্তু আমি জানি, তিনি এ জন্যে বিরক্ত বোধ করবেন।

এই বলে যাত্রীটি তার মনিবকে খবর দিতে গেলো। এদিকে ডিটেকটিভও তাড়াতাড়ি গিয়ে কন্সালের অফিসে ঢুকলো। তারপর ব্যস্তভাবে বললো, কন্সাল, আমার খুব বিশ্বেস হচ্ছে সেই লোকটি মঙ্গোলিয়ারই একজন যাত্রী।

কন্সাল বললেন, আপনি যা ভেবেছেন সত্যিই যদি তাই হয় তবে সে আমার অফিসে পায়ের ধুলো নাও দিতে পারে। কোনো চোরই তার পথের সন্ধান অপরকে দিতে চায় না। তাছাড়া ভারত যেতে কাউকে তার পাসপোর্ট সই করাবার দরকারও হয় না।

কন্সালের আর বেশি কিছু বলার সময় হলো না। দরজায় শব্দ করে দুজন লোক এসে ঘরে ঢুকলো। তাদের একজন হলো সেই পাসপোর্টওয়ালা লোকটি—অপরজন তার মনিব। মনিব তার নোট বই থেকে একটি পাসপোর্ট বের করে কন্সালের হাতে দিলেন এবং তাতে একটি দস্তখত দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

কন্সাল পাসপোর্টটি পড়ে দেখে বললেন, আপনিই কি মিস্টার ফিলিয়াস ফগ?

—হ্যাঁ, আমিই ফিলিয়াস ফগ।

—সঙ্গে লোকটি বুঝি আপনার ভৃত্য?

—হ্যাঁ, এ একজন ফরাসী। নাম পাশেপারতু।

—আপনি কি সোজা লন্ডন থেকে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি যাবেন কোথায়?

www.alorpathsala.org

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—বোম্বাই।

—আপনি বোধহয় জানেন না স্যার, পাসপোর্টের কোনো দরকার নেই বোম্বাই যেতে। তাছাড়া ভিসারও দরকার হয় না।

—হ্যাঁ, আমি খুব ভালো ভাবেই জানি। কিন্তু আমি যে সুয়েজ এসেছি, তার একটা প্রমাণ রাখতে চাই। সে জন্যেই আপনার একটা দস্তখতের দরকার।

—বেশ স্যার, দিন আপনার পাসপোর্টটি।

এই বলে কন্‌সাল একটি সই করে আর সিল মেরে পাসপোর্টটি ফিরিয়ে দিলেন মিস্টার ফগের হাতে। ফিস মিটিয়ে মিস্টার ফগ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। ডিটেকটিভ তখন কন্‌সালকে জিজ্ঞেস করলো, কি রকম মনে হলো স্যার?

—খুব সম্ভব নয়।

কিন্তু চেহারার সঙ্গে হুবহু মিল আছে। কাজেই লোকটির বিষয়ে আরোও ভালোভাবে জানতে হবে। ভৃত্যটিকে হাত করা খুবই সহজ হবে মনে হচ্ছে। বিশেষত সে যখন ফরাসী তখন যা জানে সবই বলে ফেলবে। আমি শীগগীরই আবার আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

বলেই সে পাশেপারতুর খোঁজে বেরিয়ে গেলো।

এদিকে কনসালের অফিস থেকে বেরিয়েই ভৃত্যকে কয়েকটি কাজের হুকুম দিয়ে মিস্টার ফগ জাহাজে গিয়ে উঠেছেন। কেবিনে ঢুকেই তিনি নোট বইতে লিখে রাখলেন—

লন্ডন ত্যাগ	*বুধবার*	*২ অক্টোবর*	*রাত ৮টা ৪৫ মিনিট*
প্যারসী উপস্থিতি	*বৃহস্পতিবার*	*৩ অক্টোবর*	*ভোর ৭টা ২০ মিনিট*
প্যারিস ত্যাগ	*বৃহস্পতিবার*	*৩ অক্টোবর*	*৮টা ৪০ মিনিট*
টুরিন উপস্থিতি	*শুক্রবার*	*৪ অক্টোবর*	*ভোর ৬টা ৩৫ মিনিট*
টুরিন ত্যাগ	*শুক্রবার*	*৪ অক্টোবর*	*৭টা ৩০ মিনিট*
ব্রিন্ডিসি উপস্থিতি	*শনিবার*	*৫ অক্টোবর*	*বিকেল ৪টা*
সুয়েজ উপস্থিতি	*বুধবার*	*৯ অক্টোবর*	*বেলা ১১টা*

এ পর্যন্ত মোট ঘণ্টা ব্যয়--১৫৬ ঘণ্টা = সাড়ে ৬দিন

মিস্টার ফগ তার নোট বইতে আগে থেকেই ২ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২১ ডিসেম্বর অবধি ঘর এঁকে রেখেছেন। প্যারীস, ব্রিন্ডিসি, সুয়েজ, বোম্বাই, কলকাতা, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইয়াকোহামা, স্যানফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক, লিভারপুল ও লন্ডনের কোথায় কখন পৌঁছোবার কথা তাও লেখা রয়েছে তার নোট বইতে। এর ফলে কতোটুকু সময় বেশি বা কম লাগলো, প্রত্যেক ঘাঁটিতে গিয়ে তা মিলিয়ে দেখার সুবিধে হয়েছে। সুয়েজ পৌঁছে তিনি দেখেছেন সময়ের লাভ বা লোকসান কিছুই হয়নি।

১০ অক্টোবর মিস্টার ফগ সুয়েজ ত্যাগ করলেন। পরের দিন ফিক্‌সকে জাহাজে দেখতে পেয়ে পাশেপারতু ভায়নক খুশি। খুশিতে গদগদ হয়ে সে বলে উঠলো, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে আপনিই তো সেই ভদ্রলোক, যিনি আমাকে সুয়েজে পথ দেখিয়েছিলেন?

গোয়েন্দাও বললো, মনে হচ্ছে আপনি সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের ভৃত্য!

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—ঠিক তাই, মিস্টার···।

—আমার নাম ফিক্স।

—আপনাকে জাহাজে দেখতে পেয়ে কিন্তু ভারী খুশি হয়েছি মিস্টার ফিক্স।

—আপনার মনিব মিস্টার ফগ কেমন আছেন?

—বেশ ভালোই আছেন। আমিও ভালো আছি। দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি। সমুদ্রের হাওয়ায় ভারী ক্ষিধে পায়, তাই নয় কি?

—আপনার মনিব কোথায়? তাকে তো কখনো ডেকে বেড়াতে দেখি না!

—না, তিনি কখনো বের হন না। তার কোনো রকম কৌতূহল নেই।

ফিক্স ও পাশেপারতু অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে কাটালো। পাশেপারতুর সঙ্গে খাতির জমাতে ভারী ইচ্ছে গোয়েন্দা ফিক্সের। কারণ তাকে দিয়ে ভবিষ্যতে অনেক কার্যোদ্ধার হবার সম্ভাবনা। পাশেপারতুও ফিক্সকে মনে করলো একজন খাঁটি ভদ্রলোক আর ভারী মিশুক বলে।

স্টিমারটি বেশ দ্রুত চলছিলো। সুয়েজ থেকে এডেনের দূরত্ব ১৩১০ মাইল। কোম্পানীর চার্টে রয়েছে এতোটা পথ যেতে মোট ১৩৮ ঘণ্টা লাগবে।

১৩ তারিখে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নজরে পড়লো ভাঙ্গা দেয়ালে আবৃত মোচা বন্দরের ধ্বংসাবশেষ। দেয়ালের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি খেজুর গাছের মাথা। একটু দূরেই চোখে পড়ে বিস্তৃত কফির আবাদ।

সেদিন রাতের মধ্যেই জাহাজ বাবেল মনডেব ছাড়িয়ে গেলো। পরের দিন বিকেল ছটায় কয়লা বোঝাই করে জাহাজ এডেন ত্যাগ করলো এবং ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়লো। ২০ অক্টোবর রবিবার দুপুর প্রায় বারোটার সময় ভারতের উপকূল দেখা গেলো। তার দু ঘণ্টা পরেই পাইলট এসে জাহাজে উঠলো। এরপর জাহাজ চলতে লাগলো সলসেটি, ট্রমবি, এলিফেন্ট, বুচার প্রভৃতি বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোর পাশ কেটে। অবশেষে বোম্বাই বন্দরে যখন জাহাজ নোঙর করলো তখন বিকেল সাড়ে চারটা।

মঙ্গোলিয়া জাহাজে বোম্বাই পৌছোবার নির্দিষ্ট সময় ছিলো ২২ অক্টোবর। কিন্তু আজ হলো মোটে ২০ অক্টোবর। কাজেই ফিলিয়াসের নোট বইয়ের হিসেবে দেখা গেলো পুরো দুটো দিন লাভ হয়েছে।

বিকেল পাঁচটার মধ্যেই যাত্রীরা সব পাড়ে গিয়ে নামলো। রাত আটটায় কলকাতাগামী ট্রেন ছাড়বার কথা। মিস্টার ফগ জাহাজ থেকে নেমেই পাশেপারতুকে পাঠালেন কয়েকটি জিনিস কেনার জন্যে। কেনাকাটার কাজ সেরে রাত আটটা বাজার আগেই তাকে স্টেশনে গিয়ে হাজির হতে বলে দিলেন। তারপর পাসপোর্ট সই করবার জন্যে নিজে কাস্টম অফিসের দিকে পা বাড়ালেন।

মিস্টার ফগ জাহাজ ত্যাগ করবার পরেই ফিক্স সোজা গিয়ে হাজির হলো বোম্বাই পুলিশ বিভাগের বড়ো কর্তার কাছে। প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে লন্ডনের ব্যাংক ডাকাতির হালচাল সব খুলে বললো। মিস্টার ফগের কথাও উঠলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ফিলিয়াস ফগের নামে নোকো গ্রেফতারী পরোয়ানা এসেছে কি?

—না, কোনো পরোয়ানা তখনও বোম্বাই পৌছেনি। মিস্টার ফগ রওনা হবার পরে লন্ডন থেকে তা পাঠালে এ কদিনে বোম্বাই পৌছোবার কথা নয়।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ফিক্স বড়ো অসুবিধে বোধ করতে লাগলো। মিস্টার ফগকে গ্রেফতারের অনুমতি চেয়ে সে বোম্বাই পুলিসের বড়ো কর্তার কাছেও অনুরোধ জানালো। কিন্তু বড়ো কর্তা কিছুতেই রাজি হলেন না। কাজেই মনে মনে সে ঠিক করলো, পরোয়ানা না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করেই থাকতে হবে। তাছাড়া আসামীকে রাখতে হবে সারাক্ষণ চোখে চোখে।

মনিবের হুকুম মাফিক জিনিসপত্র কেনার পরেও পাশেপারতুর অনেক সময় হাতে রইলো। একটি গাড়ি ভাড়া করে সে শহরের আশপাশ ঘুরে বেড়ালো।

সেদিন ছিলো পার্শীদের উৎসবের দিন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে উৎসবরত পার্শীদের একটা মিছিল দেখে পাশেপারতু চললো শহরের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের দিকে।

সেখানে ছিলো চমৎকার একটি মন্দির। মন্দিরের কাছে যেতেই তার ভারী ইচ্ছে হলো ভেতরে কি আছে তা একটিবার দেখার জন্যে।

এখানকার রীতিনীতি পাশেপারতুর জানা ছিলো না। হিন্দুদের মন্দিরে খৃস্টান বা অন্য কোনো বিধর্মীকে ঢুকতে দেয়া হয় না। তাছাড়া জুতো পায়ে দিয়ে কেউ মন্দিরে ঢুকতে পারে না, বাইরে জুতো খুলে রেখে মন্দিরে ঢোকবার নিয়ম। পাশেপারতু এ সবের কিছুই জানতো না।

প্রজা সাধারণের ধর্মবিশ্বাসে যেনো কোনো রকম আঘাত না লাগে সেদিকে ইংরেজ সরকারের ছিলো বিশেষ লক্ষ্য। কোনো হিন্দু মন্দিরের পবিত্রতা কেউ নষ্ট করলে তাকে সাজা দেয়ারও ব্যবস্থা ছিলো আইনে। পাশেপারতু এসব জানতো না। সরল মনে সে জুতো পায়ে দিয়েই মন্দিরে ঢুকে পড়লো।

মন্দিরের ভেতরটা সুন্দর কারুকার্যখচিত। পাশেপারতু অবাক হয়ে তাই দেখতে লাগলো। যেদিকে সে তাকায় সেদিক থেকেই যেনো আর চোখ ফেরাতে পারে না!

এমন সময় ঘটে গেলো এক অঘটন। মন্দিরের তিনজন পুরোহিত ছুটে এলো ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে। ছুটে এসে পাশেপারতুকে ধাক্কা দিয়ে তারা মেঝেয় ফেলে দিলো। তারপর তার জুতো মোজা টেনে ছিঁড়ে ভায়নক মার মারতে লাগলো। অনেক ধস্তাধস্তির পর পাশেপারতু উঠে দাঁড়ালো। পুরোহিতরা আবার তার দিকে এগিয়ে আসতেই সে তাদের দুজনকেই দুটি ঘুষি মেরে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তৃতীয় পুরোহিত কিছু দূর অবধি তার পিছু ধাওয়া করেছিলো, কিন্তু ভিড়ের ভেতর পাশেপারতু কোথায় মিলিয়ে গেলো তা সে বুঝতেই পারলো না।

আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে। পাশেপারতু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে স্টেশনে হাজির। তার মাথায় হ্যাট নেই, পায়েও নেই জুতো। এমন কি মিস্টার ফগের জন্যে যে সব জিনিসপত্র কেনা হয়েছিলো, তাও সে মারামারির সময় মন্দিরেই ফেলে এসেছে।

ডিটেকটিভ ফিক্স তখন ষ্টেশনেই উপস্থিত ছিলো। বোম্বাই পৌঁছা অবধি সে মিস্টার ফগের পিছু ছাড়েনি। মিস্টার ফগকে স্টেশনে আসতে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে তিনি বোম্বাই ছেড়ে কলকাতার পথে রওনা হচ্ছেন। কাজেই সেও ঠিক করে ফেললো ফগের সঙ্গে কলকাতা তো যাবেই, দরকার হলে কলকাতা ছাড়িয়েও যাবে।

পাশেপারতু কিন্তু ফিক্সকে দেখতে পায়নি। ফিক্স এতোক্ষণ আড়ালেই ছিলো। কিন্তু তা হলেও পাশেপারতু তার মনিবকে যা বলছিলো সবই সে শুনতে পাচ্ছিলো। পাশেপারতু তার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা অল্প কথায় মিস্টার ফগকে বুঝিয়ে বললো। তারপর তার পাশে আসন গ্রহণ করলো। মিস্টার ফগ শুধু বললেন, ভবিষ্যতে বোকার মতো এ

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

রকম কাণ্ড আর ঘটাবে না আশা করি।

বেচারা পাশেপারতু কি আর বলবে ! খালি পায়ে খালি মাথায় চুপ করে বসে রইলো। ফিক্স মনে করেছিলো সে অন্য কোনো কামরায় আশ্রয় নেবে। কিন্তু হঠাৎ মাথায় একটা মতলব আসতেই সে মত পরিবর্তন করে ফেললো। আপন মনেই বিড়বিড় করে সে বললো, না, আমাকে বোম্বাই ছেড়ে গেলে চলবে না—এখানেই থাকতে হবে। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে যখন অপরাধ করেছে তখন অপরাধীকে ধরা আর কঠিন হবে না।

ঠিক এমনি সময়ে ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠলো। দেখতে দেখতে ট্রেনটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

ট্রেনের যে কামরায় পাশেপারতু আর তার মনিব বসেছিলেন সে কামরায় আরোও একজন যাত্রী ছিলেন। ইনি হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমারটি। সুয়েজ থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ইনি মিস্টার ফগের সঙ্গে তাস খেলে কাটিয়েছেন। এখন যাবেন বেনারস।

রাতের ভেতরেই ট্রেন গোদাবরী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ নাসিক ছাড়িয়ে গেলো। পরের দিন ২১ অক্টোবর খান্দেশ জেলা ছাড়িয়ে দুপুর সাড়ে বারোটার সময় বোরহানপুরে গিয়ে পৌঁছোলো। এখান থেকে পাশেপারতু জরির কাজ করা নকল মতি বসানো এক জোড়া চটি জুতো কিনে নিলো নিজের ব্যবহারের জন্যে। এ রকম সুদৃশ্য এক জোড়া চটি জুতো নিয়ে পাশেপারতু যে ভারী খুশি হয়েছে তা তার চোখমুখ দেখেই বোঝা গেলো।

যাত্রীরা প্রায় সবাই সেখানে নেমে খাওয়ার কাজটা সেরে নিলো। তারপর ট্রেন চলতে লাগলো নরসিংহপুরের দিকে তাপ্তী নদীর পাড় ঘেঁষে। বিকেলের দিকে পৌঁছোলো গিয়ে নর্মদা ও তাপ্তী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত সাতপুরা পর্বতের কাছে।

পরের দিন ২২ তারিখ। স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমারটি পাশেপারতুর ঘড়িতে ক'টা বেজেছে জানতে চাইলেন। পাশেপারতু তার ঘড়ি দেখে বললো, বিকেল তিনটা। আসলে কিন্তু ঘড়িটা চলছিলো চার ঘণ্টা পিছিয়ে। কারণ, ঘড়িটা মিলানো ছিলো গ্রীনউইচ টাইমের সঙ্গে ইংল্যান্ডে থাকা কালে। কিন্তু যেখানে তারা পৌঁছেছে ইংল্যান্ড সেখান থেকে ৭৭ ডিগ্রি পশ্চিমে। কাজেই ঘড়ির গতি যে সূর্যের গতির থেকে কমতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি !"

স্যার ফ্রান্সিস পাশেপারতুকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন এবং বলছিলেন, প্রত্যেক মেরিডিয়ান পার হয়েই ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নেয়া উচিত। কেনো না, তারা যতোই পুব দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে যাবে ডিগ্রি প্রতি সময়টা চার মিনিট করে ততোই কমতে থাকবে।

পাশেপারতু জেনারেলের কথা বুঝতে পারলো কিনা তা বোঝা গেলো না। কিন্তু লন্ডনের টাইমের সঙ্গে মিলানো তার ঘড়িটা সে একচুলও নড়াতে রাজি হলো না।

গভীর এক বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে পরের দিন ভোর আটটায় ট্রেন গিয়ে থামলো একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গায়। সে জায়গাটার চারপাশ ঘিরে বড়ো বড়ো বাংলো আর আছে কুলি-মজুরদের থাকবার মতো চালাঘর। ট্রেনের গার্ড ট্রেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ডেকে ডেকে বলছিলো সবাইকে এখানে নেমে যেতে হবে। স্যার ফ্রান্সিস তা শুনে জিজ্ঞেস করলেন—আমরা এ কোথায় এসেছি?

গার্ড বললো, নানিকপুর শহরের কাছে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—আমাদের ট্রেন কি এখানেই থামবে?

—হ্যাঁ, কারণ গাড়ির লাইন তৈরি এখনো শেষ হয়নি।

—শেষ হয়নি! সে কি বলছো?

স্যার ফ্র্যান্সিস জিজ্ঞেস করলেন।

—এখনও এলাহাবাদ থেকে এ জায়গা পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল জায়গা রেল লাইন বসাতে বাকি আছে। এলাহাবাদ থেকে আবার আরম্ভ হয়ে লাইন কলকাতা অবধি গেছে।

—কিন্তু কাগজে তো লিখেছে পুরো পথেই রেল লাইন বসানো হয়ে গেছে!

—আমি যতোটা জানি কাগজে ভুল লিখেছে। এটা সত্যি যে, আমরা পুরো পথের জন্যেই টিকেট দিয়েছি, কিন্তু যাত্রীরা সবাই জানেন যে, এই পঞ্চাশ মাইল পথ পার হবার ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হবে।

মধ্যপথে রাস্তার এ বিভ্রাটের ব্যাপারটা প্রায় সবার জানাই ছিলো। তাই কেউ পালকী, কেউ গরুর গাড়িতে বা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেলো। মিস্টার ফগ ও স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমারটি গ্রামে গিয়ে ঘুরে এলেন কিন্তু এলাহাবাদ অবধি যাবার কোনো রকম যানবাহনের ব্যবস্থাই করতে পারলেন না। তখন বেশ দৃঢ় স্বরেই মিস্টার ফগ বললেন, আমি হেঁটেই যাবো।

মনিবের এ কথা শুনে পাশেপারতু কিন্তু খুশি হতে পারলো না। খুশি হতে পারলো না তার জরি দেয়া চটি জুতোর কথা ভেবে। হাঁটার পথে এ চকচকে ঝকমকে জুতো, তাও আবার কিনা চটি—কিছুতেই সুবিধের হবে না। এতোক্ষণ সেও গ্রামে গিয়ে গাড়ি-ঘোড়ার খোঁজ-খবর করছিলো। মনিব হেঁটে যেতে প্রস্তুত শুনে সে বললো, স্যার, এ মুশকিলের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় আমি বের করেছি!

—সেটা কি?

—একটা হাতী। হাতীর মালিক কাছেই থাকে।

মিস্টার ফগ বললেন, তাহলে আমরা গিয়ে হাতীটা একবার দেখবো।

পাঁচ মিনিট পরই ফিলিয়াস ফগ, স্যার ফ্রান্সিস ও পাশেপারতু গ্রামের এক বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ি বলতে একটি জায়গা। কুড়েঘরে বাস করে হাতীর মালিক আর ঘেরাও করা জায়গাটায় তার হাতী। হাতীটার নাম রাখা হয়েছে কিউনী। মিস্টার ফগ ও স্যার ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ ধরে হাতীটা পরীক্ষা করলেন। কিছুই যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা হাতীই ভাড়া করবেন বলে ঠিক করলেন।

ভারতে হাতীর সংখ্যা দিন দিন খুব কমে আসছে। তাই হাতীর দাম খুব বেশি। মিস্টার ফগ যখন হাতীটা ভাড়া করার প্রস্তাব করলেন তখন মালিক তার হাতী ভাড়া দিতে অস্বীকার করে বসলো। মিস্টার ফগ বললেন, তিনি তিন ঘণ্টায় দশ পাউন্ড করে ভাড়া দেবেন। কিন্তু মালিক তাতে রাজি হলো না। তারপর বিশ পাউন্ড থেকে চল্লিশ পাউন্ড। কিন্তু মালিকের সেই এক কথা—ভাড়া সে দেবে না।

হাতীর মালিকের এই একগুয়েমী দেখে পাশেপারতু ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এদিকে মিস্টার ফগের ভেতর কোনো উত্তেজনার ভাব নেই। তিনি অবশেষে হাতীটা কিনে ফেলবেন মনে করে এক হাজার পাউন্ড দাম দিতে চাইলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে, হাতীর মালিক তাতেও রাজি নয়!

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

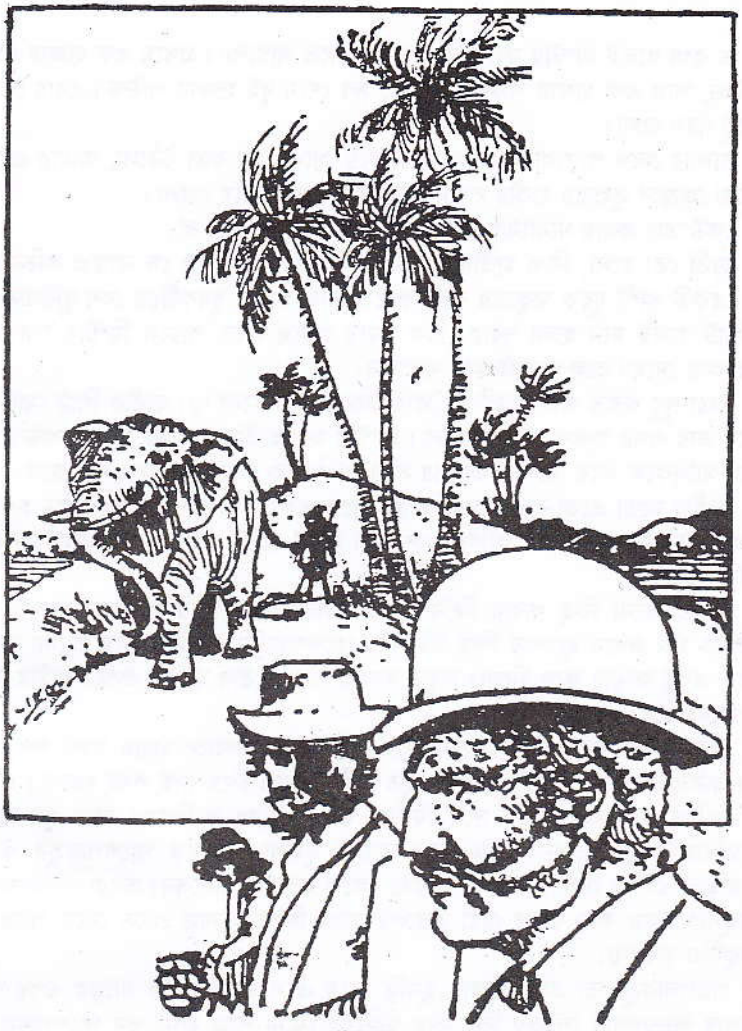

হাতীই ভাড়া করবেন বলে ঠিক করলেন

লোকটা ছিলো ভায়নক ধূর্ত। সে বুঝতে পেয়েছিলো, ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে মোটা লাভই করা যাবে।

স্যার ফ্রান্সিস মিস্টার ফগকে এক পাশে ডেকে নিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে একবার ভেবেচিন্তে দেখতে বললেন। মাত্র পঞ্চাশ মাইল যাবার জন্যে এতোগুলো টাকা ব্যয় করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

মিস্টার ফগ বললেন, তিনি না ভেবেচিন্তে কোনো কাজ করেন না।

পরে আবার বললেন, এখানে বিশ হাজার পাউন্ড বাজি জিতার প্রশ্ন। হাতীটা আমার চাই-ই। যদি হাতীর বিশগুণ দাম দিতে হয় তাতেও আমি রাজি।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

এ কথা বলেই মিস্টার ফগ হাতীর দাম বাড়াতে লাগলেন। প্রথমে এক হাজার দুইশত পাউন্ড, পরে এক হাজার পাঁচশত পাউন্ড, সব শেষে দুই হাজার পাউন্ড। এবার লোকটা একটু নরম হলো।

ব্যাপার দেখে পাশেপারতুর মুখ মলিন হয়ে গেলো। সে বলে উঠলো, আমার এই চটি জুতো জোড়ার তুলনায় হাতীর দামটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে গেলো।

কেউ তার কথায় মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

হাতী তো হলো, কিন্তু হাতীর চালক পাবেন কোথায়? তবে সে কাজও কঠিন হলো না। একটি পার্শী যুবক মাহুতের কাজ করতে রাজি হলো। যুবকটিকে বেশ বুদ্ধিমান আর চটপটে বলেই মনে হলো সবার। ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারলে মিস্টার ফগ তাকে পুরস্কার দেবেন বলে আগেই বলে রাখলেন।

যাত্রা শুরু করার জন্যে হাতীকে তৈরি করতে দেরি হলো না। হাতীর পিঠে মোটা গদী দিয়ে তার ওপর হাওদা চাপানো হলো। মিস্টার ফগ হাতীর দাম দুই হাজার পাউন্ড সঙ্গে সঙ্গে মালিককে দিয়ে দিলেন। তারপর স্যার ফ্রান্সিসকে বললেন তাদের সঙ্গী হতে।

হাতীর মতো এতো বড়ো একটা জন্তুর পক্ষে একজন সওয়ার বেশি বা কম হওয়াতে কিছুই এসে যায় না। স্যার ফ্রান্সিস বেশ খুশি হয়েই হাতীর পিঠে চেপে এলাহাবাদ যেতে রাজি হলেন।

পথের জন্যে কিছু খাবার জিনিস সঙ্গে নেয়া হলো। স্যার ফ্রান্সিস ক্রমারটি এবং মিস্টার ফগ প্রথমে হাওদায় গিয়ে উঠলেন। পাশেপারতুও কোনো রকমে তাদের দুজনার মাঝে একটু জায়গা করে নিলো। মাহুত বসলো গিয়ে হাতীর ঘাড়ের ওপর। হাতীর চালক সেখানেই বসে।

বেলা ন'টার সময় তারা রওয়ানা হয়ে গেলেন। এলাহাবাদে যাবার সহজ পথ ছিলো ঘন একটা তালবনের ভেতর দিয়ে। মাহুত যাত্রীদের মত নিয়ে সেই পথই ধরলো।

হাতীর পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ফগ ও স্যার ফ্রান্সিসের গায়ে খুব ঝাঁকুনি লাগছিলো। পথ ভায়নক উঁচু-নিচু। তাদের দুজনার চেয়েও পাশেপারতুর ঝাঁকুনি লাগছিলো বেশি। মিস্টার ফগ তাকে কথা বলতে বারণ করেছিলেন। তাকে ভয় দেখালেন, ঝাঁকুনীর সময় কথা বলার চেষ্টা করলেই হঠাৎ জিভে কামড় গেলে যেতে পারে। সে ঝাঁকুনীও কম নয়।

পাশেপারতু তো এক একবার হুমড়ি খেয়ে এসে প্রায় হাতীর ঘাড়ের ওপর পড়ে, আবার আরেকবার লেজের দিক দিয়ে গড়িয়েই যেনো পড়ে যায়। তবু পাশেপারতু বেশ খুশি হয়ে হাসতে হাসতেই চলেছে। তার পিঠে একটা ব্যাগের ভেতর ছিলো মিছরির টুকরো। মাঝে মাঝে সে তাই রেব করে হাতীটাকে খেতে দিচ্ছিলো। হাতীও শুঁড় বাড়িয়ে দিব্যি সেগুলো নিয়ে মুখে পুরছিলো!

সন্ধ্যা আটটার মধ্যে এই যাত্রীদল বনের পথ ছাড়িয়ে বিন্ধ পর্বতের ধারে গিয়ে পৌঁছোলো। তারপর বিন্ধ পর্বত ছাড়িয়ে একটা ভাঙ্গা বাংলো দেখতে পেয়ে সেখানেই থামলো। তারা প্রায় পঁচিশ মাইল পথ ছাড়িয়ে এসেছে। আর পঁচিশ মাইল যেতে পারলেই এলাহাবাদ পৌঁছা যাবে।

রাত্রিটা ছিলো খুবই ঠাণ্ডা। পার্শী যুবক বুদ্ধি করে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে এলো। পরে সেই কাঠ দিয়ে বাংলোর মধ্যে আগুন জ্বেলে আরামে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা হলো।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

খাবার তো সঙ্গেই ছিলো। খাওয়ার কাজ সেরে কিছুক্ষণ তারা গল্প গুজব করে ঘুমিয়ে পড়লো। সবাই সারাদিনের পরিশ্রান্ত। একটু পরেই তাদের নাক ডাকা শুরু হয়ে গেলো। মাহুত শুধু হাতীর কাছে পাহারায় রইলো। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়েই সে ঘুমের কাজ সেরে নিচ্ছে।

আবার যাত্রা শুরু হলো ভোর ছ'টায়। মাহুতের খুব ইচ্ছে, বিকেলের মধ্যেই তারা গিয়ে এলাহাবাদ পৌছে। তা যদি হয় তবে মিস্টার ফগ যে আট চল্লিশ ঘন্টা সময় এতোদিন ধরে বাঁচিয়েছেন, তারই কিছুটা মাত্র ব্যয় হবে।

বেলা দুটোর সময় তারা আবার একটা ঘন বনের কাছে এসে পৌছোলো। কয়েক মাইল ব্যাপী বিশাল বন। খোল মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেয়ে মাহুত বনের ভেতর দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যেতেই পছন্দ করছিলো বেশি। এ পর্যন্ত আসতে পথে তাদের কোনো রকম বাধা বিঘ্নই ঘটেনি। তাই মনে হচ্ছিলো সারাটা পথ হয়তো নির্বিঘ্নেই কাটবে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সব সময় তা হয় না। তাই বিকেল চারটার সময় হাতীটা বেশ কিছুটা অস্থির ভাব দেখিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। মাহুত অনেক চেষ্টা করেও তাকে নড়াতে পারলো না। স্যার ফ্রান্সিস তখন হাওদার ওপর দিয়ে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি হে? থামলে কেনো?

মাহুত বললো, কিছুই তো বুঝতে পারছি না স্যার!

বহু দূরে কিসের যেনো একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিলো। মাহুত সে দিকে কান পেতে গোলমালটা কিসের বুঝতে চেষ্টা করছিলো। পাশেপারতুও চোখ-কান খাড়া করে বসেছিলো। কিন্তু কিসের গোলমাল কিছুই বোঝা গেলো না। অগত্যা মাহুত নিচে নেমে হাতীটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে বনের ভেতরে ঢুকে পড়লো। একটু পরে ফিরে এসেই সে খবর দিলো, ব্রাহ্মণদের একটা মিছিল এ দিকেই আসছে। আমাদের একটু আড়ালে গিয়ে থাকা উচিত স্যার!

মাহুতের মুখে এ কথা শুনে সবাই গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

বহু লোকজনের চিৎকার, সে সঙ্গে খোল-করতালের বাজনার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছিলো। দেখতে দেখতে মিছিলের সামনের দিকটা দেখা গেলো। যেখানে তারা লুকিয়েছিলো তার পঞ্চাশ হাত দূর দিয়েই মিছিল যাচ্ছে। মিছিলের অগ্রভাগে রয়েছে ব্রাহ্মণরা। তাদের পেছনে একদল মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো। সবাই তারা চলছে শোকগীতি গাইতে গাইতে। সবার পেছনে চলছে একটি গরুর গাড়ি। গাড়িতে একটি মঞ্চের ওপর একটি বীভৎস মূর্তি।

এই মূর্তিটির হাত চারটি। গলায় নরমুণ্ডের মালা, কোমর বেষ্টন করে ঝুলছে আরোও কয়েকটি নরমুণ্ড। জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকার একটা মানুষের ওপর!

স্যার ফ্রান্সিস মূর্তিটি দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, কালী মূর্তি। প্রেম ও মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শিবের স্ত্রী।

তা শুনে পাশেপারতু বললো, মৃত্যুর দেবী অবশ্যিই হতে পারে—কিন্তু প্রেমের দেবী কিছুতেই নয়! যা বিকট চেহারা! এ কি করে প্রেমের দেবী হবে?

মাহুত ইশারায় তাকে চুপ করতে বললো। মূর্তিটার চারদিক ঘিরে একদল সন্ন্যাসী নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি করতে করতে তান্ডব নৃত্য করছিলো। চন্দন দিয়ে তারা তাদের মুখে,

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

শরীরে ডোরা কেটেছে। তাদের পেছনে বিচিত্র রঙের পোশাকে সজ্জিত একদল ব্রাহ্মণ একটি মেয়েকে টেনে নিয়ে আসছে। মেয়েটি চলতে চলতে টলে পড়ছে।

মেয়েটির বয়স কম, দেখতেও বেশ সুন্দরী। গায়ের রঙ ফরসা। তার মাথায়, গলায়, কাঁধে, কানে, নাকে, হাতে—এমন কি পায়েও নানা রকম মূল্যবান জড়োয়া গহনা। সে পরেছে জরির কাজ করা মস্‌লিন শাড়ি। এই যুবতী মেয়েটির পেছনে রয়েছে একদল পাহারাদার। তাদের হাতে খড়গ, মাথায় খাটের ওপরে একটা মৃতদেহ।

মূল্যবান কাপড় দিয়ে ঢাকা মৃতদেহটি একজন বৃদ্ধের। বাদ্যকরগণ বাজনা বাজিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে আছে একদল উন্মত্তপ্রায় লোক। মাঝে মাঝে বাজনা ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লোকগুলোর চিৎকার।

স্যার ফ্রান্সিস ক্রমারটি এতোক্ষণ বিমর্ষভাবেই এদিকে চেয়েছিলেন। এবার মাহুতের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, সতীদাহ?

মাহুত মাথা নেড়ে ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে তাকে কথা বলতে বারণ করলো।

স্যার ফ্রান্সিসের কথাটা মিস্টার ফিলিয়াস ফগের কানে গিয়েছিলো। মিছিলটা পার হয়ে দৃষ্টির বাইরে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সতীদাহ! সতীদাহ কাকে বলে?

—সতীদাহ হলো আত্মবলিদান। স্বামীর সঙ্গে সহমরণ। কিন্তু সেটা হওয়া চাই স্ত্রীর নিজের ইচ্ছেয়! যে মেয়েটিকে এইমাত্র আপনি দেখলেন, তাকে জ্যান্ত দাহ করা হবে কাল ভোরে ওর স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে।

মাহুত তখন বললো, কালকের এই সতীদাহ নিজের ইচ্ছেয় হচ্ছে না স্যার।

মিস্টার ফগ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তা কেমন করে বুঝলে?

মাহুত বললো, বুন্দেলখণ্ডের ছোটবড়ো সবাই এ ব্যাপারটা জানে স্যার।

স্যার ফ্রান্সিস বললেন, কিন্তু মেয়েটি তো কোনো রকম বাধা দিচ্ছে না—অনিচ্ছার ভাবও প্রকাশ করছে না!

পার্শী যুবক বললো, বাধা দেবে কি করে স্যার? ওকে তো ভাং আর আফিং খাইয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে!

—এখন ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

—পিল্লাজীর মন্দিরে। সে মন্দির এখান থেকে প্রায় দু মাইল হবে। সেখানে গিয়ে রাত কাটাবে, কাল হবে দাহ।

—কাল কখন?

—কাল ভোরে।

কথা বলতে বলতে মাহুত তার হাতীটা গাছের আড়াল থেকে এনে যাত্রার আয়োজন করছিলো, এমন সময় মিস্টার ফগ তাকে থামিয়ে স্যার ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বললেন, আমরা যদি এ মেয়েটিকে রক্ষা করি তাহলে কেমন হয়?

স্যার ফ্রান্সিস বিস্মিত হয়ে বললেন, মেয়েটিকে রক্ষা করবেন! বলেন কি?

মিস্টার ফগ উৎসাহ নিয়েই বললেন, হ্যাঁ, রক্ষা করবো না কেনো? এখনও আমার হাতে বারো ঘণ্টা সময় আছে। আমি সবটা সময় এ কাজেই ব্যয় করবো।

স্যার ফ্রান্সিস বললেন, আপনি একজন সহৃদয় ব্যক্তি।

মিস্টার ফগ শান্তভাবে বললেন, সময় সময় তাই বটে অবশ্য, যখন হাতে সময় থাকে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

মিস্টার ফগের এ দুঃসাহসিক সঙ্কল্পে বিপদের আশঙ্কা কম নয়, বন্দী হবার ভয় তো আছেই। এমন কি জীবনও হারাতে হতে পারে। তাহলে আসল যে কাজে তিনি বেরিয়েছেন তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। কিন্তু মিস্টার ফগ এক মুহূর্তের জন্যেও সে সব ভাবলেন না। স্যার ফ্রান্সিস ক্রমারটিকে সঙ্গে পেয়ে তার সাহস আরোও বেড়ে গেছে। পাশেপারতুকেও যা হুকুম করা যাবে বিনা দ্বিধায় সে তা পালন করবে। বাকি রইলো মাহুত। সে কি করবে? এ কাজে তার সাহায্য কি পাওয়া যাবে না?

স্যার ফ্রান্সিস ক্রমারটি মাহুতকে কথাটা সরাসরি জিজ্ঞেসই করে ফেললেন। উত্তরে মাহুত বললো, আমি একজন পার্শী—এ মেয়েটিও পার্শী। একে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তাই করবো স্যার।

মাহুত এ ব্যাপারে যা জানতো সব খুলে বললো। পার্শীদের ভেতর এ যুবতীর সৌন্দর্যের খুব খ্যাতি ছিলো। বোম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা ছিলেন ইনি। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা। তার গায়ের রং এবং আদবকায়দা দেখে সবাই তাকে ইউরোপীয়ন মেয়ে বলেই মনে করতো। ওর নাম আওদা। বাবা মা মারা যাবার পরে বুন্দেলখণ্ডের এ বুড়ো রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করে মেয়েটি পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে থাকতে পারেননি। তারপর রাজার আত্মীয়-স্বজন তাকে ধরে এনে নিয়ে যাচ্ছে মৃত স্বামীর সঙ্গে জ্যান্ত পোড়াবার জন্যে। এদের হাত থেকে আর বাঁচার কোনো উপায় নেই।

আওদার জীবনের এ করুণ কাহিনী শুনে মিস্টার ফগ ও স্যার ফ্রান্সিসের সঙ্কল্প আরোও দৃঢ় হলো। তারা তৎক্ষণাৎ মাহুতকে হুকুম করলেন পিল্লাজীর মন্দিরের যতোটা সম্ভব কাছে হাতী চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

আধঘণ্টা পরেই তারা মন্দিরের খুব কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মন্দির থেকে একশ গজের মধ্যেই একটা ঝোপ। হাতীসহ সবাই মিলে তারা সেখানেই লুকিয়ে রইলেন। ঘন গাছপালার জন্যে সেখান থেকে অবশ্যি মন্দির দেখা যায় না, কিন্তু লোকগুলোর চিৎকার শোনা যায়।

মিস্টার ফগ সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন সন্ধ্যা না হওয়া অবধি সেখানেই অপেক্ষা করবেন। সন্ধ্যা ছ'টার সময় অন্ধকার হলে মন্দিরটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবেন।

শেষ অবধি কিন্তু তা সম্ভব হলো না। সন্ধ্যা হতেই দেখা গেলো রাজার লোকজনেরা সবাই মিলে মন্দিরটি ঘিরে রেখেছে। দরজায় পাহারা দিচ্ছে খোলা তলোয়ার হাতে কয়েকজন পাহারাদার। বাকি সবার হাতে জ্বলন্ত মশাল। মন্দিরের ভেতরও হয়তো পুরোহিতরা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। তাই মাহুত আর এগিয়ে যেতে সাহস করলো না। হাতী তাড়িয়ে আবার নিয়ে গেলো সেই ঝোপের ভেতর। দুপুররাত অবধি তারা সেখানেই অপেক্ষা করে রইলো। তারা সবাই আশা করেছিলো রাত একটু বেশি হলেই লোকগুলো ভাঙের নেশায় ঘুমিয়ে পড়বে।

এদিকে পাশেপারতু উঠেছে গিয়ে একটি গাছে। সেখানে বসে সে একটা মতলব আঁটছে। মতলবটা ঠিক করে সে বিড়বিড় করে আপন মনেই বলতে লাগলো, কি রকম পাগলের

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

কান্ড! এই ঠিক হবে। এটাই হবে একমাত্র সুযোগ এই পশুগুলোকে জব্দ করার!

একটু পরেই পাশেপারতু সাপের মতো নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে এলো।

ভোর হতে তখন আর বেশি বাকি নেই। পূর্ব দিক অনেকটা ফরসা হয়ে এসেছে। তবু তখনও আঁধার আছে।

এখন চরম মুহূর্ত। সমুদয় লোক-লস্করের জেগে উঠবার সময়। বিভিন্ন দলের লোকেরা যেনো নড়েচড়ে উঠলো। ঢাক-ঢোলের বাজনাও একটু একটু করে কানে আসছে। গান ও চিৎকার করতে করতে অর্ধচেতন মেয়েটিকে তারা টেনে বের করে নিয়ে এলো। সন্ন্যাসীরা রয়েছে সঙ্গে।

লোকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ফিলিয়াস ফগও সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আসতে আসতে তারা নদীর পাড়ে এসে পৌঁছোলেন। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছেন তার একশ গজ দূরেই রাজার চিতা সাজানো হয়েছে। চিতার ওপর রাখা হয়েছে রাজার মৃতদেহ। ভোরের আবছা আলোতে দেখা যাচ্ছে সেই হতভাগিনী নারীর নিশ্চল দেহটাও রাজার মৃতদেহের পাশে এনে রাখা হয়েছে।

একটু পরেই চিতায় আগুন দেয়া হলো জ্বলন্ত একটি মশালের সাহায্যে। চিতার কাঠ আগে থেকেই ভিজিয়ে রাখা হয়েছিলো ঘি দিয়ে। আগুনের ছোঁয়া লাগতেই তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।

এমন সময় চিতার আশেপাশে বহু কণ্ঠের একটা আর্তনাদ ভেসে উঠলো। দলের সবগুলো লোকই ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মাটিতে উপুর হয়ে পড়ে কাঁপতে লাগলো। বুড়ো রাজা তো আদৌ মরেননি! তারা স্পষ্টই দেখেছে রাজা চিতার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, দাঁড়িয়ে রানীকে দু হাতে তুলে চিতা থেকে নামাচ্ছেন। ধোঁয়ায় এবং আবছা আলো-আঁধারে তাকে একটা প্রেতের মতোই দেখাচ্ছিলো।

আতঙ্কগ্রস্ত সন্ন্যাসী, পুরোহিত অথবা দলের অপর কেউ এই ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে মাথা তুলে চাইতে সাহস পাচ্ছে না।

ভূতগ্রস্ত লোকটি অনায়াসে যুবতীর অচেতন দেহটি বয়ে নিয়ে চলেছে! মিস্টার ফগ ও স্যার ফ্রান্সিস যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই রইলেন। পার্শী যুবক ভয়ে ও বিস্ময়ে মাথা নিচু করে রয়েছে। হয়তো পাশেপারতুও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু সে তখন কোথায়?

রাজার প্রেতাত্মা মিস্টার ফগ ও স্যার ফ্রান্সিসের খুব কাছাকাছিই এগিয়ে এলো। এসে হঠাৎ প্রেতাত্মা কথা বলে উঠলো—চলুন, এবার আমরা সরে পড়ি।

এ কণ্ঠস্বর পাশেপারতুর! আবছা আঁধারের সুযোগ নিয়ে সে এই দুঃসাহসের কাজ করেছে! ভয়ে কম্পমান লোকগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে যুবতীকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

এক মুহূর্তের মধ্যে তারা সদলবলে সেখান থেকে হাতীর পিঠে উঠে দ্রুত পালাতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেলো তাদের চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে। পেছনে শোনা যাচ্ছে বহু কণ্ঠের চিৎকার। এমন কি একটা বন্দুকের গুলিও এসে মিস্টার ফগের মাথার হ্যাটটা ভেদ করে বেরিয়ে গেলো।

একটু ফরসা হতেই লোকগুলো দেখতে পেয়েছে চিতার ওপর পড়ে আছে রাজার মৃতদেহ।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

তখন আর আসল ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইলো না কারোও। সবাই তারা চিৎকার করতে করতে ছুটলো পলাতক আসামীদের ধরার জন্যে।

এদিকে মাহুতও প্রাণপণ করে হাতী চালাতে লাগলো বনের মধ্য দিয়ে। দেখতে দেখতে অনেক দূরে এসে পড়লো তারা। তখন আর বন্দুকের গুলি অথবা তীরের ভয় নেই।

পাশেপারতু অসামান্য সাহসের সঙ্গেই কাজটা সমাধা করেছে। সাফল্যের আনন্দে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় সে আত্মহারা হয়ে রইলো।

যুবতী তখনও তার জ্ঞান ফিরে পায়নি। কাজেই তাকে নিয়ে যে এতো কিছু ঘটে গেছে তার কিছুই সে জানে না। কম্বল দিয়ে গা ঢেকে তাকে হাওদার ভেতর শুইয়ে রাখা হয়েছে। বনের পথে তখনও একটু একটু আঁধার রয়েছে। মাহুত প্রাণপণে তার হাতী চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

বেলা দশটার সময় মাহুত বললো, আমরা এলাহাবাদের খুব কাছে এসে গেছি স্যার।

এলাহাবাদ থেকে রেল লাইন শুরু হয়ে কলকাতা অবধি গিয়েছে। ট্রেনে এলাহাবাদ থেকে কলকাতা চব্বিশ ঘণ্টার পথ। ফিলিয়াস ফগ হিসেব করে দেখলেন, চব্বিশ ঘণ্টা পরে কাল গিয়ে কলকাতায় পৌছোলে দুপুর বেলা ঠিক সময়েই হংকংয়ের জাহাজ ধরা যাবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে হংকং যাবার জাহাজ আর নেই।

আওদা তখন অজ্ঞান হয়েই পড়ে আছে। গাজার ধোঁয়ায় সে অজ্ঞান হয়েছে। স্যার ফ্রান্সিস জানতেন, আওদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলেও ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু তা হলেও যুবতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।

স্যার ফ্রান্সিস মিস্টার ফগকে বললেন, ভারতের যে কোনো জায়গায় আওদাকে রাখা যাক না কেনো, সে ধরা পড়বেই। এবং শোচনীয় ভাবে এ সব পশুদের হাতে তার মৃত্যু হবে।

মিস্টার ফগ বললেন, এর একটা কিছু ব্যবস্থা আমি করবো।

ষ্টেশনে পৌছেই আওদাকে একটা বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে গিয়ে আস্তে আস্তে সে জ্ঞান ফিরে পেলো।

মিস্টার ফগ পাশেপারতুকে পাঠিয়েছিলেন আওদার জন্যে কতোগুলো জামাকাপড় কিনে আর জন্যে। মনিবের হুকুম পেয়েই সে অনেকগুলো জামাকাপড় কিনে নিয়ে এলো।

কলকাতার ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এলো। মাহুত তার পাওনার জন্যে অপেক্ষা করছে। পূর্বের কথা মতোই মিস্টার ফগ তার পাওনা চুকিয়ে দিলেন। বেশি দিলেন না কিছুই। এতে পাশেপারতু কিন্তু খুব বিস্মিত হলো। নিজের জীবন বিপন্ন করে বেচারা মাহুত তাদের সাহায্য করেছে। সে-ই যে আওদাকে পালাতে সাহায্য করেছে, এ কথা জানতে পারলে তার আর নিস্তার নেই। যতোদিন পরেই হোক না কেনো, যেখানে তাকে পাবে সেখানেই প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।

এবার বাকি রয়েছে কেনা হাতী কিউনীর ব্যবস্থা। এতো দামী প্রাণীটা এবার কি করা হবে? কিন্তু মিস্টার ফগ মনে মনে তার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছেন। তিনি মাহুতকে ডেকে বললেন, পার্শী যুবক! তুমি সারা পথ আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছো। তোমার খাটুনির মূল্য হিসেব করে দিয়েছি, কিন্তু আর যা তোমার কাছ থেকে পেয়েছি তার দাম দেয়া হয়নি। এই হাতীটা নিতে তুমি রাজি আছো কি? যদি তাই থাকো তাহলে এটা আজ থেকে তোমার।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

মাহুত চিৎকার করে উঠলো আনন্দ আর বিস্ময়ে—বলেন কি স্যার! স্যার, এ যে এক রাজার ধন!

মিস্টার ফগ বললেন, তবুও তোমার কাছে আমরা ঋণী হয়েই রইলাম।

বলেই তিনি ট্রেনে উঠে আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরাও সবাই তাকে অনুসরণ করলো। আওদাকে সবাই যত্ন করে সবচেয়ে ভালো আসনটিতে বসিয়ে দিলো। একটু পরেই পুরোদমে ট্রেন ছুটলো বেনারসের দিকে। বেনারস পৌঁছোতে প্রায় দু ঘণ্টা সময় লেগে গেলো।

এতোক্ষণে আওদার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। বিদেশী পোশাক পরে বসে আছে সে ট্রেনের কামরায়। সঙ্গে যারা বসে রয়েছেন তাদের কাউকেই সে চেনে না। বিস্ময়ের ব্যাপার বই কি!

স্যার ফ্রান্সিস ক্রমারটি যা কিছু ঘটেছে সব খুলে বললেন আওদাকে। আওদা তখন বাকহারা। কৃতজ্ঞতা জানালো অঝোর ধারায় ঝরা তার চোখের পানি। এখন তো প্রাণ রক্ষা হলো। কিন্তু এরপর আবার ধরা পড়লে ফল কি হবে তাই ভেবে আওদা অস্থির হয়ে উঠলো।

মিস্টার ফগ তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে হংকং চলো। যতোদিন এসব চুকেবুকে না যায়, ততোদিন তুমি সেখানেই থাকবে।

দুপুর বেলা সাড়ে বারোটার সময় ট্রেনটি গিয়ে বেনারস ষ্টেশনে পৌঁছোলো। এখানে এসে স্যার ফ্রান্সিস নেমে গেলেন। এ শহরের কয়েক মাইল উত্তরে তার সেনাদল ছাউনী ফেলেছে। তিনি বিদায় নিতে গিয়ে মিস্টার ফগকে বললেন, আশা করি আপনি সফলকাম হবেন এবং আপনার যাত্রাপথ এরপর থেকে নির্বিঘ্ন হবে।

পরের দিন যখন কলকাতার হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন থামলো তখন ভোর সাতটা। হংকংগামী জাহাজ দুপুরের আগে ছাড়বে না। কাজেই ফিলিয়াসের হাতে পুরো পাঁচ ঘণ্টা সময় বেঁচে গেলো। তার হিসেব মতো ২৫ অক্টোবর কলকাতায় পৌঁছোবার কথা ছিলো। আবার হিসেব করে দেখা গেলো লন্ডন ত্যাগ করার ঠিক তেইশ দিন পরে পঁচিশ তারিখেই লন্ডন থেকে বোম্বাই আসতে যে দুটি দিন লাভ হয়েছিলো, তা আবার কলকাতার পথে ব্যয় হয়ে গেলো। কিন্তু সে ব্যয় অপব্যয় নয় বলে কারোও মনে কোনো দুঃখ নেই।

ট্রেনটি হাওড়া ষ্টেস্টনে থামতেই প্রথমে নেমে পড়লো পাশেপারতু। তারপর মিস্টার ফগ নিজে নেমে আওদাকে নামালেন তার হাত ধরে!

মিস্টার ফগের ইচ্ছে ছিলো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আওদাকে নিয়ে সোজা হংকংয়ের জাহাজে গিয়ে উঠবেন। আওদাকে ভালো একটি কেবিনে জায়গা করে দেবেন। কারণ বর্তমানে আওদার পক্ষে এদেশের কোথাও থাকা নিরাপদ নয়।

দলবল নিয়ে মিস্টার ফগ স্টেশন ত্যাগ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়ালো একজন পুলিশ কর্মচারী। সে বললো, আমার বিশ্বেস আপনিই মিস্টার ফিলিয়াস ফগ?

—হ্যাঁ, তাই।

—আর এ লোকটি বুঝি আপনার ভৃত্য?

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—হ্যাঁ। কেনো বলুন তো?

—অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন।

মিস্টার ফগ কিছুটা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না! তিনি বললেন, এ মেয়েটি আমাদের সঙ্গে গেলে কোনো আপত্তি হবে না আশা করি?

—হ্যাঁ, তিনি সঙ্গে যেতে পারেন।

পুলিশ কর্মচারীটি তাদের নিয়ে গেলো একটি পালকী গাড়ির কাছে। দু ঘোড়ায় টানা এ গাড়িতে একসঙ্গে চারজন বসতে পারে। তারা গাড়িতে উঠে প্রায় বিশ মিনিট কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। সবাই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ার গাড়িটি থামলো গিয়ে নিতান্ত সাধারণ ধরনের একটি বাড়ির সামনে। বাড়িটি যে কারোও বাসস্থান নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পুলিশ তাদের নামিয়ে বাড়ির ভেতর একটি কামরায় নিয়ে গেলো। কামরাটির জানালায় লোহার শিক লাগানো। তাদের সেখানে বসিয়ে পুলিশটি বললো, সাড়ে আটটার সময় আপনাদের হাজির করা হবে জজ ওবেদিয়ার এজলাসে।

বলেই দরজা বন্ধ করে সে চলে গেলো। এতোক্ষণ পরে পাশেপারতু বললো, তাহলে আমরা বন্দী? কিন্তু ওদিকে যে বেলা বারোটায় হংকংয়ের জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে!

মিস্টার ফগ কিন্তু শান্তভাবেই বললেন, আমরাও বারোটার আগেই গিয়ে জাহাজে উঠবো।

সাড়ে আটটা বাজতেই আবার দরজা খুলে গেলো। পুলিশ কর্মচারীটি এসে পাশের একটি ঘরে তাদের ডেকে নিয়ে গেলো।

এটি একটি বিচারালয়। দেশী ও বিদেশী অনেক লোকই সেখানে ভিড় জমিয়েছে। মিস্টার ফগের সঙ্গে পাশেপারতু আর আওদাও তাদের ভেতর একটি বেঞ্চ দখল করে বসলো। তাদের ঠিক সামনেই ডেস্ক। তারপরে জজ মিস্টার ওবেদিয়া বিচারকক্ষে ঢুকলেন।

বেশ মোটাসোটা ভদ্রলোক। আসন গ্রহণ করেই তিনি বললেন, প্রথম মামলা।

জজের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে পেশকার ডেকে উঠলো, ফিলিয়াস ফগ হাজির হ্যায়?

ফিলিয়াস ফগ দাঁড়িয়ে বললেন, এই যে আমি।

—পাশেপারতু?

এবার পাশেপারতুও দাঁড়িয়ে বললো, আমি এখানে স্যার।

জজ ওবেদিয়া বললেন, তোমাদের জন্যে গত দু দিন থেকে বোম্বাইয়ের সব ট্রেন তল্লাসী করা হচ্ছে।

পাশেপারতু প্রায় অধৈর্য হয়ে বললো, আমাদের অপরাধ কি জানতে পারি কি স্যার?

মিস্টার ওবেদিয়া বললেন, এখনই তা জানতে পারবে। ফরিয়াদীরা আসুক।

জজের কথা শেষ হতেই পাশের একটি দরজা খুলে গেলো। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন হিন্দু পুরোহিত। তাদের দেখেই পাশেপারতু বিড়বিড় করে বললো, এতোক্ষণ পর বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। এ ব্যাটারাই তো আমাদের সাথের ওই মেয়েটিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো।

পুরোহিতরা এসে সোজা হয়ে জজের সামনে দাঁড়ালো। পেশকার তখন দাঁড়িয়ে পড়তে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

লাগলো—মিস্টার ফগ নামক এক ভদ্রলোক ও তার ভৃত্যের বিরুদ্ধে একটি শিব মন্দির অপবিত্রকরণের অভিযোগ।

জজ জিজ্ঞেস করলেন, শুনলে তো তোমাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?

মিস্টার ফগ তার ঘড়ির দিকে চাইতে চাইতে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, শুনেছি এবং অপরাধ স্বীকার করছি।

তারপর পেশকার আবার বললো, এই যে এখানে রয়েছে প্রমাণস্বরূপ একজন আসামীর এক জোড়া জুতো।

এই বলে সে জুতো জোড়া টেবিলের ওপর খুলে রাখলো।

জুতো দেখেই পাশেপারতু এতো বিস্মৃত হয়েছে যে, স্থানকাল ভুলে গিয়ে সে চিৎকার করে উঠলো—এই যে আমার পায়ের জুতো। আমার জুতো স্যার।

ব্যাপার দেখে মনিব ও ভৃত্য উভয়েই যেনো হতভম্ব হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ের মন্দিরের ঘটনার জন্যে দায়ী পাশেপারতু। সে ঘটনা যে কোর্ট অবধি গড়াবে, তা দুজনার কেউই ভাবেনি।

কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে যে একটা গোলমাল পাকানো যায় ডিটেকটিভ ফিক্স তা বুঝেছিলো। তাই সে বোম্বাই ত্যাগ করেছে বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করে। সে মালাবার পাহাড়ের সেই মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতদের সঙ্গে দেখা করেছে। তাদের বুঝিয়েছে যে, ইচ্ছে করলেই তারা অনেক টাকা খেসারত আদায় করতে পারবে। তাদের রাজি করিয়ে সে কলকাতায় পাঠিয়েছে। সবই তার কীর্তি।

আওদাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পথে সময় নষ্ট হওয়ায় মিস্টার ফগের কলকাতায় পৌঁছোতে একদিন দেরি হয়েছিলো। ফিক্স আর পুরোহিতরা তাই তার আগেই পৌঁছে গেছে। তা ছাড়া ফিক্স পুলিশকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিলো। টেলিগ্রাম পেয়েই পুলিশ মিস্টার ফগ ও পাশেপারতুকে গ্রেফতার করার সব ব্যবস্থা করে রাখে।

ফিক্স কলকাতায় পৌঁছে শুনতে পেলো মিস্টার ফগ ও পাশেপারতু তখনও কলকাতায় এসে পৌঁছোননি। এ কথা শুনে সে যে খুব নিরাশ হয়ে পড়েছিলো তা সহজেই বোঝা যায়। সে মনে করেছিলো, ফিলিয়াস ফগ নিশ্চয়ই পথে কোথাও নেমে উত্তর প্রদেশে গা ঢাকা দিয়েছে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা হাওড়া স্টেশনে ঠায় দাঁড়িয়ে সে মিস্টার ফগের অপেক্ষা করেছে। তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়েছে পাশেপারতু গাড়ি থেকে নামলো, তারপরেই নামলেন মিস্টার ফগ। কিন্তু তিনি নেমে এক অচেনা যুবতীকে নামালেন হাত ধরে। এই যুবতী আবার কে?

তখন যুবতীকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ফিক্সের নেই। সে ছুটে গেলো পুলিশকে খবর দেয়ার জন্যে। তারই ফলে মিস্টার ফগ ও পাশেপারতুর আজ কোর্টে উপস্থিতি।

জজ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাহলে অপরাধ স্বীকার করছো?

মিস্টার ফগ বললেন, হ্যাঁ, স্বীকার করছি!

জজ তখন রায় দিলেন, *'জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় প্রজাগণ যাহাতে আপন ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন তাহার জন্য ইংরেজ প্রবর্তিত আইনে প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইখানে আসামী পাশেপারতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত ২০ অক্টোবর সে বোম্বাই নগরীর মালাবার পাহাড়স্থিত মন্দির অপবিত্র করার দোষে দোষী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে পনেরো দিনের কারাবাস ও তিন হাজার টাকা*

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

জরিমানার আদেশ দেওয়া হইলো। কিন্তু যদিও এমন কোনো প্রমাণ নাই যে, এই অপরাধের কার্য তাহার মনিবের আদেশে হইয়াছে, তথাপি মনিবকে তাহার বেতনভুক ভৃত্যের অপরাধের জন্য দায়ী হইতে হইবে বিধায় আমি মনিব ফিলিয়াস ফগের বিরুদ্ধেও আট দিনের কারাবাস ও পনেরো শত টাকা জরিমানার আদেশ দান করতেছি।'

পেশকার পরবর্তী মামলাটি ডাকতে যাচ্ছে, এমন সময় মিস্টার ফগ বললেন, আমি জামিন নিতে চাই হুজুর।

—সে অধিকার অবশ্যি তোমাদের রয়েছে।

ডিটেকটিভ ফিক্স আগাগোড়া ব্যাপারটা খুব উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করছিলো বিচারকক্ষের এককোণে বসে। মন তার খুশিতে ভরপুর। যদি আটটি দিন মিস্টার ফগকে কলকাতার জেলে আটকে রাখা যায় তাহলে এ সময়ের ভেতর লন্ডন থেকে নিশ্চয়ই গ্রেফতারী পরোয়ানা এসে যাবে। কিন্তু জজ বললেন, আসামীরা এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই তাদের নগদ অর্থ জমা রাখতে হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্যে দু হাজার পাউন্ড নগদ জামিন রাখার প্রয়োজন মনে করছি।

জজের দ্বিতীয় আদেশ শুনে ফিক্সের মুখ আবার শুকিয়ে গেলো।

এই যে টাকা—বলে মিস্টার ফগ পাশেপারতুর হাতের ব্যাগ থেকে একগাদা নোট গুনে টেবিলের ওপরে রাখলেন। জজ বললেন, এখন তোমরা জামিনে মুক্ত। কারাবাসের পরে এ টাকা ফেরত পাবে।

এ কথার পর আর দেরি করা চলে না। আওদা ও পাশেপারতুকে নিয়ে ফিলিয়াস ফগ একটি গাড়িতে উঠে ছোটলেন জাহাজ ঘাটের দিকে। বেলা এগারোটা বাজার ঘণ্টা যখন বাজছিলো ঠিক তখন গাড়ি এসে জেটির সামনে থামলো। ফিক্সও অবশ্যি তাদের পিছু নিতে ভুল করেনি।

গঙ্গার বুকে আধ মাইল দূরে রেঙ্গুন জাহাজটি নোঙর করা ছিলো। জাহাজ ছাড়তে তখনও এক ঘণ্টা বাকি। কিন্তু তা হলেও ফিলিয়াস ফগ আর অপেক্ষা না করে একটি নৌকোর সাহায্যে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ডিটেকটিভ ফিক্স তা দেখে বৃথা আক্রোশে পা দাপাতে লাগলো আর বলতে লাগলো, পাজী কাঁহাকা! গেলো হাতছাড়া হয়ে। এক কথায় দু হাজার পাউন্ড পানিতে ফেলে গেলো। ব্যাটা চোর, অপব্যয় তো করবেই। আমিও ওর পেছনে দুনিয়ার অপর প্রান্ত অবধি ধাওয়া করে ছাড়বো। কিন্তু ব্যাটা যে রকম ভাবে টাকা ছড়াচ্ছে ,তাতে চুরির টাকা যে শীগগীরই ফুসমন্তর হয়ে যাবে, তা বেশ বুঝতে পারছি।

বাস্তবিকই ফিলিয়াস ফগ এরই মধ্যে পাঁচ হাজার পাউন্ড খরচ করে ফেলেছেন। লন্ডন থেকে সঙ্গে করে যে টাকা তিনি এনেছিলেন প্রত্যেকদিনই তো তার কিছু না কিছু কমে যাচ্ছে।

রেঙ্গুন জাহাজটির মালিক পি. এন্ড ও. কোম্পানী। এ জাহাজ ভারত, চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে। কলকাতা ছাড়বার পরে রেঙ্গুন জাহাজ চীন সমুদ্রে পড়ার জন্যে মালাক্কা প্রণালীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

ডিটেকটিভ ফিক্স তখন কি করেছে? গ্রেফতারী পরোয়ানা এলে যাতে সেটা হংকংয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়, কলকাতার পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে সে সেই ব্যবস্থা করে এসেছে। তারপর

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

চুপিচুপি উঠেছে গিয়ে রেঙ্গুন জাহাজে। জাহাজ হংকং না পৌঁছা অবধি মিস্টার ফগ বা পাশেপারতুকে দেখা দেয়া তার উদ্দেশ্য নয়। তাকে দেখলেই ওদের মনে সন্দেহ জাগবে। ওরা জানে ফিক্স তখনও বোম্বাই রয়েছে।

কিন্তু ফিক্স যা ভেবে রেখেছিলো কাজে তা হলো না। ঘটনাচক্রে একদিন জাহাজের ভেতর ফিক্সের সঙ্গে পাশেপারতুর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো। কেমন করে হলো তা এবার বলছি।

ডিটেকটিভ ফিক্সের সব আশা ভরসা এখন হংকং বন্দরকে ঘিরে। কারণ হংকংই হলো ইংরেজের অধীনে শেষ বন্দর। সিঙ্গাপুর অবশ্য তাদের পথে পড়বে, কিন্তু সেখানে জাহাজ থামবে খুব কম সময়ের জন্যে। সেখানে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না, গ্রেফতার করতে হবে হংকং গিয়ে।

চীন, জাপান বা আমেরিকা হবে পলাতক আসামীদের জন্যে স্বর্গ, সে সব দেশে স্বচ্ছন্দে তাদের আশ্রয় মিলবে। ওখানে তাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে হলে যেমন হাঙ্গামা তেমনি সময়ের প্রয়োজন। কোথাও সময় বেশি লাগলেই পাখিগুলো পালাবে। কিন্তু রেঙ্গুন জাহাজের হংকং পৌঁছা পর্যন্তই বা ভরসা কোথায়? ফিলিয়াস ফগ যেভাবে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে লাফিয়ে বেড়ান, তাতে হংকং পৌঁছোবার আগেই পালিয়ে যেতে পারেন। কাজেই সে ভরসায় নির্ভর করে থাকলে চলে না।

ফিক্স ঠিক করলো হংকং পৌঁছার আগেই সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে রাখতে হবে, যাতে ফিলিয়াস ফগ হংকংয়ের মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। তা করাও কঠিন কিছু হবে না। সিঙ্গাপুরে জাহাজ ভিড়ে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। সিঙ্গাপুর থেকে হংকংয়ে টেলিগ্রাফ পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।

সবশেষে ফিক্স ঠিক করলো পাশেপারতুর সঙ্গে দেখা করে তার মনিবের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জেনে নেবে। তার পেট থেকে কথা বের করা বোধহয় তেমন কঠিন হবে না। আর সময়ও বেশি হাতে নেই। কাজেই পাশেপারতুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফিক্স তৈরি হতে লাগলো।

সেদিন ৩১ অক্টোবর। পরের দিনই জাহাজ সিঙ্গাপুরে ভিড়বার কথা। ফিক্স সেদিনই নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়লো পাশেপারতুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। পাশেপারতু তখন জাহাজের সামনের দিকে ডেকে পায়চারি করছিলো। ফিক্স তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো এবং কিছুই যেনো সে জানে না এমনি বিস্ময়ের ভান করে বলে উঠলো, আরে! তুমিও যে দেখছি রেঙ্গুন জাহাজে!

মঙ্গোলিয়া জাহাজে ফিক্সের সঙ্গে পাশেপারতু ছিলো সহযাত্রী। আবার আজ তাকে হঠাৎ রেঙ্গুন জাহাজে দেখতে পেয়ে সেও কম বিস্মিত হয়নি। সে বললো, মিস্টার ফিক্স, আপনাকে ছেড়ে এলাম বোম্বাই আর এখন দেখছি আপনাকে হংকংয়ের পথে। ব্যাপার কি? আপনিও অবশেষে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরোলেন নাকি?

ফিক্স বললো, না, আমি যাচ্ছি হংকং। খুব সম্ভব কয়েকদিন থাকবো সেখানে।

পাশেপারতু তখন জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু জাহাজ কলকাতা ছাড়া অবধি একদিনও যে আপনাকে দেখিনি, তার কারণ কি?

—ও, সেই কথা! প্রথম কারণ, আমি ছিলাম অসুস্থ—সামুদ্রিক পীড়ায় ভুগছিলাম!

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

একদিনও যে আপনাকে দেখিনি, তার কারণ কি...

কাজেই বরাবর নিচের তলাতেই পড়ে রয়েছি। ভারত মহাসাগরে আমার যেমন সুখে কেটেছে তেমন সুখ বঙ্গোপসাগরে এসে পাইনি। আচ্ছা, তোমার মনিব কেমন আছেন?

—যেমন বরাবর থাকেন তেমনি—একটুও নড়চড় নেই। ও হ্যাঁ, মিস্টার ফিক্স, জানেন তো আমাদের সঙ্গে একজন যুবতী আছেন?

—যুবতী!

কিছুই যেনো জানে না এমনি ভাব করে প্রায় চিৎকার করে উঠলো ফিক্স।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুবতী মেয়ে।

এই বলে পথে যা কিছু ঘটেছে তার গল্প বলতে লাগলো পাশেপারতু। বোম্বের মন্দিরে কি ঘটেছিলো, দু হাজার পাউন্ড দিয়ে কি করে হাতী কেনা হলো, আওদাকে কি করে রক্ষা করা হলো, কলকাতায় মামলার ফল কি হলো—একটার পর একটা সে বলে যেতে লাগলো।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ফিক্স এ সব ঘটনার অনেক কিছুই জানতো। কিন্তু তবু এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেনো সব কিছুই সে মনোযোগ দিয়ে শুনছে। পাশেপারতুও একজন কৌতূহলী শ্রোতা পেয়ে গল্প বলে খুশি হলো। সব শুনে ফিক্স জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই, তোমার মনিব কি সেই যুবতীকে ইউরোপে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছেন?

—না, তা নেবেন কেনো? হংকংয়ে আওদার একজন আত্মীয় আছেন। তিনি সেখানকার একজন ধনী ব্যবসায়ী। আমরা আওদাকে তার কাছে পৌঁছে দিয়েই খালাস।

ফিক্স মনে মনে চিন্তা করে দেখলো জাহাজে থাকতে আপাতত তার কিছুই করার নেই। তাই পাশেপারতুকে বললো, চলো, কিছু খাবে আমার সঙ্গে।

—ধন্যবাদ মিস্টার ফিক্স। চলুন এক কাপ চা খাওয়া যাক।

এই বলে পাশেপারতু ফিক্সের সঙ্গে হোটেলের দিকে যেতে লাগলো।

জাহাজ এক সময় সিঙ্গাপুরে পৌঁছে কয়লা নেয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলো। মিস্টার ফগ সঙ্গীদের নিয়ে একটি গাড়ি করে শহর ঘুরতে গেলেন। ফিরে এলেন জাহাজ ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে।

জাহাজ ছাড়ার পরে ক্যান্টন নদীর মোহনায় পৌঁছা অবধি আবহাওয়া ভয়ানক খারাপ চলতে লাগলো। প্রবল বেগে ঝড় বইছে। এ জন্যে জাহাজের গতি ব্যাহত হতে লাগলো। মনে হলো জাহাজটি কম করেও চব্বিশ ঘণ্টা দেরি করবে হংকং পৌঁছোতে।

অবশেষে নভেম্বর মাসের চার তারিখে ঝড় অনেকটা কমে এলো। তাহলেও ঝড়ের জন্যে যে সময়টা অপব্যয় হয়ে গেলো তা আর ফিরে পাবার উপায় নেই।

দুদিন পর ৬ নভেম্বর ছটার সময় উপকূল নজরে পড়লো। মিস্টার ফগ হিসেব করেছিলেন তিনি পাঁচ তারিখে হংকং পৌঁছোবেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটি দিন দেরি হয়ে গেলো। কাজেই ইয়াকোহামার জাহাজ পাবার কোনো ভরসা নেই বললেই চলে।

এক ঘণ্টা পরে ছটার সময় পাইলট এসে উঠলো জাহাজে। খালের ভেতর দিয়ে ভিক্টোরিয়া বন্দর অবধি সাবধানে জাহাজের পথ দেখিয়ে যেতে লাগলো সে। মিস্টার ফগ এসে পাইলটকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াকোহামার জাহাজ কখন ছাড়বে?

পাইলট বললো, কাল ভোরে জোয়ারের সময়।

—আহ্!

মিস্টার ফগ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আনন্দের আতিশয্যে পাশেপারতুর ইচ্ছে হচ্ছিলো মনিবকে জড়িয়ে ধরতে। আর ফিক্সের ইচ্ছে হচ্ছিলো মিস্টার ফগের ঘাড়টা মটকে দিতে।

মিস্টার ফগ পাইলটকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, যে জাহাজ কাল ছাড়বে তার নাম কি?

—দি ক্যাথে।

—ঐ জাহাজের কালকে ছেড়ে যাবার কথা ছিলো নাকি?

—হ্যাঁ, কিন্তু একটা বয়লার মেরামতের দরকার হয়েছিলো বলে কাল অবধি যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছে।

পাইলটকে ধন্যবাদ দিয়ে মিস্টার ফগ সেলুনের দিকে চলে গেলেন।

বেলা একটার সময় রেঙ্গুন জাহাজ এসে ভিড়লো পায়ার নামক ছোট একটি স্টিমবোটের

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

গায়ে। যাত্রীরা নেমে এলো একে একে। ইয়াকোহামাগামী ক্যাথে জাহাজ পরের দিন ভোর ন'টায় ছাড়বে বলে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। কাজেই আওদার আত্মীয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে মিস্টার ফগ সময় পাচ্ছেন প্রায় ষোল ঘণ্টা। তিনি জাহাজ থেকে নেমেই আওদাকে একটি পাল্‌কি করে নিয়ে চললেন ক্লাব হোটেল নামক একটি হোটেলে। সেখানে আওদাকে ভালো একটি কামরায় থাকার জায়গা করে দিয়ে মিস্টার ফগ বেরিয়ে পড়লেন আওদার আত্মীয়ের খোঁজে। পাশেপারতুকেও হোটেলেই রেখে গেলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেলো, আওদার আত্মীয় সেই ধনী পার্শী বর্তমানে হংকংয়ে নেই। বেশ কিছুদিন আগে তিনি ইউরোপ চলে গেছেন। বর্তমানে হল্যান্ডে বাস করছেন।

মিস্টার ফগ হোটেলে ফিরে এসে খবরটা আওদাকে জানালেন। আওদা অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা নিচু করে বসে রইলো। পরে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আমার এখন কি করা উচিত বলে মনে করেন মিস্টার ফগ?

মিস্টার ফগ জবাবে বললেন, এ তো একেবারে সহজ ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে তুমিও ইউরোপে যাবে। পাশেপারতু?

—স্যার!

বলে ভৃত্য এসে সামনে দাঁড়ালো। মিস্টার ফগ তাকে বললেন, তুমি গিয়ে ক্যাথে জাহাজে তিনটি কেবিন ভাড়া করে এসো।

আওদা পাশেপারতুর সঙ্গে সব সময়ই খুব সদয় ব্যবহার করে। সে জন্যে আওদাকে তার খুব ভালো লাগে। আওদা তাদের সঙ্গে ইউরোপ যাচ্ছে শুনে পাশেপারতুও ভারী খুশি।

মনিবের হুকুম পেয়েই পাশেপারতু জাহাজ ঘাটে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে দেখা গেলো ডিটেকটিভ ফিক্‌স আগে থেকেই গিয়ে জেটির ওপর পায়চারি করছে। তাকে দেখেই পাশেপারতু বললো, আপনিও আমাদের সঙ্গে আমেরিকা যাবেন নাকি মিস্টার ফিক্‌স?

—হ্যাঁ।

দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলো ফিক্‌স। পাশেপারতু বললো, বেশ, বেশ, চমৎকার! আসুন, আপনার কেবিন ভাড়া করুন এসে।

উভয়ে অফিসের ভেতর ঢুকে চারটি কেবিন ভাড়া করে ফেললো। যে কেরানীটি টিকিট দিচ্ছিলো সে খবর দিলো, ক্যাথে জাহাজের মেরামতের কাজ অনেক আগেই হয়ে গেছে। কাজেই কালকের জন্যে অপেক্ষা না করে জাহাজ আজই রাত ন'টায় ছেড়ে যাচ্ছে।

আনন্দে পাশেপারতু বলে উঠলো, চমৎকার খবর দিলেন। আমার মনিবের খুব সুবিধে হবে এতে। যাই, খবরটা এখখুনি গিয়ে তাকে জানিয়ে আসি।

নিরুপায় হয়ে ফিক্‌স একটা দুঃসাহসিক মতলব আঁটলো। একমাত্র এই মতলবটি সিদ্ধ হলেই মিস্টার ফগকে কয়েকদিনের জন্যে হংকংয়ে আটকে রাখা সম্ভব হবে।

টিকেট করা হয়ে গেলে ফিক্‌স পাশেপারতুকে ডেকে নিয়ে গেলো একটা হোটেলে। হোটেলের ভেতর সুসজ্জিত প্রকাণ্ড একটি কামরা। কামরার একপাশে গদি আঁটা লম্বা কৌচ। তার ওপর কয়েকটি লোক ঘুমিয়ে আছে। সে কামরায় উপস্থিত বেশির ভাগ লোকই লাল মাটির তৈরি লম্বা এক রকম পাইপ টেনে ধূমপান করছে। আফিংয়ের সঙ্গে গোলাপ

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

নির্যাস মিশিয়ে এরকম ধুমপানের ব্যবস্থা করা হয়। পাইপ টানতে টানতে কোনো কোনো লোক চেয়ার থেকে গড়িয়ে নিচে পড়লেই হোটেলের লোকেরা তাকে ধরাধরি করে রেখে আসছে কৌচের ওপর। এমনিভাবে প্রায় বিশজন আফিংখোর অজ্ঞান লোককে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। এটা এখানকার আফিংখোর লোকদের একটা মস্ত আড্ডা।

পাশেপারতুকে নিয়ে হোটেলের সেই কামরায় ঢুকেই ফিক্স দু বোতল 'পোর্ট' চেয়ে নিলো। পাশেপারতু যতোটা সম্ভব পোর্টের সদ্ব্যবহার করলো কিন্তু ফিক্স হুঁশিয়ার হয়ে রইলো। সে পাশেপারতুর সঙ্গে মন খুলে গল্প জুড়ে দিলো। অবশেষে বললো, আমি তোমার সঙ্গে এবার কিছু কাজের কথা বলতে চাই।

বিস্মিত পাশেপারতু বলে উঠলো, কাজের কথা বরং কালকে বলবেন। এখন মনিবকে জাহাজ ছাড়ার সময়টা জানাবার জন্যে যেতে হবে আমাকে।

ফিক্স বললো, শোনো, ব্যাপারটা তোমার মনিবকে নিয়েই। জানো, আমি একজন পুলিশ ডিটেকটিভ এবং লন্ডনের পুলিশের কর্তারা আমাকে পাঠিয়েছেন।

—আপনি একজন ডিটেকটিভ? বলেন কি?

—হ্যাঁ, এবং তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে। এই দেখো আমার নামের চিঠি।

এই বলে ফিক্স পুলিশ বিভাগের চিঠি বের করে দেখালো। পাশেপারতু চেয়ে রইলো হতভম্বের মতো। ফিক্স বলতে লাগলো, তোমার মনিব ফগের বাজি রাখার ব্যাপারটা একটা ভাওতা মাত্র। ওটা তোমার এবং লন্ডনের রিফর্ম ক্লাবের মেম্বারদের চোখে ধুলো দেবার একটা ফন্দি। তোমার মতো একজন নিরীহ লোককে সঙ্গী পেলে ফিক্সের অনেক সুবিধে।

কিছুই বুঝতে না পেরে পাশেপারতু ফিক্সের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ফিক্স আবার বলতে লাগলো, শোন, গত আটাশে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড থেকে পঞ্চান্ন হাজার পাউন্ডের এক ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতের চেহারার বর্ণনা তোমার মনিব ফিলিয়াস ফগের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

—যতো সব বাজে কথা!

টেবিলের ওপর সশব্দে চাপড় মেরে পাশেপারতু বললো, আমার মনিবের মতো এমন সৎলোক আর নেই বললেই চলে।

ফিক্স বললো, তুমি তা কি করে জানলে? যেদিন তিনি রওয়ানা হয়েছে মোটে সেদিনই তো তুমি চাকরিতে ঢুকেছো। সবাইকে ঠকাবার মতলবে সঙ্গে কোনো লটবহর না নিয়ে একগাদা নোট নিয়ে সে বের হয়েছে। আর সেই লোককেই তুমি কিনা বলছো সৎলোক?

পাশেপারতু তবু বললো, হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয়ই সৎলোক।

তখন ফিক্স পাশেপারতুকে ভয় দেখিয়ে বললো, তাহলে তুমিও মিস্টার ফগকে সহায়তা করছো বলে গ্রেফতার হতে চাও?

বেচারা পাশেপারতু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো। ডিটেকটিভ ফিক্সের দিকে মাথা তুলে চাইতেও যেনো ভয় হচ্ছিলো তার।

ফিলিয়াস ফগ—যিনি আওদাকে উদ্ধার করে আনলেন, এমন একজন সাহসী লোক, দয়ালু—তিনি চোর? না, পাশেপারতু এ রকম অসম্ভব ব্যাপার কিছুতেই বিশ্বেস করতে পারবে না।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—আচ্ছা, আমি তোমার মনিবকে এ অবধি ধাওয়া করে এসেছি, কিন্তু পরোয়ানাটি পাইনি বলে আজ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে পারিনি। পরওয়ানা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তোমার মনিবকে কয়েক দিনের জন্যে হংকংয়ে আটকে রাখতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

এ কথায় উত্তেজিতভাবে পাশেপারতু বললো, কখ্খনই নয় মিস্টার ফিক্স! আপনার কথা যদি সত্যিও হয়, তবুও তিনি আমার সদাশয় মনিব। আমি কিছুতেই তার সঙ্গে নেমকহারামী করতে পারবো না—দুনিয়ার সমস্ত ধন দৌলতের বিনিময়েও নয়।

—তুমি এখনও অস্বীকার করছো? ভেবে দেখো, ব্যাঙ্ক যে দু হাজার পাউন্ড দিতে চেয়েছে তা দুজনে ভাগাভাগি করে নেয়া যাবে।

—আমি পুরোপুরি অস্বীকার করছি।

—বেশ, তাহলে যতোকিছু কথা বললাম সব ভুলে যেও। এসো, একসঙ্গে একটু মদ খাওয়া যাক।

—বেশ, একসঙ্গে আরেক গ্লাস করে খাওয়া যাক।

ওষুধ মেশানো মদ খেয়ে পাশেপারতু শীগগীরই জ্ঞান হারাতে শুরু করলো। ফিক্স পণ করেছে, যে করেই হোক মিস্টার ফগের সঙ্গে তার ভৃত্যকে কিছুটা সময় পৃথক করে রাখতেই হবে।

দেখতে দেখতে পাশেপারতু প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়লো। টেবিলের ওপর কয়েকটি মাটির পাইপ পড়েছিলো। ফিক্স তারই একটি তুলে নিয়ে তার দু ঠোঁটের ফাঁকে পুরে দিলো। একটু পরেই পাশেপারতু ঢলে পড়লো নিচে। তাই দেখে ফিক্স তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললো, বাঁচা গেলো। মিস্টার ফগ জাহাজ ছাড়ার খবরটা আর নিশ্চয়ই পাচ্ছে না। বাছাধন এবার জব্দ!

এসব ঘটনা যখন ঘটছিলো মিস্টার ফগ তখন আওদাকে নিয়ে শহরে বেড়াতে বেড়িয়েছেন। শহরে যে অঞ্চলে ইংরেজরা বেশি বাস করে এবং বিলেতী জিনিসপত্রের দোকান আছে, সেখানেই তারা গিয়েছিলেন আওদার জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস কেনার জন্যে। আগেই ঠিক হয়েছে, মিস্টার ফগের সঙ্গে আওদা ইউরোপ যাবে।

এই দীর্ঘপথ ভ্রমণের জন্যে আওদার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র চাই বই কি। একটি মাত্র ব্যাগের ভেতর কিছু দরকারী জিনিস নিয়ে মিস্টার ফগের মতো লোক পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু তাই বলে একজন তরুণী তা পারে না।

কেনাকাটা সেরে মিস্টার ফগ আওদাকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন। রাত্রে খাওয়ার কাজ একসঙ্গে সেরে আওদা তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো বিশ্রামের জন্যে। মিস্টার ফগ বসলেন তার পত্রিকা *দি টাইম্‌স* আর *দি ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ* নিয়ে। শোবার আগ পর্যন্ত তিনি কাগজের মধ্যেই ডুবে রইলেন। মাঝে মাঝে পাশেপারতুর অনুপস্থিতির কথা ভেবে তিনি বিস্মিত হচ্ছিলেন! তবু ইয়াকোহামার জাহাজ কাল ভোর হবার আগে ছাড়ছে না ভেবে তিনি পাশেপারতুর বিষয়ে বেশি মাথা ঘামালেন না।

কিন্তু পরদিন ভোরে যখন মিস্টার ফগের ঘণ্টার আওয়াজ শুনেও পাশেপারতু এসে সামনে দাঁড়ালো না, তখন মিস্টার ফগ বুঝতে পারলেন সারা রাতের ভেতরও সে হোটেলে ফিরে আসেনি। কিন্তু মিস্টার ফগ তাতেও একটুমাত্র বিচলিত হলেন না। নিজের

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

সে মিস্টার ফগ আর আওদাকে লক্ষ্য করছিলো

জিনিসপত্র ব্যাগে বোঝাই করে আওদাকে খবর পাঠালেন তৈরি হয়ে নিতে। জাহাজ ঘাটে তাদের নিয়ে যাবার জন্যে একটি পাল্‌কীও আনা হলো।

ঠিক আধঘন্টা পরেই তারা এসে জাহাজ ঘাটে হাজির হলেন। সেখানে এসে মিস্টার ফগ জানতে পারলেন ক্যাথে জাহাজটি আগের দিন বিকেলেই বন্দর ছেড়ে চলে গেছে।

মিস্টার ফগ এতোক্ষণ ধরে আশা করছিলেন এখানে এসে জাহাজ তো পাবেনই, হয়তো পাশেপারতুকেও হাজির পাবেন। কিন্তু এসে দেখলেন সবই ফাঁকা। কোথায় বা তার ভৃত্য পাশেপারতু! কিন্তু তাই বলে হতাশা বা ব্যস্ততার কোনো ভাব তার মাঝে দেখা গেলো না। বরং আওদা কিছুটা ভারাক্রান্ত মনে তার মুখের দিকে চাইতেই তিনি বললেন, এটা ছোটখাটো একটা দৈবের ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যস্ত হবার কারণ নেই।

এ সময়ে একটি লোক এসে তাদের সামনে হাজির হলো। এতোক্ষণ ধরে সে মিস্টার

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ফগ আর আওদাকেই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলো। লোকটি সেই ডিটেকটিভ ফিক্স। সে মিস্টার ফগের সামনে এসে তাকে অভিবাদন করে বললো, কালকে রেঙ্গুন জাহাজ এসে পৌঁছেছে। আপনিও আমার মতো সেই জাহাজেরই একজন যাত্রী, নন কি স্যার?

কতোটা যেনো নির্লিপ্তভাবেই মিস্টার ফগ জবাব দিলেন, হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমি তো আপনাকে...

ডিটেকটিভ ফিক্স বাধা দিয়ে বললো, ক্ষমা করবেন স্যার। আমি আশা করেছিলাম আপনার সেই ভৃত্যকে এখানেই দেখতে পাবো।

আওদা তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, সে কোথায় আছে বলতে পারেন স্যার?

ফিক্স কতোকটা বিস্ময়ের ভান করে বললো, কি বললেন? সে কি আপনাদের সঙ্গে নেই?

আওদা বললো, না। কাল থেকে তার দেখা নেই। আমাদের ছেড়ে ক্যাথে জাহাজে চড়ে চলে যাবে, তাও তো বিশ্বেস হয় না।

ফিক্স তখন বললো, আপনাদের ছেড়ে? বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, আপনারাও কি ঐ জাহাজেই যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ স্যার।

—আমারও সেই ইচ্ছেই ছিলো ম্যাডাম। জাহাজ না পেয়ে বড্ড হতাশ হয়ে পড়েছি। আসলে ব্যাপার কি জানেন, ক্যাথে জাহাজের মেরামতের কাজটা অনেক আগেই হয়ে গেছে। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগে জাহাজ ছেড়ে গেছে কাউকে খবর-বার্তা না দিয়েই। এখন পরবর্তী জাহাজের জন্যে আট দিন বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই!

আট দিন কথাটা বলতে গিয়ে ফিক্সের মন আনন্দে নেচে উঠলো। আট দিন! এক সপ্তাহেরও ওপর মিস্টার ফগ এখানে আটকা পড়ে থাকবেন। ততোদিনে গ্রেফতারী পরোয়ানা এসে নিশ্চয়ই হাজির হবে। অবশেষে আমার ভাগ্য বুঝি প্রসন্ন হতে চললো। আইনের জয় হতেই হবে।

কিন্তু ডিটেকটিভ ফিক্সের তাসের কেল্লা মুহূর্তে ভেঙ্গে গেলো যখন মিস্টার ফগ নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, আচ্ছা, ক্যাথে ছাড়া আরোও অনেক জাহাজ তো হংকং বন্দরে রয়েছে। দেখা যাক আর কোনো জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

এই বলে তিনি আওদার হাত ধরে ডকের দিকে চললেন জাপান যেতে প্রস্তুত কোনো জাহাজ পাওয়া যায় কিনা তারই সন্ধানে।

হতাশায় ভেঙ্গে পড়া ফিক্স তাদের অনুসরণ করলো। অদৃশ্য একগাছি দড়ি দিয়ে যেনো ফিক্সকে তাদের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়েছে, এমনি অনিচ্ছায় সেও চলতে লাগলো। কিন্তু মিস্টার ফগের বরাতও যে খুব ভালো তা মনে হলো না। তিন ঘণ্টা ডকের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে তিনি স্থির করলেন, দরকার হলে একটি জাহাজ ভাড়া করে ফেলবেন ইয়াকোহামা রওনা হবার জন্যে। কিন্তু তারই বা সুযোগ তিনি পাচ্ছেন কোথায়? ডকের প্রতিটি জাহাজই ব্যস্ত রয়েছে মাল বোঝাই আর খালাসের কাজে। কাজেই এখখুনি রওনা হতে পারে এমন জাহাজ একটিও নেই।

মিস্টার ফিলিয়াস ফগের এই দুর্বিপাকের কথা ভেবে ফিক্সের মন আবার আনন্দে নেচে উঠলো, আবার সে আশার আলো দেখতে পেলো। কিন্তু তা হলে কি হবে!

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

মিস্টার ফগকে আজও সে ভালো করে চিনতে পারেনি, তাই ফিক্‌সের এ ভুল ধারণা। মিস্টার ফগ কিন্তু তখনও নিরাশ হননি। তিনি বরং জাহাজের খোঁজে ক্যান্টন নদীর ওপারে ম্যাকাও বন্দর অবধি যেতে প্রস্তুত ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে নাবিকের পোশাক পরা একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, স্যার কি কোনো জাহাজের সন্ধান করছেন?

মিস্টার ফগ জিজ্ঞেস করলেন, এখখুনি রওয়ানা হতে পারে এমন কোনো জাহাজ তোমার সন্ধানে আছে কি?

—হ্যাঁ স্যার, আমারই আছে। পাইলট বোট—৪৩ নম্বর। এই বন্দরে সবচেয়ে ভালো জাহাজ।

—আমাকে ইয়াকোহামা পৌঁছে দেয়ার ভার নিতে পারো?

—স্যার কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন?

—না, না, মোটেই তামাশা নয়। কালকে আমি ক্যাথে জাহাজ ধরতে পারিনি। অথচ এ মাসের চৌদ্দ তারিখের ভেতর যেমন করেই হোক আমাকে ইয়কোহামা পৌঁছোতে হবে। সেখানে গিয়ে স্যানফ্রান্সিস্‌কো যাবার জাহাজ ধরতে হবে।

মিস্টার ফগের কথা শুনে নাবিক বললো, দুঃখের বিষয়, কোনো রকমেই সেটা সম্ভব নয় স্যার।

—আমি দৈনিক একশ পাউন্ড করে ভাড়া দেবো। তারপর ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারলে অতিরিক্ত বখসিস দেবো আরোও দু'শ পাউন্ড।

—আপনার প্রয়োজন কি সত্যিই এতো জরুরী?

—জরুরী, অত্যন্ত জরুরী।

মিস্টার ফগের জবাব শুনে নাবিকটি কয়েক পা দূরে গিয়ে সমুদ্রের অবস্থা দেখতে লাগলো। এতোগুলো পাউন্ডের লোভ কম কথা নয়। কিন্তু এই ছোট্ট জাহাজের ওপর ভরসা করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়া ঠিক হবে কিনা সেটাই ভাববার বিষয়।

এদিকে ডিটেকটিভ ফিক্‌স দূরে দাঁড়িয়ে হতাশ মনে সব কিছু লক্ষ্য করছিলো। মিস্টার ফগ আওদার দিকে ফিরে বললেন, তুমি পথে ভয় পাবে না তো?

আওদা বললো, না, ভয় পাবো কেনো? আপনার সঙ্গে থেকে ভয় পাবার কিছু নেই।

এমন সময় নাবিকটি আবার তাদের কাছে ফিরে এলো। এসে বললো, না স্যার। নিজের জান, খালাসীদের জান আর বিশেষ করে আপনাদের জান-মাল নিয়ে এতোটুকু জাহাজে সাগর পাড়ি দিতে ভরসা হচ্ছে না। বছরের এ সময়টা সমুদ্রের অবস্থা বড্ডো খারাপ থাকে। আমার ছোট্ট জাহাজের বরাদ্দ মোটে বিশ টন। তাছাড়া ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছোতে পারবো তেমন ভরসাও নেই। জানেন তো, হংকং থেকে ইয়াকোহামার দূরত্ব সাড়ে ষোল শ মাইল।

মিস্টার ফগ বললেন, সাড়ে ষোল নয়, মোটমাট ষোল শ মাইল।

নাবিকটি তখন বললো, বেশি আর কম কি হলো স্যার! তবে অন্য একটি পথ আছে।

—কি ভাবে?

—ধরুন, আমরা যদি নাগাসাকি যেতে পারি। জাপানের একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে নাগাসাকি—হংকং থেকে এগারো শ মাইল। তাছাড়া সাংহাই আছে চীন উপকূলে মোটেই আট শ মাইল দূরে। সাংহাই গেলে সমুদ্রের কূল ধরে অনুকূল স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে যেতে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

পারি।

মিস্টার ফিলিয়াস ফগ বললেন, আমি ইয়াকোহামায় গিয়ে আমেরিকান ডাক জাহাজ ধরতে চাই। সাংহাই বা নাগাসাকি আমার গন্তব্য স্থান নয়।

নাবিক বলে উঠলো, নয়ই বা কেনো? স্যানফ্রান্সিসকোর জাহাজ তো ইয়াকোহামা থেকে রওনা হয় না—রওনা হয় সাংহাই থেকে। অবশ্যি সে জাহাজ ইয়াকোহামায় থামে এবং নাগাসাকিও থামে।

—তুমি ব্যাপারটা ঠিক ভাবে জেনে বলছো তো?

—নিশ্চয়ই স্যার। আমাদের এই তো কাজ!

—সাংহাই থেকে জাহাজ কখন ছাড়বে?

—এগারো তারিখ সন্ধ্যা সাতটায়। কাজেই আমরা চারদিন সময় পাচ্ছি হাতে। অর্থাৎ ছিয়ানব্বই ঘণ্টা। বরাত ভালো হলে ঘণ্টায় আট মাইল চললেও সাংহাই গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হতে পারি।

মিস্টার ফগ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখান থেকে কখন রওনা হতে পারবে?

—এক ঘণ্টার ভেতর। রসদ যোগার করেই পাল তুলে দেবো স্যার।

—একটা লাভজনক কাজ বটে। তুমিই কি জাহাজের সারেং?

—জ্বি হ্যাঁ, স্যার। আমার নাম জন বান্‌সবি। টাঙ্কাডিয়ার পাইলট বোটের সারেং।

—ভাড়া বাবদ এখখুনিই কিছু আগাম দিতে হবে কি?

—স্যার, যদি অসুবিধে না হয় তো কিছু দিতে পারেন।

—এই নাও দু'শ পাউন্ড আগাম।

বলেই মিস্টার ফগ ডিটেকটিভ ফিক্‌সের দিকে চেয়ে বললেন, আপনিও যদি এই সুযোগে····

তার কথা শেষ না হতেই ফিক্‌স বলে উঠলো, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি সেই অনুগ্রহই চাইবো ভাবছিলাম।

—বেশ, বেশ, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা গিয়ে জাহাজে উঠবো।

এ সময় হঠাৎ আওদা জিজ্ঞেস করলো, বেচারা পাশেপারতুর অবস্থা কি হবে?

দুদিন থেকে ভৃত্যটা উধাও হওয়ায় সত্যি আওদা বড়ো বিমর্ষ হয়ে পড়েছে।

মিস্টার ফগ বললেন, আমার পক্ষে যা সম্ভব তা অবশ্যিই করবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিক্‌স গিয়ে জাহাজে উঠলো। মিস্টার ফগ আর আওদা গেলেন পুলিশ অফিসে। সেখানে গিয়ে পাশেপারতুর বর্ণনা দিয়ে তার নিখোঁজের কথা জানিয়ে এলেন। তাছাড়া ফিরে যাবার জন্যে ভাড়ার টাকাও জমা দিয়ে এলেন। এরপর ফরাসী দূতাবাসে গিয়েও পাশেপারতুর নামধাম লিখিয়ে দিয়ে এলেন।

তিনটার সময় জাহাজ রওনার জন্যে তৈরি হলো। পাল তুলে রওনা হতে আরোও দশ মিনিট কেটে গেলো। মিস্টার ফগ ও আওদা শেষবারের জন্যে পাড়ের দিকে চেয়ে রইলেন পাশেপারতুকে দেখার আশায়। কিন্তু আশা তাদের সফল হলো না। পাশেপারতুর কোনো চিহ্নই তারা দেখতে পেলেন না।

পাল তুলে দিতেই টাঙ্কাডিয়ার চলতে আরম্ভ করলো ঢেউয়ের তালে নাচতে নাচতে। বাতাসের অবস্থা ঠিক এমনি থাকলে আশা করা যায় সাংহাই পৌঁছেও কিছু সময় বাঁচবে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

আকারে ছোট হলেও টাঙ্কাডিয়ার জাহাজটি সত্যি বড়ো চমৎকার। মাল ধরে মাত্র বিশ টন কিন্তু তার গতি তীরের মতো। যেমন দেখতে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সুন্দর, তেমনি তার গতি। সারেং মিস্টার জন বান্‌সবি এবং তার খালাসীরা এজন্যে সব সময়ই গর্ববোধ করে। আজও সে যেভাবে সমুদ্রের রূপালী ঢেউ কেটে চলতে লাগলো তাতে তারা আশান্বিত হয়ে উঠলো।

পরের দিন ৮ নভেম্বর ভোরবেলাই মিস্টার বান্‌সবি বুঝতে পারলো হংকং থেকে যাত্রা করার পর তারা একশ বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। কাজেই মিস্টার ফগ স্বচ্ছন্দে আশা করতে পারেন জাহাজ ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছোবে। কিন্তু তবু বিপদ যে একেবারেই নেই তা নয়। ঝড় উঠলে চীন সমুদ্রের অবস্থা ভয়ানক হয়ে ওঠে। ঝড়ের মুখে পড়লে যথেষ্ট সময় নষ্ট হতে পারে।

পরের দিন ভোর হতেই বাতাসে ঝড়ের লক্ষণ দেখা গেলো। আটটা না বাজতেই একসঙ্গে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ঝড়ের ঝাপটায় টাঙ্কাডিয়ার একখণ্ড পালকের মতোই ওঠানামা করতে লাগলো প্রবল ঢেউয়ের ওপর।

সারাদিন ধরে জাহাজ ঝড়ের আগে আগেই ছুটে চললো। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আসে এক একটি ঢেউ। কিন্তু জাহাজের গতি তবু ঠিকই আছে।

রাতের বেলা ঝড়ের গতি আরোও বেড়ে গেলো। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। কিন্তু ঝড় থামার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। জাহাজের সারেং মিস্টার বান্‌সবি এবার খুব অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলো। এ সময়ে নিকটের যে কোনো বন্দরে জাহাজ নিয়ে ভিড়ানোই সে সঙ্গত মনে করলো। প্রথমে খালাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে মিস্টার ফগকে গিয়ে বললো, স্যার, আমার মনে হয় এখন আমাদের উচিত কোনো বন্দরে গিয়ে জাহাজ নোঙ্গর করা।

মিস্টার ফগ বললেন, আমিও তাই ভাবছি।

মিস্টার বান্‌সবি তখন জিজ্ঞেস করলো, কোন্ বন্দরের দিকে যাওয়া ভালো মনে করছেন স্যার?

উত্তরে মিস্টার ফগ বললেন, একটি মাত্র বন্দরের কথাই আমি জানি, সেটি সাংহাই।

—বেশ, তাই ভালো।

বলে মিস্টার বান্‌সবি সোজা উত্তর দিকে জাহাজের মুখ ফিরিয়ে দিলো।

অত্যন্ত ভয়াবহ ছিলো সেই রাত্রির ঝড়। কিন্তু তবু টাঙ্কাডিয়ার সমান তালেই চলতে লাগলো। অবশেষে সেই ঝড়ের রাত্রির অবসান হলো, ভোরের সূর্য দেখা দিলো পূর্ব দিগন্তে। ঝড়ের প্রকোপ তখন কিছুটা কমেছে। ক্ষুদ্র জাহাজ টাঙ্কাডিয়ার তখনও সমান গতিতে চলছে সাংহাই লক্ষ্য করে।

সেদিন দুপুরের দিকে সমুদ্রের উপকূল চোখে পড়লো। মিস্টার বান্‌সবি তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলো, সাংহাইয়ের দূরত্ব আর একশ' মাইলের বেশি হবে না। একশ' মাইল পথ আজ দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। আজকে বিকেলে সাংহাই পৌঁছে মিস্টার ফগের ইয়াকোহামার ডাক জাহাজ ধরার কথা।

বিকেল সাতটা যখন বাজলো তখনও তিন মাইল পথ বাকি। অতিরিক্ত দু'শ পাউন্ড বখসিস লাভের আশা রইলো না ভেবে মিস্টার জন বান্‌সবি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। কতোকটা

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

একটি মাত্র বন্দরের কথাই জানি আমি

হতাশার ভাব নিয়ে সে মিস্টার ফগের মুখের দিকে চাইলো। মিস্টার ফগ কিন্তু তখনও নির্বিকার, একেবারে শান্ত, যদিও তার সর্বস্ব নির্ভর করছে ঐ বাজি জিতার ওপর।

ঠিক সে সময় সমুদ্রের সীমান্তে সহসা জাহাজের একটি চিমনি দেখা গেলো। কালো মেঘের মতো ধোঁয়া বের হচ্ছে সেই চিমনির মুখ দিয়ে। আমেরিকার ডাক-জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে।

আশা ভঙ্গের দুঃখে মিস্টার বান্‌সবি প্রায় চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু মিস্টার ফগ তখনও শান্ত ভাবেই বললেন, সঙ্কেত পাঠাবার একটা কিছু ব্যবস্থা করো।

জাহাজের পেছন দিকে ব্রঞ্জের একটি ছোট কামান রাখা ছিলো। সমুদ্রে কুয়াশার সময় প্রয়োজন মতো সঙ্কেত পাঠাবার জন্যে কামানটি ব্যবহার করা হতো। কামানে বারুদ ভরাই ছিলো। মিস্টার বান্‌সবি তাতে আগুন দিতে যাবে এমন সময় মিস্টার ফগ বললেন,

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

জাহাজের পতাকা অর্ধনমিত করে দাও আগে।

পাইলট হুকুম করতেই পতাকা নামানো হলো। এই হলো বিপদের সঙ্কেত। আশা করা যাচ্ছে, এবার তারা বড়ো জাহাজটির নজরে পড়বে। মিস্টার ফগ হুকুম করলেন, ফায়ার!

সঙ্গে সঙ্গে কামানের শব্দে দূর দিগন্ত কেঁপে উঠলো।

হংকং বন্দর ছেড়ে ক্যাথে জাহাজটি জাপানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময়। পরদিন ভোরে খালাসীরা অবাক হয়ে দেখলো একজন যাত্রী টলতে টলতে বেরিয়ে এলো সম্মুখ দিকের একটা কেবিন থেকে। মাথার চুলগুলো তার উস্‌কো খুস্‌কো। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ডেকের ওপর চলতে চলতে সে প্রকাণ্ড এক টুকরো কাঠের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ছিলো। আর চলতে না পেরে অবশেষে সে কাঠের টুকরোটির ওপরই বসে পড়লো। এ যাত্রীটি আর কেউ নয়—আমাদের পাশেপারতু!

ডিটেকটিভ ফিক্‌স সেদিন আফিংখোরদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই দুজন লোক অচেতন পাশেপারতুকে টেনে নিয়ে শুইয়ে দিলো একটা কৌচের ওপর। সেখানে তার মতো আরোও কয়েকটি লোক ঘুমিয়েছিলো। ঘন্টা তিনেক পরে পাশেপারতুর ঘুম ভাঙলো। ঘুমের অচেতন অবস্থায়ও তার মন থেকে ক্যাথে জাহাজের কথা মুছে যায় নি। তার মনিবের হুকুম তখনও পালন করা হয়নি মনে পড়তেই তার আফিংয়ের নেশা কেটে গেলো। সে আধপাগলের মতো ক্যাথে ক্যাথে বলে চিৎকার করতে করতে জাহাজ ঘাটের দিক ছুটলো।

ছাড়বার জন্যে তৈরি হয়ে জাহাজটি তখনও জেটির গায়েই লাগান ছিলো। আর কয়েক পা যেতে পারলেই পাশেপারতু জাহাজে গিয়ে উঠতে পারে। ঠিক সে সময় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সিঁড়ির ওপরে। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলো।

জাহাজ ছাড়ার আগের মুহূর্তে এরকম তাড়াহুড়ো করে এসে হুড়মুড় করে পড়বার দৃশ্য জাহাজী লোকদের কাছে নতুন নয়। তারা পাশেপারতুকে ধরাধরি করে নিয়ে একটা কেবিনে বন্ধ করে রাখলো। পরের দিন ভোরে যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সে হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে।

ডেকের সেই কাঠটির ওপর বসে পাশেপারতু ভাবছিলো, আওদা হয়তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। মিস্টার ফগ নিশ্চয়ই কারোও সঙ্গে তাস খেলায় মেতে উঠেছেন। এখন তো তার তাস খেলারই সময়।

ভাবতে ভাবতে এক পা, দু পা করে সে গিয়ে ওপরের ডেকে উঠলো। সেখান থেকে গেলো সেলুনে। কিন্তু কোথাও মিস্টার ফগের দেখা পাওয়া গেলো না। তার সম্বন্ধে জাহাজের কর্মচারীদের কাছে খোঁজ খবর নেয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি বললো, মিস্টার ফিলিয়াস ফগ নামে কোনো যাত্রী জাহাজে নেই।

পাশেপারতু যেনো সে কথা বিশ্বেসই করতে পারলো না। সে বললো, মিস্টার ফগ খুব রাশভারী লোক, সাধারণত কারোও সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলেন না। তার সঙ্গে একজন যুবতী মেয়েও আছেন।

কর্মচারীটি তখন বললো, মেয়ে যাত্রী আমাদের জাহাজে একজনও নেই। এই তো দেখুন না যাত্রীদের তালিকাটি। নিজেই খুঁজে দেখুন।

এই বলে সে পাশেপারতুর হাতে তালিকাটি এগিয়ে দিলো। পাশেপারতু তালিকাটি আগাগোড়া পড়ে দেখলো কিন্তু কোথাও তার মনিব বা আওদার নাম খুঁজে পেল না। তখন

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

হঠাৎ কি মনে করে যে বললো, আচ্ছা, এটা কি ক্যাথে জাহাজ?

—হ্যাঁ।

—ইয়াকোহামা যাচ্ছে তো?

—নিশ্চয়ই।

পাশেপারতুর হঠাৎ মনে হয়েছিলো, হয়তো তাড়াতাড়িতে সে কোনো ভুল জাহাজে উঠে বসেছে। এখন বুঝতে পারলো, জাহাজে উঠতে ভুল হয়নি। কিন্তু তার মনিব যে কারণেই হোক এ জাহাজে আসতে পারেন নি।

এতোক্ষণ পরে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পাশেপারতু বজ্রাহতের মতো একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লো। ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়তে লাগলো। জাহাজ ছাড়ার সময় পরিবর্তনের কথা মনিবকে বলা উচিত ছিলো, কিন্তু সে তা করেনি। এ দোষ তারই এবং সে দোষের জন্যেই মিস্টার ফগ ও আওদা জাহাজ ধরতে পারেন নি।

ভাবতে ভাবতে ফিক্সের কথাও তার মনে পড়লো। ফিক্সের ওপর সে ক্ষেপে উঠলো। বিপদের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে পাশেপারতু নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করার সুযোগ পেলো। সহজেই সে বুঝতে পারলো, অবস্থা তার আদৌ সুবিধাজনক নয়। জাপান সে সত্যিই যাচ্ছে—কিন্তু সেখানে গিয়ে সে কি করবে? পকেটে যে তার এক কানাকড়িও নেই। ভাড়াটা অবশ্যি শোধ দেয়া আছে। কাজেই জাহাজে যে কদিন থাকতে হবে সে কদিনের জন্যে কোনো ভাবনাই নেই। কিন্তু তারপর? পরে কি হবে সে ভাবনা ভেবেই সে অস্থির হয়ে উঠলো।

তেরো তারিখ ভোরবেলা ক্যাথে জাহাজ ইয়াকোহামা গিয়ে পৌঁছোলো। পাশেপারতু নিতান্ত ভয়ে ভয়ে গিয়ে এক অজানা দেশের মাটিতে পা ফেললো। সে জানে, পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তার আর কোনো কাজ করার নেই। সে অবশ্যি ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের অফিসে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারে, কিন্তু তাতে তার মনিবের নাম এসে যাবে। তা সে কিছুতেই করতে পারবে না। অবশেষে সে একটা কাজকর্ম যোগাড়ের চেষ্টা করবে ঠিক করে রাখলো। কোনো রকমে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তো তার চলে যাবে।

এ কথাই স্থির করে পাশেপারতু যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো তখন একটা অদ্ভুত জিনিস তার নজরে পড়লো। একটা লোক প্রকাণ্ড দু'টি বিজ্ঞাপন বুকে-পিঠে লাগিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার পোশাক-পরিচ্ছদ সার্কাস দলের জোকারের মতো। বিজ্ঞাপনে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—

উইলিয়াম বাটালকারের বিখ্যাত সার্কাস

লম্বনাসা সার্কাস

যুক্তরাষ্ট্র যাত্রার প্রাক্কালে অদ্যই শেষ রজনী।
জোকার, কুস্তিগীর, যাদুগীর প্রভৃতির অপূর্ব সমাবেশ।

বিজ্ঞাপনে যুক্তরাষ্ট্র কথাটা দেখে পাশেপারতু আপন মনেই বলে উঠলো, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। যুক্তরাষ্ট্রই তো আমার চাই।

এই বলে পাশেপারতু সেই বুকে-পিঠে বিজ্ঞাপন লাগানো লোকটার পিছুপিছু হাঁটতে লাগলো এবং মিনিট পনেরো পরেই সার্কাসের প্রকাণ্ড তাঁবুর কাছে এসে পৌঁছালো।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

তাঁবুর সম্মুখ দিকে রঙ বেরঙের সব চিত্র আঁকা। অদ্ভুত সে সব চিত্রের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। এই হলো উইলিয়াম বাটালকারের বিখ্যাত সার্কাস!

পাশেপারতু জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের কোনো পরিচারকের প্রয়োজন আছে কি?

—তুমি একজন ফরাসী, নয় কি?

—হ্যাঁ, খাস প্যারীসের লোক।

—তা হলে নিশ্চয়ই জানো কি করে মুখভঙ্গি আর ভ্রুকুটি করতে হয়?

জাতির প্রতি ইঙ্গিত করায় পাশেপারতু মনে মনে একটু বিরক্ত হলো। কিন্তু বাইরে বিরক্তি দেখালে চলবে কেনো? সে বললো, জানি। কিন্তু আমেরিকানদের চেয়ে বেশি নয়।

—ঠিক আছে, কিন্তু আপাতত আমার কোনো লোকের দরকার নেই। তবে একজন জোকার হিসেবে তোমাকে চাকরিতে বহাল করতে আমার ততো আপত্তি নেই। জান তো, ফ্রান্সে বিদেশের জোকার দিয়ে খেলা দেখানো হয়, আর বিদেশে দেখানো হয় ফ্রান্সের জোকার দিয়ে?

এমনি আরোও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর পাশেপারতুর চাকরি ঠিক হয়ে গেলো। এখন বিখ্যাত সেই জাপানী সার্কাস দলের সেও একজন।

পাশেপারতুর চাকরিটা যে খুব সম্মানজনক কিছু হলো না—তা সে নিজেও বুঝতে পারছিলো। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই সে যে স্যানফ্রান্সিসকো যেতে পারবে, সেটাও কম লোভনীয় নয়।

খেলা শুরু হবে বিকেল তিনটের সময়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে সারা শহরে। তিনটে বাজার আগেই লোকে লোকারণ্য। একদিকে তাদের গোলমাল অপর দিকে কানে তালা লাগানো জাপানী বাজনা। বেচারা পাশেপারতুর পার্টটা যে একটু আগেভাগে ঠিক করে নেবে তারও উপায় নেই। সবশেষে দেখানো হবে জীবন্ত পিরামিড। সেই পিরামিডের তলায় প্রাণ দিতে হবে পাশেপারতুকে।

লম্বা কৃত্রিম নাক লাগানো এই সম্প্রদায়ের খেলা ইউরোপেও এর আগে কোনোদিন দেখানো হয়নি। এদের পোশাক মধ্যযুগীয় জাপানী বীরদের মতো। কাঁধে লাগানো চমৎকার একজোড়া পাখা, মুখে লাগানো একটি বিশাল নাক। নাকগুলো সব বাঁশের তৈরি। লম্বায় পাঁচ ছয় থেকে দশ ফুট পর্যন্ত। কোনোটা সোজা, কোনোটা বাঁকা। আসল নাকের সঙ্গে লাগানো এই কৃত্রিম নাকের ওপর ভর করেই তারা এই অদ্ভুত খেলা দেখায়।

শেষ দৃশ্য হিসেবে জীবন্ত পিরামিডের কথা ঘোষণা করা হলো। পঞ্চাশজন লম্বা নাকধারী লোক এই খেলা দেখাবে। সবাই মিলে তারা একটা প্রকান্ড গুম্বজ তৈরি করবে। কিন্তু তাতে নিজ নিজ পিঠ ব্যবহার না করে করবে নাকের ব্যবহার।

গুম্বজের নিচে পিঠ দিয়ে যারা ভিত্তি রচনা করতো তাদের একজন দল ছেড়ে গেছে আগের দিন। শারীরিক শক্তি ছাড়া এ কাজে আর কোনো কৌশল প্রয়োগের দরকার নেই। কাজেই পাশেপারতুকেই দেয়া হলো এই কাজটি।

অদ্ভুত পোশাক পরে আর সেই সঙ্গে ছয় ফুট লম্বা একটা নাক লাগিয়ে বেচারী পাশেপারতু বড্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই, কারণ ঐ নাক লাগিয়েই আপাতত তাকে পেটের ভাত জোগাতে হবে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

পাশেপারতু তার সহকর্মীদের সঙ্গে মঞ্চের ওপর উঠে শুয়ে পড়লো নাক ওপর দিকে রেখে। এদের ওপরে উঠলো একদল, তাদের ওপর আরেক দল। এমনি করে এই অভিনব পিরামিডের গুম্বজের চূড়ো প্রায় ঘরের কড়িকাঠ অবধি গিয়ে ঠেকলো।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনি আর হাততালি শুরু হলো—সে সঙ্গে বাজনা। এমনি সময়ে সেই জীবন্ত পিরামিড সহসা ষ্টেজের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো। কাউকে কিছু না বলেই দলের একজন তার নাক সরিয়ে নিয়েছে, তাতেই এই বিপত্তি!

অবশ্যি এ কীর্তি করেছে পাশেপারতু! হঠাৎ সে পিরামিডের তলা থেকে বের হয়ে ছুটে গিয়ে সামনের সারির একজন দর্শকের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং পেয়েছি, আমার মনিবকে পেয়েছি বলে চিৎকার করে উঠলো। দর্শকটিও তাকে চিনতে পেরে বললেন, তুমি এখানে, পাশেপারতু?

—হ্যাঁ স্যার, আমিই তো।

—এখন তাহলে শীগগীর আমাদের সঙ্গে জাহাজের দিকে রওনা দাও।

বলেই মিস্টার ফগ ও আওদা উঠে তাড়াতাড়ি সার্কাসের বাইরে চলে এলেন। পাশেপারতু ত্রস্তপদে তাদের অনুসরণ করতে লাগলো। কিন্তু বেশি দূর তাদের যেতে হলো না। ম্যানেজার মিস্টার বাটালকার এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। পিড়ামিড ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে পাশেপারতুকে সে এক পা-ও এগোতে দেবে না। অগত্যা মিস্টার ফগ একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন তার হাতে। অবশেষে সবাই মিলে আমেরিকার ডাক জাহাজে গিয়ে উঠলেন। তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বেজে গেছে।

এবার আবার আগের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। টাঙ্কাডিয়ারের সংকেত-ধ্বনি শুনেই ডাক জাহাজটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। মিস্টার ফগ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বললেন। ক্যাপ্টেন মিস্টার ফগকে তার সঙ্গীদের সহ জাহাজে তুলে নিতে রাজি হলেন। পাইলটবোটের সারেং মিস্টার বান্‌সবিকে চুক্তির অর্থ তো দেয়া হলোই, অতিরিক্ত দেয়া হলো সাড়ে পাঁচ শ পাউন্ড।

সারেং খুব খুশি হলো। মিস্টার ফগ, আওদা ও ফিক্‌স জাহাজে গিয়ে উঠতেই জাহাজটি নাগাসাকি ও ইয়াকোহামার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। নভেম্বরের ১৪ তারিখ ভোর বেলা তারা গিয়ে ইয়াকোহামা পৌঁছোলেন। ক্যাথে জাহাজটি তখনও ঘাটে লাগানো ছিলো।

মিস্টার ফগ ইয়াকোহামায় পৌঁছেই প্রথমে গিয়ে উঠলেন ক্যাথে জাহাজে। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন, পাশেপারতু নামে একজন যাত্রী এই জাহাজেই ইয়াকোহামা এসেছে। এ সংবাদটি পেয়ে সবচেয়ে খুশি হয়ে উঠলো আওদা। মিস্টার ফগও অবশ্যি খুশি হয়েছেন, কিন্তু বাইরে তা আদৌ প্রকাশ পেলো না।

সেদিনই বিকেলে ফিলিয়াস ফগকে রওনা হতে হবে স্যানফ্রান্সিস্‌কো। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন পাশেপারতুর খোঁজে। প্রথমে গেলেন দূতাবাসে, তারপরে পথে পথে। কিন্তু কোথাও তার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না। নিতান্ত হয়রান পেরেশান হয়ে তিনি পাশেপারতুকে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিলেন।

এমনি যখন তাদের মনের অবস্থা তখন সামনে পড়লো বাটালকারের সার্কাস। জাহাজ ছাড়তে তখনও অনেক দেরি ভেবে মিস্টার ফগ ও আওদা সার্কাসে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে পাশেপারতুর নতুন পোশাকের জন্যে তারা তাকে চিনতেই পারলেন না। কিন্তু পাশেপারতু

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

নিজে তার মনিবকে ঠিকই চিনেছে। সামনের সারিতে তাকে বসে থাকতে দেখেই সে স্থানকাল ভুলে লাফিয়ে উঠেছে। তার ফলে সার্কাসের জীবন্ত পিরামিডের যা দুরবস্থা হলো তা তো আগেই বলা হয়েছে।

এতোদিনে পথে যা কিছু ঘটেছে আওদা তার গল্প শুনিয়েছে পাশেপারতুকে। কি করে তারা হংকং থেকে ছোট পাইলটবোট টাঙ্কাডিয়ার ভাড়া করে সাংহাই পৌঁছেছে, সেখান থেকে কি করে তারা ডাকজাহাজ ধরে ইয়াকোহামা এসেছে—এমন কি ফিক্স নামের একটা লোক যে বিনা পয়সায় তাদের সঙ্গী হয়ে টাঙ্কাডিয়ারে চড়ে এসেছে, তাও বলতে ছাড়েনি আওদা।

ডিটেকটিভ ফিক্সের নাম শুনেও কিন্তু পাশেপারতুর বাহ্যিক কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। সে চুপচাপই রইলো। অথচ এ লোকটির জন্যেই তার এই বিভ্রাট। সে-ই তো তাকে আফিংখোরদের আড্ডায় নিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছিলো। কিন্তু তবুও মনিবকে সে কথা বলার সময় এখনও হয়নি। ফিক্স লোকটা যে আদৌ সুবিধের নয়, মনিবকে একদিন তা বুঝিয়ে বলতেই হবে।

মিস্টার ফগ কিন্তু এদের গল্পে মোটেই মনোযোগ দিলেন না। তিনি পাশেপারতুকে কিছু পাউন্ড দিলেন জামাকাপড় কেনার জন্যে। তখনও তার গায়ে রয়েছে সেই সার্কাসের বিচিত্র পোশাক।

যে জাহাজটি ইয়াকোহামা ও স্যানফ্রান্সিস্কোর মধ্যে ডাক নিয়ে যাতায়াত করে তার নাম জেনারেল গ্রান্ট। জাহাজটির গতি খুব দ্রুত। প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে যেতে তার একুশ দিনের বেশি লাগে না।

ইয়াকোহামা ছাড়ার ন দিন পর হিসেব করে দেখা গেলো ফিলিয়াস ফগ পৃথিবীর ঠিক অর্ধেক প্রদক্ষিণ করেছেন। জেনারেল গ্রান্ট সেদিন ১০৮ মেরিডিয়ান ছাড়িয়ে ইংল্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে এসে পৌঁছেছে। সেদিনটা ছিলো ২৩ নভেম্বর। ফিলিয়াস ফগের আশি দিনের ভেতর মাত্র আটাশ দিন এখনও হাতে আছে, বাকি বায়ান্ন দিন আগেই ব্যয় হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও বাকি পথটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ডিটেকটিভ ফিক্স এসে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করবে, সে আশঙ্কাও কম।

কিন্তু টিকটিকি সেই ডিটেকটিভ এখন কোথায়? শুনে অবাক হতে হয়, সেও সব সময় জেনারেল গ্রান্ট জাহাজেই বহাল তবিয়তে বাস করেছে—সেও একজন যাত্রী!

মিস্টার ফগের সঙ্গে ইয়াকোহামায় পৌঁছেই ফিক্স জাহাজঘাট থেকে সটান রওনা হয় ব্রিটিশ দূতাবাসে। সেখানে গিয়েই সে জানতে পারে ফিলিয়াস ফগের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা এতোদিনে এসে পৌঁছেছে। বোম্বে থেকে হংকং হয়ে ক্যাথে জাহাজে এসেছে এ পরোয়ানা।

পরোয়ানাটি হাতে পেয়ে প্রথমে ফিক্সের মন খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো বিদেশে এ পরোয়ানা সম্পূর্ণ অচল। মিস্টার ফগ যতোদিন ইংরেজ রাজত্বের বাইরে আছেন ততোদিন এর ক্ষমতায় তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। গ্রেফতার করতে হলেও যা করা দরকার তা ভীষণ সময় সাপেক্ষ।

কিছুক্ষণ পর আপন মনেই ফিক্স ভাবতে লাগলো, এখানে এ পরোয়ানা অচল হলেও ফগ ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দিলে আর অচল থাকবে না। তখন দেখে নেয়া যাবে বাছাধন

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

আমার হাত ফস্‌কে কোথায় পালায়? কাজেই সে জেনারেল গ্রান্টে গিয়ে উঠলো। তার একটু পরেই এলেন মিস্টার ফগ আর তার সঙ্গে আওদা ও পাশেপারতু।

পাশেপারতু সার্কাসের পোশাকে থাকলেও ফিক্‌সের নজর এড়ালো না। এক মুহূর্তেই সে তাকে চিনে ফেললো। মনে পড়লো সেই আফিংয়ের আড্ডার কথা। এখন এদের সঙ্গে দেখা হলেই নানা রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মিথ্যে কথাও দু চারটে বলতে হবে। তার চেয়ে ভালো দেখা না দিয়ে পালিয়ে থাকা। জাহাজে যাত্রীর সংখ্যাও অনেক। পালিয়ে থাকতে কোনো অসুবিধেই হবে না।

এই ভেবে প্রথম ক'দিন ফিক্‌স পালিয়েই ছিলো। কিন্তু শেষ অবধি তা আর সম্ভব হলো না। হঠাৎ একদিন সে জাহাজের সম্মুখ দিকের ডেকে এসে একেবারে পড়ে গেলো পাশেপারতুর মুখোমুখি।

ফিক্‌সকে দেখে পাশেপারতু একটি কথাও বললো না, সোজা তার কাছে গিয়ে টুটি চেপে ধরলো এবং আচ্ছা করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো। আশেপাশের যাত্রীরা মজা দেখতে লাগলো।

অবশেষে পাশেপারতুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ফিক্‌স উঠে দাঁড়ালো এবং গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে পাশেপারতুকে জিজ্ঞেস করলো, কি ভাই, কি হয়েছে তোমার?

—হ্যাঁ, আপাতত কিছু হয়েছে বলতে পারো।

—তাহলে এসো দুটো কাজের কথা বলে শেষ করি।

—তোমার সঙ্গে আবার কি কথা বলতে হবে?

—তোমার মনিবের স্বার্থের জন্যেই বলবো।

ডিটেকটিভ ফিক্‌সের ধৈর্য আর সহনশীলতা দেখে পাশেপারতু অবাক হয়ে গেলো। এমন মার খেয়েও বেহায়াটা কিনা আবার কথা বলতে চাইছে!

অগত্যা পাশেপারতু ফিক্‌সের সঙ্গে একটি বেঞ্চে বসলো। ফিক্‌স বললো, খুব মারটাই আমাকে মারলে তুমি। অবশ্যি এটা আমার কর্মফল হিসেবেই পাওনা ছিলো। এখন আসল কথা কি জানো? এতোদিন আমি, সত্যি কথা বলতে কি—তোমার মনিবের বিপক্ষেই ছিলাম। কিন্তু এখন থেকে তার পক্ষে।

পাশেপারতু তার কথা শুনে বললো, এতোদিন পরে তাহলে বুঝতে পারলে যে আমার মনিব সত্যিই একজন সৎলোক?

ফিক্‌স নির্বিকার ভাবে জবাব দিলো—না, আমি তা মনে করি না। বরং আমি এখনও তাকে একজন বদমায়েশ চোর বলেই মনে করি। শুধু তাই নয়, আমি আরোও কি করেছি তাও তোমাকে বলছি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো মিস্টার ফগকে গ্রেফতার করা। সে উদ্দেশ্য সফলের জন্যে পরোয়ানা এসে পৌঁছা অবধি ইংরেজ রাজত্বের সীমানার মধ্যে তাকে আটক করে রাখা। আমিই তোমার পেছনে বোম্বাইয়ের সেই পুরোহিতদের লাগিয়ে দিয়েছিলাম। মিস্টার ফগের সঙ্গে তোমার যাতে ছাড়াছাড়ি হয়, সে জন্যে হংকংয়ের আফিংয়ের আড্ডায় আমিই তোমাকে অজ্ঞান করে রেখেছিলাম।

পাশেপারতু রুদ্ধনিশ্বাসে ফিক্‌সের কথাগুলো শুনছিলো। ফিক্‌স আবার আরম্ভ করলো, যাক সে সব কথা; মনে হচ্ছে মিস্টার ফগ এখন ইংল্যান্ডের দিকেই রওনা হয়েছেন। আমাকেও তার পিছু নিতে হচ্ছে। কাজেই এতোদিন যেমন তোমাদের চলার পথে বাঁধার

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

সৃষ্টি করেছি, তেমনি এখন থেকে চেষ্টা করবো কোনো বাঁধা এলে তা দূর করে দিতে। কাজেই বুঝতে পারছো, আমি এখন উলটো খেলা খেলতে আরম্ভ করেছি—এবং তা করছি আমাদের নিজেরই স্বার্থে। তোমার আর আমার স্বার্থ এখন একই—নিরাপদে ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌছা। অবশ্যি ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দিয়েই তুমি বুঝতে পারবে তোমার মনিব মিস্টার ফগ সৎ কি অসৎ।

পাশেপারতু ফিক্‌সের কথাগুলো মনোযোগ দিয়েই শুনছিলো এবং বুঝতে পারছিলো লোকটা মুখে যা বলছে কাজেও তাই করবে।

ফিক্‌স আবার বললো, তাহলে এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে তো?

—তোমার বন্ধু? না, কিছুতেই না। বরং তোমার ওপর কড়া নজর থাকবে আমার যাতে তুমি কোনো নেমকহারামী করতে না পারো। যদি দেখি এতোটুকুও বজ্জাতি করেছো তো তৎক্ষণাৎ তোমার ঘাড়টা মটকে দেয়া হবে।

—আমি তাতে রাজি আছি।

শান্তভাবেই ফিক্‌স জবাব দিলো।

এগারো দিন পর ৩ ডিসেম্বর তারিখে জেনারেল গ্রান্ট এসে স্যানফ্রান্সিস্‌কো পৌছোলো। ভোর সাতটার সময় মিস্টার ফগ তার দলবলসহ আমেরিকার মাটিতে পা ফেললেন। এ যাত্রা তার একটি দিনও বেশি বা কম খরচ হয়নি, জেনারেল গ্রান্ট জাহাজটি আগাগোড়া সমান গতিতে চালিয়ে স্যানফ্রান্সিস্‌কো নির্বিঘ্নে এসে পৌছেছে।

স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে নেমে মিস্টার ফগের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো নিউইয়র্কের ট্রেন কখন ছাড়বে তা জেনে নেয়া। একঘন্টা আগে ভোর ছ'টায় সে ট্রেন ছেড়ে গেছে। কাজেই পুরো একটি দিন হাতে পাওয়া গেলো শহর ঘুরেফিরে দেখার জন্যে।

একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে প্রথমেই মিস্টার ফগ গিয়ে উঠলেন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। শহরের এটি সবচেয়ে বড়ো ও বিখ্যাত হোটেল। হোটেলে প্রাতভোজন সেরে মিস্টার ফগ আওদাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ব্রিটিশ দূতাবাসের সন্ধানে। সেখানে তার পাসপোর্ট সই করিয়ে নিতে হবে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে দরজায় দেখা হলো পাশেপারতুর সঙ্গে। সে বললো, স্যার, শুনেছি নিউ ইয়র্কের পথে রেড ইন্ডিয়ান ডাকাতরা ট্রেন আক্রমণ করে। তাই আমার মনে হয় এখান থেকে কয়েকটা রাইফেল আর রিভলবার কিনে নিলে মন্দ হয় না।

মিস্টার ফগ তার কথায় বেশি গুরুত্ব দিলেন না। তবু বললেন, তোমার যা খুশি করতে পারো।

এই বলে মিস্টার ফগ বেরিয়ে গেলেন। হোটেল ছেড়ে কয়েক পা যেতেই হঠাৎ দেখা হলো ফিক্‌সের সঙ্গে। মিস্টার ফগকে দেখে ফিক্‌স অবাক হওয়ার ভান করে। বললো, কি আশ্চর্য! আমরা একই জাহাজে এখানে এসেছি অথচ কারো সঙ্গে কারো দেখাই হলো না! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় অত্যন্ত খুশি হলাম স্যার। যথেষ্ট উপকার আমি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। বিশেষ এক কাজের তাগিদে আমাকে ইউরোপ যেতে হচ্ছে। কাজেই আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে একসঙ্গে আরামে যাওয়ার সুযোগ পেলে আমি খুব খুশি হবো।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

মিস্টার ফগ বললেন, সে তো আমার পক্ষে খুশির কথা।

—তাহলে আপনার সঙ্গে শহরটাও বেরিয়ে আসতে পারি।

এই বলে ফিক্স তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। সেখান থেকে ফিরে এসে খাবার কাজ সেরে তারা সবাই মিলে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। তারা যখন নিউ ইয়র্কগামী ট্রেনে উঠে বসেছে তখন বিকেল পৌনে ছটা। ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে চওড়া দিক দিয়ে যে রেল লাইনটি পার হয়ে গেছে তার নাম গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক লাইন। এর একাংশ সেন্টার প্যাসিফিক গিয়েছে স্যানফ্রাসিসকো থেকে অগডেন অবধি এবং অপরাংশ ইউনিয়ন প্যাসিফিক গিয়েছে অগডেন থেকে ওহামা অবধি। ওহামা থেকে নিউইয়র্ক অবধি গিয়েছে পাঁচটি লাইন। কাজেই নিউ ইয়র্কে অনবরত ট্রেনে যাতায়াতে কোনো অসুবিধেই নেই।

এভাবে স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে নিউ ইয়র্ক অবধি ৩,৭৮৬ মাইল পথ রেলে যাতায়াত করা যায়। আগেকার দিনে এতোটা পথ যেতে ভালো অবস্থার মধ্যে কম করে ছমাস সময় লাগতো। আর এখন লাগছে সাত দিনেরও কম সময়!

যে সময়ের কথা বলছি তখন এ পথের নানান জায়গায় ছিলো রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তানা আর ছিলো হিংস্র জন্তুর ভয়। বন্য জন্তুর তো কথাই নেই, সুযোগ পেলেই সে সব রেড ইন্ডিয়ানরা পথিকদের আক্রমণ করে এবং অবাধে লুটপাট ও খুনখারাবি করে সরে পড়তো। কাজেই এ পথে যাতায়াত তখন মোটেই নিরাপদ ছিলো না।

ফিলিয়াস ফগ আশা করছিলেন সাত দিনের ভেতর নিউইয়র্কে পৌছে এগারো তারিখে ঠিক সময়ে লিভারপুলের জাহাজ ধরবেন। স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে রওনা হয়ে ১,৩৮২ মাইল পথ যেতে তিন দিন তিন রাত ব্যয় হয়ে গেলো। ট্রেনটি রাতদিন ধরে ছুটে চলেছে তীরের বেগে, ঠিক এমনি সময়ে যাত্রীরা সবাই চমকে উঠলো সামনেই অসভ্য রেড ইন্ডিয়ান দস্যুদের চিৎকার শুনে। গগনবিদারী সেই চিৎকারের সঙ্গে পিস্তলের আওয়াজও কানে আসছে। আওয়াজটা অবশ্যি ট্রেনের সম্মুখ দিক থেকে আসছে। ট্রেনের ভেতরেও যাত্রীদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হল্লা লেগে গেছে। ভয়ানক বিপদ যে ঘনিয়ে এসেছে তা বুঝতে আর বাকি রইলো না।

ট্রেনের সামনে পেছনে যাতায়াতের পথ ভেতর দিয়েই ছিলো। চিৎকার কানে যেতেই ফিলিয়াস ফগ আর ফিক্স সামনের দিকে ছুটে চললেন। তাদের দুজনেরই হাতে গুলি ভরা পিস্তল। সামনে গিয়ে তারা দেখতে পেলেন রেড ইন্ডিয়ানরা ট্রেনের পাদানিতে লাফিয়ে উঠেছে এবং ইঞ্জিন রুমে ঢুকে ড্রাইভারকে মেরে আধমরা করে রেখেছে।

দস্যু দলের একজন সর্দার ইঞ্জিন থামাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তার আনাড়ি হাতের চেষ্টায় ইঞ্জিন তো থামলোই না, বরং তার গতি গেলো দ্বিগুণ বেড়ে। যাত্রীরা তখন আত্মরক্ষার কাজে ব্যস্ত। হাতের কাছে যে যা পাচ্ছিলো তাই দিয়ে তারা দস্যুদের আক্রমণ করছিলো। এমনি করে প্রায় জন বিশেক দস্যুকে তারা ঘায়েল করে ফেললো। দস্যুদের কেউ কেউ গাড়ির চাকার তলায় পড়ে প্রাণ হারালো আর কেউ বা মারাত্মক জখম নিয়ে পড়ে রইলো রেল লাইনের পাশে। যাত্রীদের মধ্যেও অনেকে জখম হয়ে নিজ নিজ আসনে পড়ে রইলো।

অচিরেই এ খণ্ডযুদ্ধ না থামালে কার অদৃষ্টে যে কি ঘটবে বলা যায় না! মাত্র দশ

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

মিনিটে এতোসব কাণ্ড। ট্রেনটি এ মুহূর্তে থামাতে না পারলে দস্যুদেরই যে জয় হবে তাতে আর ভুল নেই।

এখান থেকে মাইল দুই দূরেই রয়েছে ফোর্ট কেয়ারনি স্টেশন। সেখানে একটি আমেরিকান সৈন্যের বড়ো ঘাঁটি আছে। ট্রেনটি কোনো রকমে সে স্টেশনটি ছাড়িয়ে গেলে দস্যুদের আর কোনো ভাবনাই থাকবে না—ট্রেনটি পুরোপুরি তাদের দখলে গিয়ে পড়বে। তখন তারাই হবে সর্বেসর্বা।

ট্রেনের গার্ড এতোক্ষণ মিস্টার ফগের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। সহসা দস্যুদের বন্দুকের একটা গুলি এসে তার গায়ে লাগতেই তিনি পড়ে গেলেন। তিনি পড়তে পড়তে চিৎকার করে বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি গাড়ি না থামাতে পারেন তবে আমাদের কারোও জীবনের আশা নেই।

ফিলিয়াস ফগ ছুটে যেতে যেতে বললেন, যে করে হোক গাড়ি থামাতেই হবে।

কিন্তু ওপাশ থেকে পাশেপারতু বলে উঠলো, আপনি যাবেন না স্যার। এ কাজ আমার।

মিস্টার ফগ পাশেপারতুকে বাঁধা দেয়ার আগেই সে অদ্ভুত কৌশলে একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। দস্যুরা তাকে দেখতেই পেলো না। জীবনের মায়া না করে শিকল ধরে ধরে সে গিয়ে হাজির হলো ঠিক ইঞ্জিনের পেছনের গাড়িটিতে। তারপর এক হাত দিয়ে ঝুলে থেকে আরেক হাত দিয়ে ইঞ্জিন ও গাড়ি সংলগ্ন হুকটি খুলে ফেললো। তারপরেও রইলো একটি স্ক্রু। অনেক চেষ্টা করেও সে সেটি খুলতে পারছিলো না।

এমন সময় ইঞ্জিনের এক হেচকা টানে স্ক্রুটি ভেঙ্গে গেলো। ফলে বগি আর ইঞ্জিন পৃথক হয়ে গেলো। এর ফলে গাড়ির গতি কমতে লাগলো কিন্তু ইঞ্জিনের গতি আরোও বেড়ে গেলো। গাড়ি বোধহয় নিজের গতিতেই আরোও কিছুক্ষণ চলতো। কিন্তু ভেতর থেকে ব্রেক কষে দিতেই তা একেবারে থেমে গেলো ফোর্ট কেয়ারনি স্টেশন থেকে এক শ গজেরও কম দূরত্বে এসে।

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই সৈন্যরা দৌড়ে বেড়িয়ে এলো। রেড ইন্ডিয়ান দস্যুদল কিন্তু সৈন্যদের কথা একটুও ভাবেনি। তারা মনে করতে পারেনি যে, এভাবে এসে সৈন্যদের হাতে পড়তে হবে। কাজেই ট্রেনটি পুরোপুরি থামবার আগেই তারা পালাতে শুরু করেছিলো।

এদিকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের একত্র করে গুনে দেখা গেলো তিনজন যাত্রীর কোনো হদিস নেই। তার ভেতর পাশেপারতু একজন। দস্যুরা তাদের কেটে ফেলেছে না বন্দী করে রেখেছে, কেউ তা বলতে পারে না।

যাত্রীদের অনেকেই আহত হয়েছে কিন্তু কারোর আঘাতই গুরুতর নয়। আওদার গায়ে কোনো আঘাত লাগেনি। মিস্টার ফগ দস্যুদের সঙ্গে যে প্রাণপণ করে লড়াই করেছেন তবু তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি! ফিক্সের বাহুতে আঘাত লেগেছে। কিন্তু পাশেপারতুকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে আওদার চোখের পানি টলমল করে উঠলো। সে কেঁদে ফেললো।

মিস্টার ফগ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। কঠিন এক সমস্যা তার সামনে। পাশে দাঁড়িয়ে আওদা তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আওদা বাইরে নীরব থাকলেও তার জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টির অর্থ ফিলিয়াস ফগ বুঝতে পারলেন। তিনি তখন

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ভাবছিলেন, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও নিজের ভৃত্যকে দস্যুর কবল হতে ছাড়িয়ে আনা কি মনিবের কর্তব্য নয়? সহসা তিনি তার স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললেন, জীবিত হোক বা মৃতই হোক, পাশেপারতুকে আমি উদ্ধার করবোই।

এ কাজে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে মিস্টার ফগ তা জানতেন। তাছাড়া পথে একদিন দেরি হলে নিউইয়র্কে গিয়ে সময় মতো জাহাজ ধরতে পারা যাবে না। তার ফলে শেষ মুহূর্তে তাকে বাজিতে হারতে হবে এবং হারাতে হবে যথাসর্বস্ব। তবুও কর্তব্যের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না তিনি।

সৈনিকদের কমান্ডার সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। মিস্টার ফগের কথা শুনে তিনি বললেন, আপনি একা কখখনো যাবেন না মিস্টার ফিলিয়াস ফগ।

বলেই তিনি তার সৈনিকদের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলেন—ত্রিশ জন স্বেচ্ছাসেবক চাই।

বলতেই সমুদয় সেনাদল এসে সামনে দাঁড়ালো। কমান্ডার ত্রিশজনকে বাছাই করে বাকি সবাইকে বিদায় দিলেন। মিস্টার ফগ বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার কমান্ডার!

তারপর কয়েক মিনিট পরেই মিস্টার ফগ আওদাকে তার মূল্যবান গহনার বাক্সটি ফিরিয়ে দিয়ে বিদায় হয়ে গেলেন। যাবার আগে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের বলে রাখছি, যদি বন্দীদের উদ্ধার করে আনতে পারি তাহলে ফিরেই আমি এক হাজার পাউন্ড আপনাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো।

মিস্টার ফগের সঙ্গ ছাড়া হয়ে ঐ অচেনা জায়গায় আওদার সময় কাটতে লাগলো ভয়ানক ভয়-ভাবনার মধ্যে। নানারকম কাল্পনিক ভয় তাকে অস্থির করে তুললো। ফিক্‌সের অবস্থাও তাই। সারারাত সে ঘুমোতে পারলো না।

অবশেষে দুর্যোগের রাত্রিরও অবসান হলো। কমান্ডারের ভাবনাও কম নয়। তিনি তার লেফটেনেন্টকে ডেকে আরোও একদল সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় দূরে শোনা গেলো সৈনিকদের উল্লাসধ্বনি। আধ মাইল দূরে দেখা গেলো সৈনিকরা সবাই ফিরে আসছে। তাদের আগে আগে আসছেন মিস্টার ফগ। তার পাশেই রয়েছে পাশেপারতু। অপর দুজন যাত্রীকেও দলের ভেতর দেখা যাচ্ছে। প্রায় মাইল দশেক দূরে রেল লাইনের পাশে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিলো।

সৈনিকদের বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে তারা সবাই ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ফগ এক হাজার পাউন্ড বের করে দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন।

পাশেপারতু স্টেশনে গেলো ট্রেনের খবর নিতে। কিন্তু একটু আগেই ট্রেন ছেড়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই ড্রাইভার ইঞ্জিন ফিরিয়ে আনে এবং ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হয়ে যায়। এতোক্ষণে ওহামার পথে ট্রেন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ষ্টেশনে পৌঁছে ট্রেনটি না দেখে পাশেপারতু চিৎকার করে উঠলো, ট্রেন? ট্রেন কোথায় গেলো?

ফিক্‌স বললো, একটু আগেই ছেড়ে গেছে।

ততোক্ষণে ফিলিয়াস ফগও এসে গেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—পরের ট্রেনটি ছাড়বে কখন?

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—বিকেলের আগে আর কোনো ট্রেনই নেই।

দস্যুদের কবলে পড়ে মিস্টার ফগ বিশ ঘণ্টা সময়ের ধাক্কায় পড়ে গেলেন। এতোটা সময় পূরণ করা সহজ কাজ নয়! এতো সব হাঙ্গমার মূলে বোকা পাশেপারতু। তার জন্যেই এখন তার মনিবকে সর্বস্বান্ত হতে হবে।

এ সময় ডিটেকটিভ ফিক্স এসে মিস্টার ফগকে বললো, শুনছি নিউ ইয়র্কের ট্রেন ধরতে না পেরে আপনি নাকি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন স্যার? নিউ ইয়র্ক থেকে লিভারপুলের জাহাজ ছাড়বার আগে রাত ন'টার মধ্যে নাকি আপনার পৌঁছা প্রয়োজন? খুবই জরুরী নাকি, স্যার?

—অত্যন্ত জরুরী। এতো জরুরী যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

—রেড ইন্ডিয়ান ডাকাতদের পাল্লায় না পড়লে আপনি তো এগারো তারিখ ভোর বেলাতেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছে যেতেন।

—হ্যাঁ। আর তার ফলে বারো ঘণ্টা সময় আমার অতিরিক্ত হাতে থাকতো।

—আর এখন আপনি কিনা পিছিয়ে পড়লেন বিশ ঘণ্টা। বিশ আর বারোর মধ্যে আট ঘণ্টার তফাৎ। এ আট ঘণ্টা সময় আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। একবার চেষ্টা করবেন কি স্যার?

—কি করে চেষ্টা করবো, পায়ে হেঁটে?

—না, পায়ে হেঁটে কেনো? শ্লেজে পাল খাটিয়ে। একটা লোক আমার কাছে এ প্রস্তাব করেছে।

গত রাতে সত্যিই একটা লোক ফিক্সের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছিলো। কিন্তু ফিক্স তার কথায় তেমন গুরুত্ব দেয়নি। অল্পক্ষণ পরেই সে লোকটার সঙ্গে মিস্টার ফগের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলো।

জমাট বাঁধা বরফের ওপর দিয়ে চলবার জন্যে অতি অদ্ভুত বাহন এ শ্লেজ। প্রকাণ্ড মাস্তুল আর তার সঙ্গে দুটি পাল। চার পাঁচজন লোকের বসবারও ব্যবস্থা আছে। হাওয়াও ছিলো অনুকূল। হাওয়া বইছিলো পশ্চিম দিক থেকে, বরফও জমেছিলো বেশ শক্ত হয়ে।

শ্লেজটির মালিক মিস্টার মাজ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মিস্টার ফগকে তার দলবলসহ ওহামা রেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই। রাতদিন অসংখ্য ট্রেন ছুটছে চিকাগো আর নিউইয়র্কের দিকে।

বেলা আটটার মধ্যে শ্লেজটি যাত্রার জন্যে তৈরি হলো। যাত্রীরা এসে সবাই জায়গা মতো বসে পড়লেন। শ্লেজে পাল তুলে দেয়া হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্লেজটি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে উড়ে চলতে লাগলো জমাট বাঁধা বরফের ওপর দিয়ে।

ফোর্ট কেয়ারনি স্টেশন থেকে ওহামার দূরত্ব কম করেও হবে দুশো মাইল। হাওয়া যে রকম আছে সে রকমই যদি থাকে তাহলে পাঁচ ঘণ্টা সময়ের দরকার হবে ওহামা পৌঁছোতে। কাজেই পথঘাটে কোনো বিপদে না পড়লে আশা করা যাচ্ছে দুপুরের পর বেলা একটায় গিয়ে ওহামা পৌঁছা যাবে।

কাজেও হলো তাই। তখনও একটা বাজেনি, মিস্টার মাজ দূরে তুষারাবৃত দালানের চূড়ো দেখিয়ে বললেন, এই যে, আমরা তাহলে এসে গেছি। ঐ দেখা যাচ্ছে ওহামা।

তারা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছলো তখন একটি ট্রেন ছাড়বার জন্যে তৈরি হয়ে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

দৈনিক অসংখ্য ট্রেন এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত করে। কোনো রকমে মিস্টার মাজকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিয়েই ফিলিয়াস ফগ গিয়ে উঠলেন ট্রেনে। সঙ্গীরাও প্রায় লাফালাফি করে তার অনুসরণ করলো।

পরের দিন ১০ ডিসেম্বর তারা গিয়ে চিকাগো পৌছোলো। নিউ ইয়র্কের দূরত্ব এখনও নয় শ মাইল। কিন্তু তা হলেও ট্রেন আছে অসংখ্য। স্টেশনে পৌছেই মিস্টার ফগ দৌড়ে গিয়ে উঠলেন অন্য একটি ট্রেনে। ট্রেনে পা দিতেই ইঞ্জিনে হুইসেল বেজে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও রওনা হলো। এ ট্রেনটি হলো পিটার্সবাগ-চিকাগো লাইনের।

দ্রুতগামী এ ট্রেনটি নিউইয়র্ক পৌছোলো পরের দিন ১১ ডিসেম্বর রাত সোয়া এগারোটার সময়। হাডসন নদীর ডান পাড়ে নিউ ইয়র্ক শহরের রেল স্টেশন। ঠিক ব্রিটিশ এন্ড নর্থ আমেরিকান রয়েল মেইল স্টিম প্যাকেট কোম্পানীর জাহাজ ভিড়বার জেটির সঙ্গে। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা গেলো লিভারপুলগামী জাহাজ দি চায়না পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে ঘাট থেকে রওনা হয়ে গেছে।

এ খবর শুনে বেচারা পাশেপারতু ফিট হয়ে পড়ে আর কি! মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট! এ যেনো বিনা মেঘে বজ্রপাত। সব দোষ তো তার জন্যে।

এদিকে মিস্টার ফগ কিন্তু চুপচাপ। জেটি থেকে নেমে যেতে তিনি শুধু বললেন, কি করা যায় কালকে ভোরেই একবার ভেবে দেখতে হবে। চলে এসো এখন।

পরের দিন ছিলো ১২ ডিসেম্বর। সেদিনের ভোর সাতটা থেকে শুরু করে ২১ রাত পৌনে নয়টা অবধি সময় হলো নয় দিন, তেরো ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কাজেই ফিলিয়াস ফগ চায়না জাহাজ ধরতে পারলে ঠিক সময়েই লন্ডনে পৌছোতে পারতেন।

ভোর হতেই মিস্টার ফগ নাশতা খাওয়ার কাজ সেরে ছুটে গেলেন হাডসন নদীর তীরে। কোনো জাহাজ এখন ছাড়বে কিনা তারই খোঁজখবর নিতে লাগলেন তিনি। তার ভাগ্যে বোধহয় পরাজয়ই লেখা আছে। কোনোও জাহাজই খুব শীগগীর ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। এমন সময় দূরে নজরে পড়লো একটি জাহাজ কালো ধোঁয়া ছাড়ছে। মনে হচ্ছে এখনই ছেড়ে যাবে।

মিস্টার ফগ একটি নৌকোর সাহায্যে সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। জাহাজটির নাম হেনরিয়েটা। ক্যাপ্টেনের খোঁজ করতেই তিনি তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। দু'চারটি কথার পরে মিস্টার ফগ আসল কথা পাড়লেন। বললেন, আমাকে এবং সেই সঙ্গে আর জন তিনেক লোককে লিভারপুল পৌছে দিতে পারেন?

—লিভারপুল? না। আমরা চলেছি বার্ডিক্স এবং সেখানেই আমাদের যেতে হবে।

—কোনো রকমেই কি লিভারপুল যেতে পারেন না?

—কোনো প্রকারেই না স্যার।

ক্যাপ্টেন জবাবটা এভাবে দিলেন যে, তার ওপরে আর কথাই চলে না। তবু মিস্টার ফগ বললেন, কিন্তু হেনরিয়েটা জাহাজের মালিকদের সঙ্গে একটিবার যদি··

—মালিক? মালিক আমি নিজেই।

—আমি তাহলে পুরো জাহাজটা একাই ভাড়া করতে চাই।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

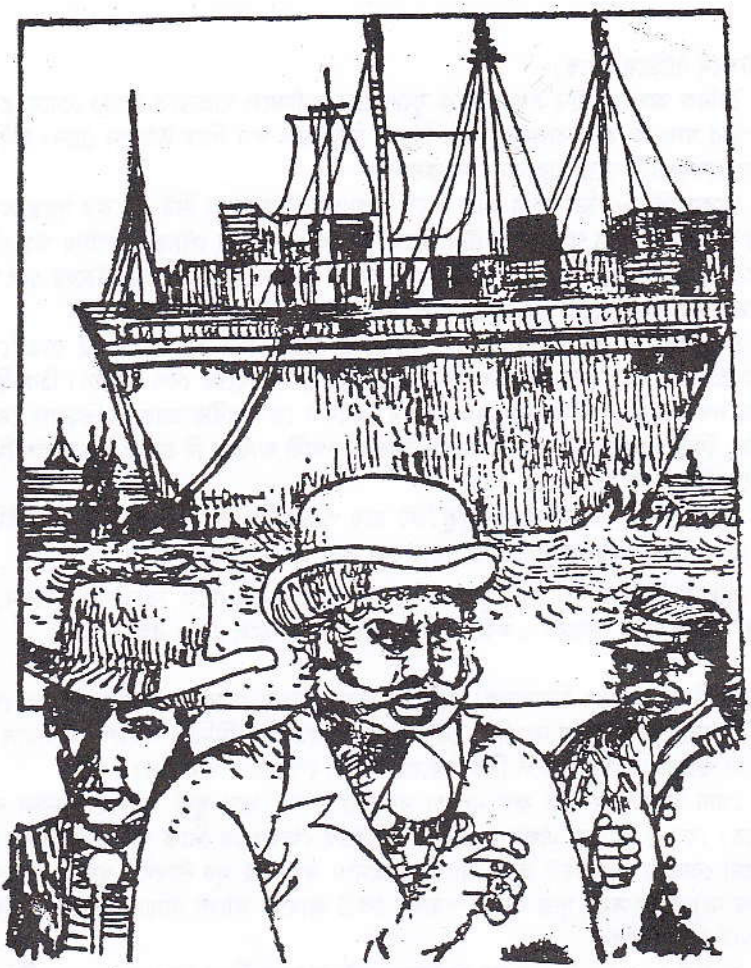

আমাদের লিভারপুল পৌঁছে দিতে পারেন

—না।. তাও সম্ভব নয়।

—তাহলে কিনে ফেলবো।

—তাও না।

অবস্থা যদিও সঙ্গীন তবু মিস্টার ফগের বাহ্যিক চেহারায় বা কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেলো না। এতোদিন যেখানে যে মুশকিলেই তিনি পড়েছেন তা থেকেই উদ্ধার পেয়েছেন প্রচুর টাকার বিনিময়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে টাকা ব্যয় করেও বোধহয় কাজ হবে না। হঠাৎ কি মনে করে তিনি ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমাকে তাহলে বার্ডিক্স নিয়ে যেতে পারেন তো?

—দুঃখিত। যদি দু'শ ডলার দেন তবুও না।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

—দু হাজার দেবো।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যেকের জন্যে দু হাজার?

—হ্যাঁ, প্রত্যেকের জন্যে।

—আপনারা মোট চারজন। চারজন নয় কি?

—হ্যাঁ, চারজন।

ক্যাপ্টেন মাথা চুলকোতে লাগলেন। আট হাজার ডলার! তাও কিনা পথ পরিবর্তন না করে সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে গিয়েই। যাত্রী নিয়ে যাবার আপত্তি মেটাতে আট হাজার ডলার যথেষ্ট নয় কি?

অবশেষে ক্যাপ্টেন বললেন, ন'টার সময় আমি জাহাজ ছাড়ছি। যদি তৈরি থাকেন তো আপনারা যেতে পারেন।

মিস্টার ফগও বললেন, হ্যাঁ, ন'টায় আমরাও এসে জাহাজে উঠবো।

এখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ন'টার মধ্যে সত্যি সত্যিই মিস্টার ফগ তার সঙ্গী ও ডিটেকটিভ ফিক্সকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠলেন। ঘন্টাখানেক পরেই হেনরিয়েটা জাহাজ হাডসন নদীর মোহনার বাতিঘর ছাড়িয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো।

পরের দিন ১৩ ডিসেম্বর দুপুর বেলা। জাহাজের ব্রিজের ওপর একজন লোক উঠে চারদিক লক্ষ্য করছেন। কেউ দেখলেই মনে করবে জাহাজের ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আসলে লোকটি হলেন মিস্টার ফিলিয়াস ফগ। আর ক্যাপ্টেন? ক্যাপ্টেন স্পিডি তখন তার কেবিনে বন্দী। সেখানে বন্দী হয়ে সে প্রাণপণ চিৎকার করে চলেছেন প্রচণ্ড রাগে।

ব্যাপারটা কি হয়েছে সহজেই বোঝা যায়। মিস্টার ফগ যেতে চান লিভারপুল কিন্তু জাহাজের মালিক ক্যাপ্টেন স্পিডি কিছুতেই তাতে রাজি নন। অবশেষে মিস্টার ফগ বুদ্ধি করলেন। বাবুর্চি খালাসী থেকে শুরু করে জাহাজের প্রতিটি কর্মচারীকে ডলার দিয়ে বাধ্য করে ফেললেন।

ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে হেনরিয়েটা জাহাজের কোনো কর্মচারীই সন্তুষ্ট ছিলো না। কাজেই তাদের বশে আনতে ফগকে আদৌ বেগ পেতে হলো না। এর ফলেই ক্যাপ্টেন স্পিডি হয়েছেন বন্দী, তার কাজ চালাচ্ছেন মিস্টার ফগ এবং জাহাজ চলেছে লিভারপুল অভিমুখে। মিস্টার ফগ যে ভাবে জাহাজটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে সবাই ভাবতে লাগলো তিনি এক সময়ে দক্ষ নাবিক ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর হিসেব করে দেখা গেলো লন্ডন ত্যাগের পর মিস্টার ফগের পঁচাত্তর দিন ব্যয় হয়ে গেছে। আটলান্টিক মহাসাগরের অর্ধেক পথ ছাড়িয়ে আসা গেছে। বিপদ-আপদের আশঙ্কাও অনেকটা কেটে গেছে। এখন আশা করা যায় ঠিক সময়েই লন্ডনে গিয়ে নিরাপদেই পৌঁছানো যাবে।

সেদিনই জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ফগকে খবর দিলেন জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে আসছে। এ খবর শুনে মিস্টার ফগ বললেন, কয়লা যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ পুরো ষ্টিম চালিয়ে যাবে। পরে কি উপায় করা যাবে আমি তাই ভেবে দেখছি।

দুদিন ধরে জাহাজ পুরোদমেই চললো। তৃতীয় দিন আবার এসে ইঞ্জিনিয়ার খবর দিলেন, কয়লা যা আছে তাতে বোধহয় পুরোপুরি একদিনও চলবে না।

মিস্টার ফগ তবু বললেন, কোনোক্রমেই আগুনের তাপ যেনো কমে না যায় সেদিকে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

লক্ষ্য রাখবেন।

সেদিন ছিলো ১৮ ডিসেম্বর। দুপুর বেলা পাশেপারতুকে ডেকে মিস্টার ফগ ক্যাপ্টেন স্পিডিকে ছেড়ে দিতে বললেন।

মুক্তি পেয়ে স্পিডি বাইরে এসে যেনো একটা বোমার মতো ফেটে পড়লেন। বাইরে এসেই চিৎকার করে উঠলেন—আমরা এখন কোথায়? কোথায় এসেছি আমরা?

অত্যন্ত সহজ শান্তভাবে মিস্টার ফগ জবাব দিলেন—লিভারপুল থেকে এ জায়গাটার দূরত্ব সাত শ সত্তর মাইল।

স্পিডি গর্জন করে উঠলো—জলদস্যু কোথাকার!

মিস্টার ফগ আগের মতোই শান্তভাবে বললেন, একটু বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম স্যার।

স্পিডির রাগ তখনও পড়েনি। তিনি তেমনি গর্জন করে উঠলেন—ডাকাত কোথাকার!

মিস্টার ফগ আবার বললেন, আপনার জাহাজটি আমার কাছে বিক্রি করে ফেলুন। এ কথাটা বলার জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম জনাব।

—না, জীবন থাকতে তা হবে না।

—কিন্তু আমি এই জাহাজটি জ্বালিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি।

—আমার জাহাজ জ্বালিয়ে ফেলবেন আপনি?

—হ্যাঁ, আপনার জাহাজ। পুরো জাহাজটি না হলেও অন্তত তার কাঠের সব সাজপাট জ্বালাতে হবে, কারণ আমাদের কয়লার অভাব দেখা দিয়েছে।

—হায় হায়, আমার জাহাজ জ্বালিয়ে ফেলবেন? পঞ্চাশ হাজার ডলার দামের জাহাজ আমার!

নোটের একটা প্রকাণ্ড তোড়া বের করে মিস্টার ফগ বললেন, আমি আপনাকে ষাট হাজার ডলার দিচ্ছি।

অর্থের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। এবার কিন্তু অদ্ভুত ফল ফললো। এক মুহূর্তে স্পিডি তার সমস্ত রাগ ভুলে গেলেন। বিশ বছরের পুরানো জাহাজ—তার পরিবর্তে ষাট হাজার ডলার! সুবর্ণ সুযোগই বলা যায়।

এবার খুবই ভদ্র ও শান্তভাবে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন—জাহাজের খোলটা আমারই থাকবে তো স্যার?

—হ্যাঁ, খোল তো থাকবেই, ইঞ্জিনও পাবেন। কাজেই এটা জাহাজ বিক্রির চমৎকার সুযোগ নয় কি?

—আমি রাজি।

বলেই ক্যাপ্টেন স্পিডি যেনো থাবা মেরে নোটের তোড়াটা নিয়ে গুনতে লাগলেন। গুনে দেখে পকেটে রেখে হুকুম করলেন, আমার লোকলস্কর যে যেখানে আছো কাঠ দিয়ে দিয়ে ষ্টিমের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। আগুনের তেজ যেনো কমে না যায়।

প্রথম দিনেই কেবিন, ডেক প্রভৃতি ভেঙ্গে জ্বালানো হলো। পরের দিন ২১ ডিসেম্বর জ্বালানো হলো জাহাজের মাস্তুল এবং আরোও কিছু খুচরো কাঠ। ২২ ডিসেম্বর জাহাজের ডেকের বাকি কাঠ এবং সব শেষে পাল অবধি জ্বালিয়ে ফেলা হলো।

তখন আয়ারল্যান্ডের উপকূলে বাতি দেখা যাচ্ছিলো। রাত দশটার সময় জাহাজ কুইন্স টাউন ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। মিস্টার ফিলিয়াস ফগ হিসেব করে দেখলেন, আর মাত্র

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তার লন্ডন পৌঁছানো দরকার। কিন্তু পুরোদমে চালিয়ে গেলেও এ ছ ঘণ্টা লিভারপুল পৌঁছুতেই লেগে যাবে। এদিকে আবার ষ্টিমও কমে আসছে।

ক্যাপ্টেন স্পিডিও এখন মিস্টার ফগের হয়েই কাজ করছিলেন। তিনি বললেন, আপনার জন্যে সত্যি বড়ো দুঃখ হচ্ছে স্যার। মনে হচ্ছে ভাগ্য যেনো আপনার বিপক্ষে। আমরা সবে মাত্র কুইন্স টাউন অবধি পৌঁছেছি।

মিস্টার ফগ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যে আলো দেখছি, ওটাই কি কুইন্স টাউন?

—হ্যাঁ।

—আমরা কি পোতাশ্রয়ে ঢুকতে পারি?

—ঘণ্টা তিনেকের আগে নয়। তিন ঘণ্টা পরে জোয়ারের সময় ঢুকতে হবে স্যার।

—তাহলে এখানেই জাহাজ থামানো হোক।

মিস্টার ফগ আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু বাইরে তার কোনো উত্তেজনার ভাব দেখা গেলো না।

ডাকবাহী সব জাহাজ আটলান্টিক পার হয়ে এসে আয়ারল্যান্ডের শহর কুইন্স টাউনে ডাক নামিয়ে দেয়। এক্সপ্রেস ট্রেনে করে সেই সব ডাক পাঠানো হয় ডাবলিন। ট্রেন সর্বক্ষণ তৈরি থাকে। ডাবলিন থেকে অত্যন্ত দ্রুতগামী জাহাজে সেই ডাক লিভারপুলে পাঠানো হয়। এর ফলে প্রায় বারো ঘণ্টা আগে ডাক গিয়ে পৌঁছে।

ফিলিয়াস ফগ সেই পথের কথাই ভাবছিলেন মনে মনে। জাহাজ চালিয়ে গেলে লিভারপুল পৌঁছতে হবে কাল বিকেল। এখানে নেমে ডাকের পথে গেলে কাল দুপুরের ভেতরেই লিভারপুল পৌঁছা যাবে। তারপর সেখান থেকে রাত পৌনে নয়টার মধ্যে লন্ডন পৌঁছানো আদৌ অসম্ভব হবে না।

রাত একটার সময় জোয়ার এসেছে দেখা গেলো। হেনরিয়েটা তখনই গিয়ে কুইন্স টাউন পোতাশ্রয়ে ঢুকলো। এবার স্পিডির সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন মিস্টার ফগ। মিস্টার স্পিডির জাহাজটির অনেক কিছু জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, এখনো তার দাম হতে পারে ত্রিশ হাজার ডলারের বেশি।

স্পিডির সঙ্গে করমর্দন করেই মিস্টার ফগ দলবল নিয়ে জাহাজ ত্যাগ করলেন। ডিটেকটিভ ফিক্‌সের খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো তখনই সে মিস্টার ফগকে গ্রেফতার করবে। কিন্তু ইচ্ছে সে দমন করেই রাখলো। এর কারণ কি? সে কি এতোদিনে বুঝতে পেরেছে যে মিস্টার ফগ সত্যিই নির্দোষ?

আসলে সে সব কিছু নয়। সবাই তারা ট্রেনে গিয়ে উঠলো। তখন দেড়টা বেজেছে। ভোরবেলা ট্রেন গিয়ে ডাবলিন পৌঁছোলো। সেখান থেকে আবার স্টিমারে।

অবশেষে ২১ ডিসেম্বর বেলা বারোটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতেই মিস্টার ফিলিয়াস ফগ লিভারপুলের মাটিতে গিয়ে পা ফেললেন। এখান থেকে লন্ডন তো মাত্র ছ ঘণ্টার পথ। কিন্তু ঠিক এই সময় ডিটেকটিভ ফিক্‌স সামনে এসে মিস্টার ফগের কাঁধে হাত রেখে বলে উঠলো, আপনিই কি মিস্টার ফিলিয়াস ফগ?

বলেই সে একটি পরোয়ানা বের করে দেখালো। মিস্টার ফগ বললেন, হ্যাঁ, আমিই ফিলিয়াস ফগ।

—তাহলে আপনাকে আমি গ্রেফতার করলাম।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ফিলিয়াস ফগ এখন একজন বন্দী। কাস্টম হাউসে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কাল ভোরে তাকে পাঠানো হবে লন্ডন। যাত্রার আগ পর্যন্ত তাকে সারারাত এখানেই কাটাতে হবে।

বেচারা পাশেপারতু মনিবের দুরবস্থা দেখে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। এবারের এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নেই। মিস্টার ফগ নিজেও তার সর্বনাশের কথাই ভাবছিলেন। আর সেই সর্বনাশও হলো কিনা ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হতে চলেছে, ঠিক তখন!

২০ ডিসেম্বর বেলা বারোটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে ফিলিয়াস ফগ পৌঁছেন লিভারপুল। সেখান থেকে লন্ডনের রিফর্ম ক্লাবে গিয়ে পৌঁনে ন'টার ভেতর হাজির হওয়া তো ছিলো সহজ ব্যাপার। এখান থেকে লন্ডন যে মোটেই ছ ঘণ্টার পথ।

এ সময়ে কেউ কাস্টম হাউজে ঢুকলে দেখতে পেতো মিস্টার ফগ নিশ্চল মূর্তির মতো একটি কাঠের বেঞ্চে বসে আসেন। রাগ বা দুঃখের কোনো চিহ্নই তার চোখেমুখে ফুটে ওঠেনি। তিনি তখনও একেবারে ভেঙ্গে পড়েননি। চুপচাপ বসেছিলেন। কিন্তু কিসের আশায়? তখনও কি তিনি বাজি জিতবেন বলে আশা করছিলেন? হয়তো তাই। তাই তিনি পকেট থেকে ঘড়িটি বের করে টেবিলের ওপর রেখে সেই দিকেই চেয়েছিলেন। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ঘড়ির কাটা দুটোর গতি লক্ষ্য করছিলেন।

এখান থেকে পালিয়ে যাবার চিন্তা করছিলেন কি মিস্টার ফগ? হয়তো সেই মতলবই তিনি আঁটছিলেন। এবার বসা থেকে উঠে তিনি একটু পায়চারী করলেন। না, দরজা জানালা সব বন্ধ।

ঘড়িতে ঠং করে একটা বাজার সঙ্কেত বাজলো। মিস্টার ফগ নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখলেন ঘড়িটা দু মিনিট এগিয়ে চলছে।

দুটোও বাজলো। তখনও একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে চাপতে পারলে তিনি লন্ডনে পৌঁছে ঠিক সময়েই রিফর্ম ক্লাবে হাজির হতে পারেন। দুটো বেজে তেত্রিশ মিনিটের সময় বাইরে একটা শব্দ হলো। দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। মিস্টার ফগ দরজার দিকে চেয়ে দেখলেন আওদা, পাশেপারতু আর ফিক্স এসে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকলো। উত্তেজনায় তারা যেনো কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে!

ফিক্স থতমত খেয়ে বললো, স্যার, স্যার, ক্ষমা করবেন আমাকে। একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে স্যার। চেহারায় অদ্ভুত মিল। তিন দিন আগে সেই চোর ধরা পড়েছে। আপনি এখন মুক্ত স্যার!

ফিলিয়াস ফগ এখন মুক্ত। তিনি সোজা ডিটেকটিভের দিকে এগিয়ে গেলেন, তার মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এক ঘুষি মেরে তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেললেন।

ডিটেকটিভ ফিক্স একটুও প্রতিবাদ করলো না। কারণ, তার ন্যায্য পাপের প্রতিফলই সে পেয়েছে।

মিস্টার ফগ, আওদা ও পাশেপারতু তৎক্ষণাৎ কাস্টম হাউজ ত্যাগ করে একটি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন এবং কয়েক মিনিটের ভেতরই স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলেন।

তখন আড়াইটা বেজেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনটি পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে ছেড়ে গেছে। একটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা মিস্টার

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

আমাকে ক্ষমা করতে হবে আওদা

ফগ তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকটি ইঞ্জিন সেখানে তৈরিই ছিলো। তবু স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে সবকিছু কায়দা-কানুন মেনে রওনা হতে তিনটে বেজে গেলো। এখনও তবু কম করেও সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় আছে ফিলিয়াসের হাতে।

লিভালপুল থেকে লন্ডন পৌছোতে এটুকু সময়ই যথেষ্ট, যদি রেলপথ সারাক্ষণ চালু রাখা সম্ভব হয় এবং কোথাও ট্রেন থামাতে না হয়। রওনা হওয়ার আগেই ফিলিয়াস ফগ ড্রাইভারকে মোটা বখসিসের কথা বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে? পথে কয়েক জায়গায় ট্রেন থামাতে হলো এবং তার ফলে তারা যখন লন্ডনে গিয়ে পৌছোলেন তখন রাত আটটা পঞ্চাশ মিনিট বেজে গেলো।

সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে দুর্ভাগ্যবশত মিস্টার ফিলিয়াস ফগ এসে লন্ডন পৌছোলেন মাত্র পাঁচটি মিনিট দেরি করে! এতো করেও শুধু পাঁচটি মিনিটের জন্যে তার পক্ষে বাজিতে জয়লাভ করা সম্ভব হলো না।

স্যাভাইল রোঁর সমস্ত বাসিন্দাদের সেদিন যদি বলা হতো যে মিস্টার ফগ ফিরে এসেছেন, তবে তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেতো। তার বাড়ির দরজা জানালাগুলো আগের মতোই বন্ধ রয়েছে। বাইরে থেকে কোনো পরিবর্তনই বোঝবার উপায় নেই।

আসলে মিস্টার ফিলিয়াস ফগ নিঃশব্দেই এসে বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। তারপর

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

বাড়ির কয়েকটি কামরা সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করিয়েছেন আওদার বাসোপযোগী করে।

খাওয়ার সময় তিনি আওদার সঙ্গে খাবার টেবিলে এসে যোগ দিতে পারলেন না। বলে পাঠালেন তার কতোগুলো ব্যক্তিগত কাজ এখনই না করলে নয়।

পরের দিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় মিস্টার ফগ আওদার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আওদা তখন ফায়ার প্লেসের পাশে বসেছিলো। একটি চেয়ার টেনে তিনিও গিয়ে পাশে বসলেন। মিনিট পাঁচেক কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথাই বলেন না। হঠাৎ মিস্টার ফগ বললেন, তোমাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছি বলে আমাকে ক্ষমা করতে হবে আওদা। যখন তোমাকে ভারত ত্যাগ করতে পারমর্শ দিয়েছিলাম তখন আমি ছিলাম একজন ধনী লোক। ভেবেছিলাম আমার যা আছে তারই সামান্য অংশ তোমাকে দিয়ে দেবো। তা হলেই তুমি স্বাধীনভাবে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আজ আমি সর্বস্বান্ত।

আওদা বললো, তাহলে দেখছি আপনি আমার জীবন রক্ষা করেই সন্তুষ্ট হোন নি। বরং আমি যাতে বিদেশে ভবিষৎ জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারি তারও চিন্তা করেছিলেন!

—হ্যাঁ আওদা, তাও করেছিলাম। ভারতে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব হতো না। যাকগে এখন যা কিছু সামান্য আমার আছে তাই তোমার হাতে তুলে দেবো ঠিক করেছি।

—কিন্তু আপনি, আপনার উপায় কি হবে মিস্টার ফগ?

—আমি? আমার কোনো কিছুরই দরকার হবে না।

—ভবিষ্যত কি করে কাটাবেন তাহলে?

—যা করা উচিৎ তাই করবো।

—কিন্তু আপনার মতো একজন লোক অর্থাভাবের ভেতর দিন কাটাবেন, তাই বা কি করে হয়? আপনার বন্ধু-বান্ধব?

—সত্যি বলতে, বন্ধু-বান্ধব আমার নেই।

—তাহলে আত্মীয়-স্বজন?

—আত্মীয়-স্বজনও নেই।

—তাহলে আমি বলবো, সত্যি আপনি মহাপ্রাণ মিস্টার ফগ। সংসারে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বাস করা তো ভায়বহ ব্যাপার! শোক, দুঃখ, অভাব-অনটনের ভাগ বহনের জন্যে যদি অপর কেউ থাকে, তবে সে দুঃখ ততোটা অসহ্য মনে হয় না।

—হ্যাঁ, শুনি লোকে তাই বলে বটে।

এমন সময় আওদা উঠে সহসা মিস্টার ফগের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, মিস্টার ফিলিয়াস ফগ, একটা কথা বলতে চাইছি। আমাকে আপনার আত্মীয় ও বন্ধু দুটোই করে নিতে কোনো আপত্তি নেই তো? কিংবা আমাকে আপনার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে?

সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ফগও উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, ঠোঁট তার কাঁপছে। আওদা তার দিকেই চেয়ে আছে। আওদার দৃষ্টিতেও ফুটে উঠেছে একজন মহীয়সী নারীর সততা ও ত্যাগের নিখুঁত ছবি।

মিস্টার ফগ প্রথমে অবাক হয়ে রইলেন, তারপর যেনো মুষড়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে তিনি বললেন, আমি.... আমি, যা কিছু পবিত্র তারই নামে শপথ করে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

তোমাকে গ্রহণ করছি।

বলেই মিস্টার ফগ পাশেপারতুকে ডাকতে ঘণ্টা বাজালেন। পাশেপারতু যখন ঘরে এসে ঢুকলো তখন মিস্টার ফগ আওদার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ দৃশ্য দেখে বিশ্বস্ত অনুচর পাশেপারতুর অন্তরও খুশিতে কানায় কানায় ভরে উঠলো।

তখন আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। মিস্টার ফগ পাশেপারতুকে জিজ্ঞেস করলেন—মেরিলবোনের পাদ্রী রেভারেন্ড স্যামুয়েল উইলসনকে একটা খবর দিয়ে রাখা কি এখন সম্ভব হবে পাশেপারতু?

খুশিতে ডগমগ হয়ে পাশেপারতু বললো, কেনো সম্ভব হবে না স্যার? কিছুই অসম্ভব নয়। আমি এখখুনি যাচ্ছি স্যার।

—বেশ, বলোগে আগামী সোমবার ....।

তার কথা শেষ না হতেই পাশেপারতু দৌড়ে বেড়িয়ে গেলো।

জেম্‌স ষ্ট্যান্ড নামক একজন লোককে ১৭ ডিসেম্বর এডিনবার্গে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তিন দিন আগে মিস্টার ফিলিয়াস ফগ ছিলেন একজন আসামী, পুলিশ ধাওয়া করে ফিরছিলো তার পেছনে। আর আজ? আজ তিনি অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি। বিশেষ করে এই লোকটি ধরা পড়ার পরেই মিস্টার ফিলিয়াস ফগ বিশ্ব প্রদক্ষিণ করার কাজে ব্যস্ত বলে খবরের কাগজে, সভা-সমিতিতে তার নাম বারবার আলোচিত হতে লাগলো।

এদিকে রিফর্ম ক্লাবে গত তিন দিন মিস্টার ফগের বন্ধুদের কিন্তু অত্যন্ত অসোয়াস্তির মধ্যে কেটেছে। ফগের কথা এতোদিনে অনেক লোক ভুলতে বসেছে। বন্ধুরা ভাবছে, ফগ কি সত্যিই কথা মতো ফিরে আসতে পারবেন? তিনি এখন কোথায়? এতোদিন চলে গেলো কিন্তু কোনো খবরই তো এলো না! সত্যিই কি একুশ তারিখ সন্ধ্যেবেলা সহসা এসে তিনি দর্শন দেবেন?

সেদিন সন্ধ্যোবেলা ক্লাবের প্রশস্ত লাইব্রেরী রুমে মিস্টার ফগের পাঁচ বন্ধু অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মিস্টার ফগের সুভাগমনের জন্যে।

ঘড়িতে যখন ঠিক ৮টা ২৫ মিনিট তখন এন্ড্রু ষ্টয়ার্ট উঠে বললেন, আর বিশ মিনিট! বিশ মিনিট পরেই মিস্টার ফিলিয়াসের বাজির সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আপনারা চায়না জাহাজের কথা জানেন। সেটাই হলো একমাত্র জাহাজ যাতে তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে লিভারপুল পৌঁছে গতকাল লন্ডনে পৌঁছোতে পারতেন। কিন্তু এই দেখুন যাত্রীদের নামের তালিকা। এ তালিকায় তার নাম নেই। আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট হয়ে গেলো। আর মাত্র পাঁচটি মিনিট।

মাত্র পাঁচ মিনিট বলে ষ্টুয়ার্ট বসে পড়লেন বন্ধুদের সঙ্গে নিত্যকার মতো তাস খেলবেন বলে। কিন্তু তাদের সবারই দৃষ্টি তখন ঘড়ির দিকে।

তাসগুলো কেটে ওয়ালটার র‍্যাল্‌ফের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে জন সুলিভান বললেন, আটটা বেজে তেতাল্লিশ হলো।

এতো বড়ো ঘরটি একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে ঘড়ির দোলকের টিক্‌টিক্ শব্দ। সেকেন্ডের পর সেকেন্ড বেড়ে চলেছে। ঘরটি এতোই নিঃস্তব্ধ যে, সবাই সে টিক্‌টিক্ শব্দ

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

শুনতে পাচ্ছে।

জন সুলিভান রীতিমতো কম্পিত কণ্ঠেই বললেন, আর একটি মিনিট কোনো রকমে কেটে গেলেই বাজিমাত।

এন্ড্রু ষ্টুয়ার্ট এবং তার সঙ্গীরা খেলা বন্ধ করে সেকেন্ড গুনতে লাগলো—

চল্লিশ সেকেন্ড গেলো, কেউ এলো না—পঞ্চাশেও না, কিন্তু পঞ্চান্ন সেকেন্ডের সময় বাইরে শোনা গেলো বহু লোকের উল্লাসধ্বনি। বন্ধুরা সবাই একযোগে আসন ছেড়ে উঠলেন এবং ঘড়িতে যখন ঠিক সাতান্ন সেকেন্ড বাজলো তখন হঠাৎ ঘরের দরজাটি খুলে গেলো। ঘড়িতে তখন শুধু ষাট সেকেন্ড বাজতে বাকি। এমন সময় মিস্টার ফিলিয়াস ফগ ঘরে ঢুকে বললেন, এই যে বন্ধুগণ, আমি এলাম।

মিস্টার ফিলিয়াস ফগ এলেন, তার পেছনে অগণিত লোকের মিছিল। আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হলে পাশেপারতুকে বিয়ের খবর দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। পাদ্রী রেভারেন্ড স্যামুয়েল উইলস্‌নের কাছে ছুটে যেতে পাশেপারতু এক মিনিটও দেরি করেনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেলো পাদ্রী উইলস্‌ন তখন বাড়িতে নেই। কাজেই পাশেপারতুকে সেখানে বসে থাকতে হলো প্রায় বিশ মিনিট। তারপর ঠিক যখন আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে, তখন পাশেপারতুকে দেখা গেলো রেভারেন্ড স্যামুয়েল উইলস্‌নের বাড়ি থেকে ছুটে বেরোতে প্রায় একটা পাগলের মতো। চুলগুলো তার এলোমেলো, মাথায় নেই হ্যাট। দেখলে মনে হবে সে যেনো প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

এমনি করে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে ঠিক তিন মিনিটের ভেতর পাশেপারতু এসে হাজির মিস্টার ফগের ঘরে। উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে কথা ফুটছিলো না। মিস্টার ফগ তার এ অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে পাশেপারতু জবাব দিলো—কা-ল রবি-রবিবার স্যার।

মিস্টার ফগ বললেন, সোমবার।

—না, আজ তো শনিবার।

—শনিবার? অসম্ভব!

—হ্যাঁ স্যার, আজ শনিবার। আপনি হিসেবে একটা দিন ভুল করেছেন। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের তেইশ ঘণ্টা আগে এসে লন্ডন পৌঁছেছিলাম, কিন্তু এখন তার মাত্র দশটি মিনিট হাতে আছে।

এ কথা বলতে বলতে পাশেপারতু মিস্টার ফগকে তার চেয়ার থেকে তুলে এক রকম টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। অগত্যা ফিলিয়াস ফগ লাফিয়ে গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসলেন। গাড়োয়ানকে এক শ পাউন্ড ভাড়া দেবেন বলে স্বীকার করলেন। গাড়ি ঠিকই রিফর্ম ক্লাবে গিয়ে পৌঁছালো কিন্তু পথে কুকুর চাপা দিলো দুটো আর কম করেও ধাক্কা খেলো চার পাঁচটি গাড়ির সঙ্গে। এমনি করে ঘড়ির কাঁটা যখন আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘরে তখন মিস্টার ফগ এসে লাইব্রেরী রুমে দাঁড়ালেন।

মিস্টার ফিলিয়াস ফগ সত্যি সত্যি আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলেন এবং বাজি জিতে বিশ হাজার পাউন্ড লাভ করলেন।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

কিন্তু মিস্টার ফিলিয়াস ফগের মতো এমন হিসেবী মানুষের এ রকম একটা দিনের ভুল হলো কি করে? ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার লন্ডনে পৌঁছেও কি করে তিনি ভাবলেন সেটা ২১ ডিসেম্বর শনিবার?

তবে কারণটা তেমন কঠিন কিছুই নয়।

মিস্টার ফিলিয়াস ফগ যাত্রা শুরু করেন পশ্চিম থেকে পুব দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে। তারই ফলে এক ডিগ্রী করে পথ অতিক্রম করার পর তার সময় বাঁচতে থাকে চার মিনিট করে। পৃথিবীর পরিধি মাপা হয়েছে তিন শ ষাট ভাগ করে। তারই এক ভাগকে বলা হয় ডিগ্রী। এখন এই তিন শ ষাটকে চার দিয়ে গুণন করলেই আমরা পেয়ে যাবো ১৪৪০ মিনিট বা ২৪ ঘণ্টার পুরো একটি দিন। এই দিনটি মিস্টার ফগ অলক্ষ্যে লাভ করেছেন।

পূর্ব দিকে যেতে যেতে মিস্টার ফিলিয়াস ফগ সূর্যকে তার মাথার ওপর দিয়ে যেতে দেখেছেন আশি বার, আর যারা লন্ডনে ছিলেন তারা দেখেছেন উনাশি বার। কাজেই ঠিক সেদিন ছিলো রবিবার না হয়ে শনিবার এবং তার বন্ধুরা রিফর্ম ক্লাবে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বসে বসে।

সত্যি সত্যিই মিস্টার ফগ দি গ্রেট আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এলেন। এবং তা করতে গিয়ে তাকে কতো রকম যানবাহনই না ব্যবহার করতে হয়েছে! রেল, জাহাজ, শ্লেজ, পাল্‌কী এমন কি হাতী—কিছুই বাদ যায় নি! তাকে লোকে বলতো বড্ড খামখেয়ালী। কিন্তু পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ব্যাপারে তিনি যে একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ও স্থিরচিত্ততা দেখিয়েছেন, তার তুলনা মেলা ভার। এ ব্যাপারে তার সবচে বড়ো লাভ হলো, বাজিতে জিতে তিনি বিশ হাজার পাউন্ড তো পেলেনই, অধিকন্তু সুন্দরী আওদাকে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়লেন।

■

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলীর জন্ম ১৯১০ সালের ১০ই জানুয়ারী বিক্রমপুরে। পড়াশোনা করেছেন বিক্রমপুরের বিখ্যাত হাইস্কুল তেলিরবাগ কালীমোহন দুর্গামোহন ইনস্টিটিউশনে। স্বর্ণপদক সহ এন্ট্রান্স পাস করেছেন ১৯২৬। পরবর্তীতে পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

চাকুরী জীবনের শুরু অবিভক্ত ভারতের কোলকাতা হাইকোর্টে। '৪৭ পরবর্তী ঢাকায় একই সাথে প্রকাশনা এবং ঢাকা হাইকোর্টে চাকুরী। নওরোজ কিতাবিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার।

শিশুসাহিত্যের উপর প্রবর্তিত প্রায় সবগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এরমধ্যে ইউনেস্কো, বাংলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইউনাইটেড ব্যাংক, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, যুক্তরাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা উল্লেখযোগ্য।

অধুনালুপ্ত দৈনিক আজাদ পত্রিকার 'মুকুলের মহফিল' শিশু বিভাগের প্রধান হিসেবে 'বাকবান' নামে সমধিক পরিচিত। শখ : ফটোগ্রাফি, সেলাইকর্ম, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অজস্র। তিনি ১৯৭৫ সালের ৩০ শে জানুয়ারী হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 984-702-053-4

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

১০ মিনিট স্কুল all pdf বই - Click here

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021 all Month pdf - Click here

আয়মান সাদিক ও সাদমান সাদিক ভাইদের all pdf বই - Click here

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com

ফেসবুকে আমি - মোঃহৃদয়